মহামতি চাণক্য অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন তাঁর দীন-কুটীরের নিজস্ব কক্ষে। মাঝে মাঝে ডান হাত দিয়া মাথায় পুষ্ট শিখাটির গোড়ায় মুঠো করে ধরছিলেন। মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তা পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। কারণ পুরবাসীদের মধ্যে এ বিষয়টা প্রকাশ পেয়েছে যে নন্দবংশ ধ্বংস করায় ভূতপূর্ব মহারাজ নন্দের মন্ত্রী রাক্ষসের ক্রোধ হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পুরবাসীদের মধ্যে এই কথাটা কি করে প্রচারিত হয়ে গেল যে মহারাজ পর্বতকের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁর পুত্র মলয়কেতু আমাদেরই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছে! কেবল তাই নয়। এই সুযোগের চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছেন বিচক্ষণ অমাত্য রাক্ষস। তিনি মলয়কেতুর কাছে পণ করেছেন এবং সন্ধি করেছেন এই শর্তে যে সমগ্র নন্দরাজ্য তিনি পুনরুদ্ধার করে মলয়কেতুকে দান করবেন। মলয়কেতুও এই আশ্বাসে প্রীত হয়ে তার সংগৃহীত বিশাল ম্লেচ্ছসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে!—

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তিনি নিজের মনেই হেসে উঠলেন। বেশ তো। এমন ঘটনা যদি ঘটেই, আমি কি একে নিবর্তিত করতে সমর্থ হব না? একদিন নন্দের রাজসভায় যে সমস্ত লোক ভয়ে, অবনতমুখে, আমাকে শ্রেষ্ঠ আসন থেকে পতিত হ'তে দেখেও একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি: এখন সেই সবলোকই তো দেখছে যে, সিংহ যেমন পর্বতশৃঙ্গ থেকে হস্তিশ্রেষ্ঠকে নিপাতিত করে, আমিও তেমনই নন্দকে সিংহাসন থেকে সবংশে নিপাতিত

করেছি। এবং মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে, সরোবরে পদ্মিনীর ন্যায়, রাজলক্ষ্মীকে অচলা করেছি।

না, না, এসব আমি কি ভাবছি ঃ চাণক্য যেন নিজেকেই তিরস্কার করলেন, যতক্ষণ ভূতপূর্ব নন্দের মন্ত্রী ঐ আর্য রাক্ষসকে হস্তগত করতে না পারি, ততক্ষণ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে রাজলক্ষ্মীর স্থায়ীত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কারণ, নির্বোধ বা দুর্বল কর্মচারী অনুরক্ত হলেও তাকে দিয়ে প্রভুর কোন উপকার হয় না ; যেমন বুদ্ধিমান এবং বলবান কর্মচারী যদি অনুরাগশূন্য হয়, সেও প্রভুর কোন কাজে লাগে না। কিন্তু বুদ্ধি, বিক্রম এবং অনুরাগ—এই তিনটে গুণ যাদের মধ্যে থাকে, তেমন কর্মচারীই সম্পদ ও বিপদের সময় প্রভুর পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। এবং এজন্যেই অমাত্য রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের অনুগত করা প্রয়োজন। তাহলেই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। এবং আমিও নিশ্চিত হয়ে এই রাজনীতি কূটনীতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করতে পারব!

সহসা তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল। বহির্দ্বারে শার্ঙ্গরব—তাঁরই নবীন শিষ্য, সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ অতিশয় ধীমান এবং রূপবাণ যুবক, কার সঙ্গে বা কয়েক-জনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে! খানিকক্ষণ কান পেতে রইলেন চাণক্য। কিছু বুঝতে পারলেন না। তবে দুটি যুবতী নারীর কণ্ঠস্বর আলাদা আলাদা বুঝতে পারলেন। তিনি ডাকলেন, 'শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!'

সঙ্গে সঙ্গে শার্ঙ্গরব কক্ষে প্রবেশ করে প্রণাম করল। বলল, 'গুরুদেব! শোনোত্তরা এসেছে। সঙ্গে অপর এক যুবতী। আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী!'

'ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও। তুমি বহির্দ্বারেই অপেক্ষা কর!' চাণক্য আদেশ করলেন, 'আর হ্যাঁ, আমার বসবার আসন দিয়ে যাও!'

শার্ঙ্গরব বসবার আসন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরক্ষণেই শোনোত্তরা, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বিশ্বস্ত দ্বাররক্ষিকা, অপর এক অসামান্যা রূপসী যুবতীকে নিয়ে চাণক্যের কক্ষে প্রবেশ করল।

চাণক্য মুখ তুলে প্রথমে শোনোত্তরাকেই প্রশ্ন করলেন, 'শোনোত্তরা! রাজবাড়ীর সকলেই কুশল তো?'

শোনোত্তরা সসম্ভ্রমে বলল, 'হ্যাঁ প্রভু! সবই কুশল। এখন এই যুবতীকে

আপনারই কথা মত নিয়ে এসেছি। আর কি করণীয় আছে, আজ্ঞা করুন!'

চাণক্য হেসে বললেন, 'তুমি কিছুক্ষণ বহির্দ্বারে শার্ঙ্গরবের সঙ্গে কথাবার্তা বল! আমি ততক্ষণ এই কন্যার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলে নিই!'

শোনোত্তরা প্রণাম করে বাইরে চলে গেল।

যুবতী তখনও অবনত মস্তকে ঈষৎ বঙ্কিম ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চাণক্য কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলেন। অমাত্য রাক্ষস এই অনিন্দ্যরূপসী বিষ-কন্যাটিকে গোপনে প্রেরণ করেছিলেন চন্দ্রগুপ্তকে বিনষ্ট করবার জন্য। কি ভয়ঙ্কর রূপ! কি নিখুঁত দেহবল্লরী! চন্দ্রগুপ্ত ফাঁদে পা দিতই, যদিনা তিনি সময়মত রাজনর্তকীরূপে এই যুবতীর নিয়োগ বন্ধ করে দিতেন। যা হোক। এখন কার্যোদ্ধার হ'য়েছে। চন্দ্রগুপ্তের অর্ধরাজ্যভাগী মহারাজ পর্বতককে এই যুবতী বিষকন্যা দ্বারাই বধ করানো গেছে। সব সংবাদই তিনি পেয়েছেন অন্য চরের মুখে। এবং সমগ্র নগরীতে তিনি রটিয়ে দিয়েছেন যে আর্য রাক্ষসই বিষকন্যাদ্বারা আমাদের পরম মিত্র রাজা পর্বতককে হত্যা করেছে! এ পর্য্যন্ত সবই পরিকল্পনামত ঘটেছে। সেদিক থেকে কোন চিন্তার কারণ নেই। তবু যে তিনি শোনোত্তরাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বিষকন্যা নাগমতী ফিরে এলে একবার যেন তার কাছে নিয়ে আসে ওকে—সে কেবল কার্য্য সমাধার পর কোনরূপ ভাবান্তর যুবতীর ঘটেছে কিনা তা প্রতক্ষতঃ যাচাই করার জন্যই। নাগমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। বিষকন্যাদের কোন অবস্থাতেই কোন প্রতিক্রিয়া হয় না—এটাই সত্য।

চাণক্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'পুত্রী! কি ভাবে তুমি রাজার বিনাশ ঘটালে?' (তিনি সবই জানেন। তবু)

বিষকন্যা নাগমতী দুই পদ্ম আঁখি তুলে সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিল, 'মহারাজগণ সকলেই নৃত্য-গীত-সুরার ভক্ত। রাজা পর্বতকও ব্যতিক্রম নন। তবে তাঁর অতিরিক্ত একটি নেশা ছিল। তাম্বুল। ক্ষণে ক্ষণে তিনি তাম্বুল—খেতেন। কাজেই আমার কোন অসুবিধা হয়নি।'

'তোমাকে কেউ সন্দেহ করেনি তো?' চাণক্য প্রশ্ন করলেন।

'হয়তো একজনই—রাজার খাস ভৃত্য এবং অনুচর—কিছু ভেবেছিল।

সে আমাকে রাজার সুরাপাত্রের অবশিষ্ট সুরাটুকু জোর করে পান করিয়েছিল। আমি নতুন নর্ত্তকী বলেই হয়তো। রাজা যে বিষ ভর্তি তাম্বুল খেয়ে ফেলেছেন—সেটা চিন্তা করাও তার পক্ষে সম্ভব বলে আমি মনে করি না!'

'যথার্থ বলেছ!' চাণক্য নিশ্চিন্ত স্বরে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, পুত্রী! তুমি এবার যাও! যথাসময়ে পুরস্কৃত হবে। প্রসাদে তুমি কোথায় থাকবে, শোনোত্তরাই সব বলে দেবে। যাও! এখন তোমার বিশ্রাম!' বলে হাঁক দিলেন, 'শোনোত্তরা!'

শোনোত্তরাদের বিদায় করে দিয়ে লেখনী তুলে নিলেন চাণক্য। সামনে মেজের উপরে তুলট-পত্রগুলি সাজিয়ে রেখেছে। একপাশে হস্তীদন্ত নির্মিত মস্যাধার। চাণক্য পূর্বাপর পরিকল্পনাগুলি মনে মনে একবার গুছিয়ে নিলেন। তারপর মস্যাধারে লেখনী ডুবিয়ে তুলট-পত্রে লিখতে লাগলেন: প্রজাদের মধ্যে কে আমাদের দলে এবং কে রাক্ষসদের দলে—এসব জানবার জন্যে দুই দলেই নানা অনুচর নিযুক্ত করা গেছে। তারপর, আমার পরম মিত্র ইন্দুশর্মা আমারই নির্দেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে জীবসীদ্ধি নাম নিয়ে এক পরম পণ্ডিত হিসাবে অমাত্য রাক্ষসের আস্থাভাজন হয়েছে। পরে এই জীবসীদ্ধিকে দিয়েই আমার সবিশেষ কার্যোদ্ধার হবে বলে আশা করা যায়। এক্ষণে—

এই সময় বাইরে থেকে একটা গোলমালের শব্দ কানে আসতে চাণক্য লেখনী থামিয়ে উৎকর্ণ হলেন!

শার্ঙ্গরব বহির্দ্বারে বসে পুস্তক পাঠে মগ্ন ছিল। এই সময় একজন যমপটওয়ালা এসে যমপট দেখিয়ে তারস্বরে বলতে লাগল, 'যমের চরণে প্রণাম করুন আজ্ঞে! অন্য দেবতাকে পূজো করে কি হবে? বুকের ভেতর যতক্ষণ ধড়ফড়ানি থাকবে ততক্ষণ অন্যদেবতার পূজো করবেন। ধড়ফড়ানি ঠাণ্ডা হলে যমের এক্তিয়ার!—হাসচেন? হাস্‌চেন বটে, কিন্তু মরার কথা শুনে মুখটাও তো শুকিয়ে গেচে! আমার মুখ দেখুন—হাসচি! কারণ, এই হলো গে আমার ব্যবসা। যম সবার মাথায় বাড়ি মেরে যান, আমি যমের মাথায় বাড়ি মেরে খাই।'

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জমায়েত হয়েছে। তাদের কেউ একজন সামনে রাখা বাটিটাতে পয়সা দিতে পটওয়ালা বলেন, 'যম তোমার মঙ্গল করুন!' বলেই পট গুটিয়ে নিয়ে ভেতরে যেতে উদ্যত হল।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিল শার্ঙ্গরব।—'এই! ভেতরে যাবে না।'

'কেনরে বাপু, ভেতরে যেতে নিষেধ কিসের?' পটওয়ালা বলল, 'যমপট এনেচি। গান শোনাবো।'

'কে তোমার গান শুনবে?' শার্ঙ্গরব বলল, 'এটা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী মহামাত্য ব্রাহ্মণ গুরু চাণক্যের বাসগৃহ।'

'ও, চাণক্য?' পটওয়ালা একগাল হেসে বলল, 'আরে চাণক্য তো আমার ধম্মভাই। ছাড়ো, পথ ছাড়ো! কদ্দিন দেখা হয় নি। যাই ওকে একটু জ্ঞান দিয়ে আসি!'

একথায় শার্ঙ্গরব একেবারে তেতে উঠল। 'আরে মুর্খ পটওয়ালা! তুমি কি আমার গুরুর চেয়েও বেশী জ্ঞানী নাকি?'

শার্ঙ্গরবের রাগকে আমলই দিল না পটওয়ালা। 'হেঁ হেঁ! ও বাউনের পো! এটা একটা কথা হোল? জ্ঞান হলো গে' অপার ব্যাপার। তার ধর গে, খানিকটা তোমার গুরু জানেন, খানিকটা আমি জানি আর খানিকটা তুমি জান!'

শার্ঙ্গরব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'আমরা যেটুকু জানি—সে সব জেনে গুরুদেবের মত ভূবন বিখ্যাত পণ্ডিতের কি ফললাভ হবে?'

'জ্ঞানের গোড়াতেই ফলের কথা, বাউনের পো?' পটওয়ালা দাঁত বার করে হেসে বলল, 'যাও দিকিনি, তোমার গুরুকে জিজ্ঞেস করে এসো—চাঁদকে কে পছন্দ করে না?'

পটওয়ালার শেষ কথাগুলি চাণক্য স্পষ্ট শুনতে পেলেন ভেতর কক্ষ থেকে। বুঝতে পারলেন, কথাগুলির অর্থ। চন্দ্রগুপ্তের ওপর কে কে এবং কারা অসন্তুষ্ট—এই ব্যক্তি তা জানে।—অর্থাৎ, নিপুলক, যাকে প্রজাদের মনোবৃত্তি জানার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে!

শার্ঙ্গরব ধমক দিয়ে ওঠল। 'মুর্খ! এসব কি বাজে কথা বলছ?'

'ও বাউনের পো, বাজে নয় গো, এটা কাজের কথাই হোত' যদি—'

'যদি কি

'যদি,' পটওয়ালা নিজের মাথায় আঙ্গুল দিয়ে দুটো চোকা মেরে বলল,—'যদি খুলির নীচে একটু ঘি-সম্পন্ন একটা লোকের দেখা পেতাম গো !'

এ কথায় শার্ঙ্গরবের মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল। সে প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করেই দিত পটওয়ালাকে যদি না সেই মুহূর্তে ভেতর থেকে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর ভেসে আসত,—'ভদ্র! তুমি ভেতরে এসো! এখানে তুমি তোমার কথা শোনাবার জন্যে বোদ্ধা লোক পাবে।'

শার্ঙ্গরব অগত্যা সরে দাঁড়ালো দরজা ছেড়ে।

পটওয়ালা একগাল হেসে বলল, 'হলো? শুনলে তো?' বলেই দ্বার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে উপবেশিত চাণক্যের সামনে নত হয়ে প্রণাম করে বলল, 'জয়তু আর্য্য !'

চাণক্য সস্মিতমুখে বললেন, 'ভদ্র! স্বাগতম! উপবেশন কর! কি সংবাদ এনেছ নিপুনক। বল?'

নিপুনক নামে চর বিনীত স্বরে বলল, 'আর্য্য। প্রজারা সকলেই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের অনুরক্ত, কেবল তিনজন ছাড়া।'

'তাদের নাম?' চাণক্য নিরাসক্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন।

নিপুনক বলল, 'আজ্ঞে, প্রথমজন, রাক্ষসের পরম মিত্র সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধী।'

চাণক্য স্বগত উচ্চারণ করলেন, 'জীবসীদ্ধি !'

নিপুনক বলে যেতে লাগল, 'আজ্ঞে, এই জীবসীদ্ধিই অমাত্য রাক্ষসের প্রেরিত বিষকন্যাকে নিয়োজিত করে আমাদের পরম মিত্র রাজা পর্বতককে হত্যা করেছে।'

চাণক্য চুপ করে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন—তাঁর পরিকল্পনা মতই কাজ ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এক চর অন্য চরের কথা কখনই জানতে পারবে না, বরং পরপস্পরকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখবে অন্য সাধারণ ব্যক্তির মতই এটাই তো তিনি চেয়েছেন। কাজেই নিপুনকের মুখে সন্ন্যাসী জীবসীদ্ধির কথা শুনে নিশ্চিন্তই হলেন তিনি।

এদিকে গুরুদেব চাণক্যকে চুপ করে থাকতে দেখে নিপুনক মাথা—চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'আজ্ঞে দ্বিতীয় নামটা কি উচ্চারণ করব ?'

চাণক্য তৎক্ষণাৎ মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন।

নিপুনক সোৎসাহে সুরু করল; আজ্ঞে, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হলেন গে' রাক্ষসের আরেকজন প্রিয় বন্ধু, তার নাম শকটদাস।'

চাণক্য বাম ভুরু তুলে চিন্তান্বিত স্বরে যেন প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, ওই সিদ্ধার্থক নামে যে ব্যক্তি—'

নিপুনক মাঝপথেই বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সিদ্ধার্থক?'—

—'সেও কি শকটদাসের বন্ধু না কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেবের অনুমান যথার্থ।' নিপুনক উত্তর দিল।

'হুঁ।' চাণক্য বললেন, 'আচ্ছা, আমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। এখন বল, তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?

'আজ্ঞে, তৃতীয়জন মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস।' নিপুনক সাগ্রহে বলতে লাগল, 'এরই গৃহে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে রেখে অমাত্য রাক্ষস ছদ্মবেশে এ রাজ্য ত্যাগ করেছে!'

চাণক্য বিস্ময় প্রকাশ করলেন! 'তাই নাকি? তবে তো এই—মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসই আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। কেননা, খুবই—ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলে তো কেউ স্ত্রীকে তার কাছে রেখে যায় না। নিপুনক! তুমি নিশ্চিত জানো যে আর্য্য রাক্ষস তাঁর স্ত্রীকে চন্দনদাসের গৃহেই রেখে গেছে?'

নিপুনক ট্যাঁক থেকে একটি মোড়ক বার করে চাণক্যের হাতে দিয়ে বলল 'আজ্ঞে আমার কথার নিশ্চিত প্রমাণ—এই মুদ্রারাক্ষস!'

চাণক্য মোড়ক খুলে দেখেই বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'একি? এ তো অমাত্য রাক্ষসের অঙ্গুরীয়! নিপুনক! এ তুমি কোথায় পেলে?'

নিপুনক আত্মপ্রসাদের স্বরে বলতে লাগল, 'আজ্ঞে, আমি যমপট দেখিয়ে গান গেয়ে গেয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াই! তা আজ ঘুরতে ঘুরতে ভাগ্যক্রমে গিয়ে পড়েছি মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের বাড়ী। গান গাইছি, এই সময় বছর তিনকের পরমসুন্দর একটি বালক, তা এ বয়সের শিশুরা যেমন হয় আর কি, বড় বড় ডাগর চোখে, একমুখ হাসি নিয়ে টল্‌মল্ করতে করতে ভেতর বাড়ীর পর্দার বাইরে বেরিয়ে এল। অমনি ভেতর বাড়ী থেকে দু'একজন মেয়ের গলা শোনা গেল—"ওইরে, দুষ্টু ছেলেটা আবার বেরিয়ে গেল।"

পরক্ষণেই দেখলাম শাঁখের মত সাদা দুটি সুন্দর হাত পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে ছেলেটিকে টপ্ করে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তা, এই যে মহিলার হাত দুটি বেরিয়েছিল, তারই একটি হাতের আঙ্গুল থেকে আংটিটা খুলে লাফিয়ে উঠোনে পড়ল। পুরুষের আঙ্গুলের মাপে বড় আংটি ; ওটা যে খুলে পড়ে গেল তা মহিলা জানতেও পারলেন না। আর ঐ আংটিটা পড়ল তো একেবারে আমার পায়ের কাছেই—যেন কোন নববধূ আমার পায়ে এসে প্রণাম করল।'

চাণক্যের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি জেগে উঠল—'নিপুনক, তোমার উপমাটি সুন্দর। কিন্তু যে কাজ তোমার দ্বারা সাধিত হ'লো তা' তদপেক্ষা সুন্দর ! তুমি মুদ্রারাক্ষস আমার করায়ত্ত করেছ। যাও ! শীঘ্রই এর যোগ্য পুরস্কার তুমি পাবে। আমার পুনর্নিদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আগের মতই সক্রিয় থাকো।'

'গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য।' প্রণাম করে নিপুনক বিদায় নিল।

চাণক্য ডাকলেন, 'শার্ঙ্গরব ! শার্ঙ্গরব !'

শার্ঙ্গরব তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়ালো : 'গুরুদেব ! আজ্ঞা করুন !

'সিদ্ধার্থককে এখনই ডেকে পাঠাও !' চাণক্য দ্রুত স্বরে আদেশ করলেন শার্ঙ্গরব বেরিয়ে যেতেই চাণক্য অঙ্গুরীয়টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মনে মনেই বলে উঠলেন—এইবার অঙ্গুরীয়ের মুদ্রা ব্যবহার করে এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে অমাত্য রাক্ষস সহজেই আমার বশীভূত এবং করায়ত্ত হয়।

'আর্য্যের জয় হোক !' বলে সিদ্ধার্থক প্রবেশ করেই আভূমিনত হয়ে প্রণাম করল।

চাণক্য সিদ্ধার্থককে দেখে সহর্ষে বলে উঠলেন, 'কল্যাণ হোক। তোমার 'জয়' শব্দ গ্রহণ করলাম। তা, বাপু সিদ্ধার্থক ! তুমি আমার একটি কাজ করে দেবে ?'

'আজ্ঞা করুন, গুরুদেব !' সিদ্ধার্থক সসম্ভ্রমে উত্তর দিল।

"তুমি অমাত্য রাক্ষসের পরম মিত্র শ্রেষ্ঠী শকটদাসের আস্থা—ইতিমধ্যেই অর্জন করেছো তো ?'

'সে তো আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই করেছি, গুরুদেব।'

'হ্যাঁ। কিন্তু অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয়—হয়েছে কি?'

'আজ্ঞে না। তা এখনও হয় নি।' সিদ্ধার্থক ঈষৎ ম্লান স্বরে বলল।

'বেশ। তাহলে অতি শীঘ্রই তোমার অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। কেবল পরিচয় নয়, তাঁর আস্থা অর্জন করাও তোমার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজন। বুঝেছো! বেশ! এখন তুমি তোমার বন্ধু শকটদাসকে দিয়ে এই মর্মে একটি পত্র লেখাও যে—'

চাণক্য বাক্য অসমাপ্ত রেখে উৎকর্ণ হলেন। কেউ আসছে! পরক্ষণেই চন্দ্রগুপ্তের প্রধানা দেহরক্ষীণি ও দ্বাররক্ষীকা যুবতী শোনোত্তরা প্রবেশ করে প্রণাম করে বলল, 'আর্য্যের জয় হোক!'

'স্বাগতম, পুত্রী শোনোত্তরা!' মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কি সংবাদ প্রেরণ করেছেন—বল?' সহাস্যে বললেন চাণক্য।

শোনোত্তরা অতিশয় বিনীতভঙ্গিতে, মিষ্ট স্বরে বলতে লাগল, 'আর্য্য! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আপনার উদ্দেশ্যে তাঁর পদ্মকলির মত সুন্দর আঙ্গুলগুলি দিয়ে অঞ্জলি প্রদান করে জানিয়েছেন যে 'আপনার অনুমতি অনুসারে আমি, মহারাজ পর্বতকের পারলৌকিক কার্য্য করাতে ইচ্ছা করি; আর তাঁরই অঙ্গ-ধৃত অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণদের দান করি।'

চাণক্য আনন্দের সঙ্গে মনে মনে বললেন—চন্দ্রগুপ্ত! তুমি আমার মনের কথাটিই বলেছ। প্রকাশ্যে তিনি বললেন, 'শোনোত্তরা! তুমি আমার কথানুসারে চন্দ্রগুপ্তকে বল সে যেন নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করে। তবে পর্বতকের ধৃত অলঙ্কারগুলি উৎকৃষ্ট। সুতরাং উপযুক্ত ব্রাহ্মণকেই সেগুলি দেওয়া উচিত। অতএব আমি নিজেই যাদের গুণ পরীক্ষা করেছি, তেমন ব্রাহ্মণদের আমি নিজেই সেগুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর চন্দ্রগুপ্ত আর কি বলেছে, বল?'

শোনোত্তরা অতিশয় বিনীত হয়ে নিবেদন করল: 'গুরুদেব! প্রভু বলেছেন, 'শরৎকালীন কৌমুদীমহোৎসব সমাগত প্রায়। এই উৎসব উপলক্ষে আমি বন্ধু নৃপতিদের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। এ বিষয়ে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি!'

চাণক্য সহর্ষে বলে উঠলেন, 'সাধু চন্দ্রগুপ্ত! সাধু! দূতী শোনোত্তরা! তুমি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে আমার এই কথা বলো,—সাধু বৃষল! তুমি—যথার্থই লোকাচার শিখেছ। কিন্তু, তোমার রাজ্যকালে কৌমুদীমহোৎসব এই প্রথম। সুতরাং এই উৎসব যাতে তোমার সম্মানযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতে পারে সে বিষয়ে বিবেচনা করে আমি তোমাকে যথাশীঘ্র জানাবো।'

'আর্য্যের যে আজ্ঞা!' শোনোত্তরা প্রণাম করে চলে গেল।

চাণক্য সহর্ষচিত্তে বলে উঠলেন, 'এই কৌমুদীমহোৎসবের প্রসঙ্গটি আমার কাছে বড় সময়মত এল।' সিদ্ধার্থক এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। এবার তার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'বাপু সিদ্ধার্থক! তুমি—তোমার বন্ধু শকটদাসকে দিয়ে এই কৌমুদীমহোৎসব প্রসঙ্গে একটি পত্র লেখাবে। সে পত্রে লেখা থাকবে—শোনো!' বলে সিদ্ধার্থকের কানে কানে কতকগুলি কথা বললেন: ···'বুঝেছো? এসব কথা কে কাকে লিখছে, সেকথা তোমার জানার দরকার নেই, শকটদাসেরও না। বলা বাহুল্য, শকটদাস যেন ঘুনাক্ষরেও না বুঝতে পারে বা সন্দেহ করে যে এর মধ্যে আমি আছি! সাবধান! যাও!'

'যথা আজ্ঞা।' বলে প্রণাম করে সিদ্ধার্থক চলে যায়।

চাণক্য লেখনী তুলে নিয়ে মস্যাধারে ডুবিয়ে তুলট-পত্রে কিছু লিখতে লিখতে ডাকলেন, 'শার্ঙ্গরব!'

শার্ঙ্গরব আসতে বললেন, 'তুমি আমার কথানুসারে বিশ্বাবসু প্রভৃতি তিন ভাইকে বলবে যে তারা যেন চন্দ্রগুপ্তের কাছ থেকে পর্বতকের ধৃত অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে! কেমন? মনে থাকবে?'

শার্ঙ্গরব মাথা হেলিয়ে বলল, 'অবশ্যই থাকবে।' বলে যেতে উদ্যত হতেই চাণক্য বললেন, 'অপেক্ষা কর!' বলে লিখতে লাগলেন।

মাথা নীচু করে লিখতে লিখতেই একসময় চাণক্য ডাকলেন, 'শার্ঙ্গরব!'

শার্ঙ্গরব একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আদেশের প্রতীক্ষায়। শশবস্তে উত্তর দিল, 'গুরুদেব! আজ্ঞা করুন!'

'ও, তুমি এখানেই আছো। শোনো!' লেখা বন্ধ না করেই চাণক্য বলতে লাগলেন, 'শার্ঙ্গরব! কালপাশিক আর দণ্ডপাশিককে আমার এই কথা জানাও যে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ যে তাঁর অন্যতম শত্রু শকটদাসকে

যেন এখনই বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়!'

শার্ঙ্গরবের মাথার ওপরে সহসা যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! ভয়ঙ্কর রকম চম্‌কে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'শকটদাস?'

চাণক্য এই অর্বাচিন, সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ প্রিয় শিষ্যটির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন, 'হ্যাঁ, শকটদাস। এই আমার আদেশ-পত্র, যাও!' বলে শার্ঙ্গরবের হাতে পত্রখানি দিলেন।'—হ্যাঁ, আর একটা কথা। কালপাশিক আর দণ্ডপাশিককে আরও জানাও যে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ,—'জীবসিদ্ধি নামে যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অমাত্য রাক্ষস প্রেরিত বিষকন্যাকে নিয়োজিত করে আমাদের পরম মিত্র রাজা পর্বতককে হত্যা করেছে, তাকে, তার এই দোষ ঘোষণা করে, যথাসম্ভব লাঞ্ছিত করে, যেন এখনই এই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়! যাও!'

শার্ঙ্গরব আর কথাটি না বলে, কোন মতে প্রণাম করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

চাণক্য প্রিয় শিষ্যের এমন দ্রুত গমন লক্ষ্য করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। একদিনে এতগুলি ধমক সহ্য করা শার্ঙ্গরবের পক্ষে অসম্ভবই বটে।

এই সময় সিদ্ধার্থক হন্তদন্ত হয়ে এল। 'আর্য্যের জয় হোক! গুরুদেব! এই নিন্! শকটদাসের লেখা পত্রখানি নিন্।'

চাণক্য প্রায় যেন ছিনিয়ে নিলেন পত্রখানি সিদ্ধার্থকের হাত থেকে। পড়তে পড়তে তাঁর মুখমণ্ডল আলোকিত হয়ে উঠল: 'আহা, সরল—মানুষের হস্তাক্ষরও কেমন সরল, দেখছো সিদ্ধার্থক! আহা! তা বাপু সিদ্ধার্থক! তুমি বেশ কাজ করেছ, চমৎকার কাজ করছে! এখন, তুমি এই অঙ্গুরীয়টি নাও! এটি অমাত্য রাক্ষসের মুদ্রা। এটি তোমার কাছেই রাখো।'

সিদ্ধার্থক সাগ্রহে অঙ্গুরীয়টি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'এই মুদ্রা দিয়ে কি এই পত্রের উপর ছাপ দিতে হবে?'

চাণক্য যেন খুব আনন্দিত হয়েছেন এমনভাবে বলে উঠলেন, 'বাপু সিদ্ধার্থক! তোমার বুদ্ধিমত্তা রাজকর্মচারীরই যোগ্য। তোমার মত গুণী কর্মচারীর উন্নতি হওয়া প্রয়োজন।'

সিদ্ধার্থক গদগদ স্বরে বলল, 'আপনার দয়া!'

'কিন্তু, তোমাকে যে আর একটি কাজ করতে হবে, বাপু সিদ্ধার্থক!' চাণক্য বলতে লাগলেন, 'শোন! এখান থেকে তুমি সোজা বধ্যভূমিতে যাবে। গিয়ে দেখবে—ঘাতকেরা শকটদাসকে বধের আয়োজন করছে।'—

'শকটদাসকে! সিদ্ধার্থকের মাথায় যেন বজ্রঘাত হলো! 'কিন্তু সে যে এইমাত্র······'

'আহ্! বাপু সিদ্ধার্থক!' চাণক্য প্রচণ্ড ধমক দিলেন। তারপর স্বর অপেক্ষাকৃত নামিয়ে এনে বলতে লাগলেন, 'অত বিচলিত হয়ো না।—শকটদাস এখনও বধ্যভূমিতে যায় নি। তবে আমি ইতিমধ্যেই শার্ঙ্গরবকে দিয়ে আদেশ প্রেরণ করেছি এবং তার হাত দিয়েই পত্র পাঠিয়ে এ'ব্যবস্থাও করেছি যে তুমি বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে খুব হাম্বিতাম্বি করে, রাগের ভান করে, ঘাতকদের দিকে তাকিয়ে তোমার ডান চোখ ছোট করে ইঙ্গিত করলেই ঘাতকেরা প্রাণভয়ের ভান করে, শকটদাসকে ফেলেই বধ্যভূমি থেকে পালিয়ে যাবে! কি, কিছু বুঝতে পারলে?'

সিদ্ধার্থক মাথা নেড়ে বোকারমত স্বরে বলল, 'আজ্ঞে না।'

'আজ্ঞে না!' চাণক্য ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন, 'কি হলো বাপু সিদ্ধার্থক? মুহূর্তের মধ্যেই তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল না কি? অ্যাঁ!'

বস্তুতঃ, চাণক্যের চিন্তাধারা, তাঁর কূট কৌশলের সূত্র অন্বেষণ করা, সিদ্ধার্থকের মত সাধারণ কর্মচারী বা চরের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—কেন না, ঊর্দ্ধতন অনেক গূঢ়-পুরুষদেরও সে অনেক সময় আলোচনা করতে—শুনেছে যে চাণক্যের রীতি-বহির্ভূত আদেশ-নির্দেশের অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে তারা হিমশিম খেয়ে গেছে। অথচ, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে কখনও, কাউকেই, অসফল হ'তে হয় নি। কাজেই সিদ্ধার্থক কোন উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে চুপ করে রইল।

চাণক্য সিদ্ধার্থকের অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, 'শোন, বাপু সিদ্ধার্থক! ঘাতকেরা পালিয়ে যাবার পর তুমি, শকটদাসের পরম মিত্র হিসেবে, তাকে বোঝাবে যেহেতু তার ওপর চাণক্যের কোপদৃষ্টি পড়েছে, এ

অবস্থায় তার পক্ষে আর নগরীতে প্রত্যাবর্তন করা উচিত হবে না। তার চেয়ে বরং অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে মিলিত হওয়াই এখন বাঞ্ছনীয়। এই কথা বলে তুমি শকটদাসকে অমাত্য রাক্ষসের কাছে নিয়ে যাবে। এবং এর ফলে, অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে তোমার পরিচয় তো হবেই উপরন্তু তুমি তাঁর প্রিয় সুহৃদের প্রাণরক্ষা করেছ—এজন্য তাঁর আস্থাভাজনও হবে। এবং এই আস্থাটি তোমাকে বজায় রাখতে হবে আর তাঁর সঙ্গে কিছুকাল বসবাসও করতে হবে। এবং এই বসবাস কালে গোপনে চরের দ্বারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। অমাত্য রাক্ষস শীঘ্রই মৃতরাজা পর্বতকের পুত্র মলয়কেতুর সাহায্যে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করবে। ততদিন—তোমাকে এই দায়ীত্ব পালন করতে হবে! বুঝেছো?'

সিদ্ধার্থকের কাছে আর কিছুই অস্পষ্ট রইল না। সে আভূমিনত হয়ে প্রণাম করে বলল, 'আর্যের আদেশ শিরোধার্য করলাম। এখন অনুমতি করুন, কার্যসিদ্ধির চেষ্টায় যাই!'

চাণক্য হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'কার্য্যসিদ্ধি হোক

সিদ্ধার্থক প্রস্থান করার পরেই শার্ঙ্গরব এল।

'গুরুদেব! কালপাশিক আর দণ্ডপাশিক —'

হাত তুলে মাঝ পথেই শার্ঙ্গরবকে থামিয়ে দিলেন চাণক্য 'বৎস! মণিকার-শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে একবার দেখতে চাই।'

'যে আজ্ঞা গুরুদেব।' বলে শার্ঙ্গরব আবার নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

চাণক্য উঠে দাঁড়ালেন। চিন্তাভারাক্রান্ত তার মন। কক্ষের মধ্যেই অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলেন: 'এত করেও কি অমাত্য রাক্ষসকে বশে আনা যাবে! আপাততঃ রাক্ষস আমাদের শত্রু। তা হোক। তবু তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। লোকে ক্ষমতামান প্রভুর সেবা করে নিজ স্বার্থে। অক্ষম প্রভুর সেবা করে এই আশায় যে হয়তো কোনদিন তিনি আবার ক্ষমতা ফিরে পাবেন। কিন্তু মৃত প্রভুর উপকার স্মরণ করে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরাই মহৎ। তাই এমন মানুষ যদি কোনক্রমে চন্দ্র-গুপ্তের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। কিন্তু—

□ □ □

ওদিকে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের বাড়ীর ওপরে অন্ধকারের ঘোর কালো যবনিকা নেমে এসেছে ! শ্রেষ্ঠীর বিশাল বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন, পোষ্য ইত্যাদির কোন অপ্রতুলতা নেই। আমোদে-আহ্লাদে বাড়ী সব সময়ই সরগরম থাকে। কিন্তু আজ, এই ক্ষণে সেই বিশাল বাড়ীতে নেমে এসেছে ঘোর নিস্তব্ধতা। যে মুহূর্তে শার্ঙ্গরব এসে চন্দনদাসকে গুরুদেব চাণক্যের আহ্বান জানিয়েছে, সেই মুহূর্তেই ভয়ে, আতঙ্কে সকলেই মূক, পাষাণ হয়ে গেছে ! আর নিস্তার নেই এটা যেমন চন্দনদাস বুঝেছে, তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয় পরিজনেরাও। চন্দনদাস তাই সবাইকে ডেকে বলছেন, 'চাণক্য নির্দয় ! চাণক্য নিষ্ঠুর ! চাণক্য স্মরণ করেছে শুনলে অতি বড় নির্দোষীর বুকও ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর আমি তো দোষ করেইছি।' চন্দনদাস এই পর্যন্ত বলে একটু—থামলেন। স্ত্রী পরিজনদের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। সবার মুখেই আতঙ্ক ! একটু কেশে গলা পরিস্কার করে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা সকলেই মনে রেখো—হয়তো সর্বনাশ হবে, হয়তো চাণক্য সন্দেহবশে তোমাদের সবাইকে অশেষ পীড়ন করবে, তবু, মনে রেখো, আমার প্রিয় বন্ধু রাক্ষসের স্ত্রী ও পুত্র আমার অতিথি, তাদের প্রাণ-মান রক্ষার দায় আমাদের। কোন নিপীড়নেই শত্রুর কাছে তাদের সমর্পণ করো না !—যাবার আগে এই আমার অনুরোধ এবং নির্দেশ, তোমাদের কাছে।' বলে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস রেশম-উত্তরীয়টি কাঁধে ফেলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

□ □ □

বাইরে অশ্ব-যান থামার শব্দ কানে যেতেই চাণক্য পায়চারী থামিয়ে নিজের আসনে এসে বসলেন। সামনেই আরও একটি আসন পাতা আছে অভ্যাগতদের জন্য।

পদশব্দ এগিয়ে এল। শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস দ্বারের সামনে এসে—দাঁড়াতেই চাণক্য সহর্ষে আহ্বান জানালেন, 'শ্রেষ্ঠিন্ স্বাগতম। ইদমাসনমাস্যতাম। (আসন গ্রহণ করুন।)

চন্দনদাস জোরহস্তে প্রণাম নিবেদন করে সবিনয়ে বললেন, 'আর্য্য ! অপমানে মানুষ মনোকষ্ট পায় ; অনুচিত সম্মানেও সে সমান মনোকষ্ট পায়। আমি আপনার সামনে ভূমিতেই বসব। এই আমার যোগ্য স্থান।'

'কিন্তু, আমি তো মনে করি, এই আসনই তোমার যোগ্য স্থান। না—না, তুমি আসনেই বসো!'

আন্তরিক স্বরেই কথাগুলি বললেন চাণক্য। কিন্তু তার পশ্চাতের ধমকটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে চন্দনদাসের কোন অসুবিধা হলো না। মনে মনে বললেন—জানি না, আসনে আবার কোন চালাকি আছে কি না। তবু বসতেই হবে।—'যথা আজ্ঞা' বলে চন্দনদাস আসনেই বসলেন।

'চন্দনদাস! তোমাদের বাণিজ্যাদি কেমন চলছে? সব কুশল তো?' চাণক্য মিষ্ঠ স্বরে প্রশ্ন করলেন।

চন্দনদাস মনে মনে একবার ভেংচে কটূক্তি করে ওঠলেন এহ্-হ্! যেন সেজন্যে ব্যাটার রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না! প্রকাশ্যে অবশ্য খুবই বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই কুশল। সে তো আপনারই করুণা!'

'ছি, ছি, আমার কথা বলো না,' চাণক্য মাথা নেড়ে সংশোধন করে দিলেন,' 'মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কথা বলো!'

চন্দনদাস আরও বিনীত হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা চন্দনদাস,' চাণক্য দক্ষিণ হস্ত দিয়ে শিখার গোড়া একবার মুঠো করে ধরে সরিয়ে নিলেন, 'প্রজারা ভূতপূর্ব মহারাজ নন্দের গুণ স্মরণ করে বর্তমান মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নিন্দা করে?'

চন্দনদাস শুনেই দুহাতে কান চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে, এ কথা ভাবাও পাপ! শরতের রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রকাশে…'

তাকে কথা শেষ না করতে দিয়েই চাণক্য বলে উঠলেন, 'বেশ, বেশ! তাই যদি হয়—রাজা যদি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রজাদের আনন্দ দিচ্ছেন; তাহলে তো রাজা আশা করতেই পারেন যে প্রজারাও তাঁর আনন্দ বর্ধন করবে—তাঁকে আদর করবে!—কি? তাই নয়?'

চন্দনদাস—অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে চাণক্যের প্রশ্ন কোন্ দিকে ইঙ্গিত করছে। তিনি একেবারে সোজাসুজি প্রসঙ্গে চলে আসতে চাইলেন।—'আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব! আপনি যথার্থই বলেছেন। তা—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আমাদের কাছে কত অর্থ পেতে আশা করেন?'

চন্দনদাসের কথা শুনে চাণক্য হেসে ফেললেন। একটু খোঁচা দিয়েই—বললেন, 'মণিকার তো! তাই তুমি ভাবলে—আনন্দ মানেই অর্থ! অবশ্য তোমার দোষ নেই। ভূতপূর্ব মহারাজ নন্দের টাকাতে আনন্দ হয় দেখেছো, তাই ভাবছো বুঝি সবারই টাকাতেই আনন্দ!'

চন্দনদাস অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন,' 'আজ্ঞে তাহলে মহারাজ—চন্দ্রগুপ্ত আমাদের কাছ থেকে কি চান—আপনিই বলুন?'

চাণক্য নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, 'চান আর এমন কি! কিছুই না! তোমরা সবাই আনন্দে থাকো—এই চান।'

চন্দনদাস মনের আশঙ্কা দমন করে সরলভাবে বললেন, 'মহারাজের অনুগ্রহ।'

'কেবল এইটুকুই?' চাণক্য তির্যক কণ্ঠ স্বরে উঠলেন, 'কই জিজ্ঞেস করলে না তো, তোমরা কিসে আনন্দে থাকবে বলে তিনি মনে করেন?'

চন্দনদাসের অন্তর ক্রমশঃ আশঙ্কায় উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল! শুষ্কস্বরে তিনি বললেন, 'আজ্ঞে, আপনিই বলুন!'

চাণক্যের স্বর ক্রমশঃ দৃঢ়, কঠিন হ'তে লাগল। তবু আপাত মিষ্টতা বজায় রেখেই তিনি বললেন, 'তোমরা রাজার বিরুদ্ধে না গেলে, তোমরাও আনন্দে থাকবে, তিনিও আনন্দে থাকবেন!'

চন্দনদাস তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে, এ রাজ্যে এমন কি কেউ আছে, যে রাজার বিরোধী?'

চাণক্য শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'কেন, তুমি নিজেই তো একজন!'

আর রেহাই নেই জেনেও চন্দনদাস শেষ অভিনয়টুকু করলেন।—তাড়াতাড়ি দুহাতে কানচাপা দিয়ে মাথা নত করে বললেন, 'এ কথা বলবেন না, গুরুদেব! আমি তৃণ! আমি কি করে আগুনের বিরুদ্ধাচরণ করবো?' ভয়ে দুশ্চিন্তায় তার হৃদস্পন্দন দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল।

চাণক্য বজ্র-কঠিন স্বরে বললেন, 'পুরোটা পারবে না ঠিকই। তবে তৃণ যতটুকু পারে—ততটুকুই করবে।'

চন্দনদাসও কিছুটা তেজের সঙ্গে বললেন 'কেন, আমি কি করেছি?'

চাণক্য তেমনি কঠিন স্বরেই বললেন, 'অমাত্য রাক্ষসের স্ত্রী-পুত্রকে তোমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছ কেন?'

চন্দনদাস প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলেন, 'এ সর্বৈব মিথ্যা। কেউ আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়েছে !'

চাণক্য তৎক্ষণাৎ—নরম হয়ে গিয়ে যেন নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেন, 'না, না, আমিই ভুল বলেছি। তুমি হয়তো লুকিয়ে রাখনি। অমাত্য রাক্ষসই জোর করে, তোমার বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে, তাঁর স্ত্রী পুত্রকে তোমার ঘরে রেখে পালিয়ে গেছেন! তাই না?'

বাক্যের শ্লেষটুকু বুঝতে চন্দনদাসের কোন অসুবিধা হলো না। চাণক্য যখন জানতে পেরেই গেছেন, তখন পুরোপুরি অস্বীকার করেও কোনই লাভ নেই। তাই একটু ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিলেন চন্দনদাস। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে আপনার অনুমান সত্য। একসময়ে এই রকম ঘটেছিল বটে। আপনি হয়তো সেই সংবাদের ভিত্তিতে……'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' চাণক্য দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উঁচিয়ে চন্দনদাসকে নিরস্ত করলেন। ক্রুরদৃষ্টিতে তাকালেন তার চোখের দিকে, "প্রথমে তো 'মিথ্যা' বলে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে? আবার এখনই বলছ 'ঘটেছিল'?—"

চন্দনদাস চাণক্যের ক্রুরদৃষ্টির কাছে কিছুতেই নত হ'তে চাইলেন না। যদিও ভয় তার যথেষ্টই হচ্ছিল। নিজের জন্য নয়, আত্মীয় পরিজনদের জন্য তাই সমানে সমানেই উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো বললাম —একসময়ে এরকম ঘটেছিল!'

'সে 'একসময়' কতদিন আগে?' চাণক্য ধীর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'তা, সে বহুদিন।' চন্দনদাসও উত্তর দিলেন নীচু স্বরে।

'হুঁ! তা, এখন তারা কোথায়?' চাণক্য প্রশ্নকরা থামাতে প্রস্তুত নন।

'আমি জানিনা।' চন্দনদাসও ভয় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন।

এই সময় বাইরে, বোধ হয় রাজপথের দিক থেকেই একটা গোলমালের শব্দ ভেসে এল। চন্দনদাস শুনলেন। শুনতে অবশ্য চাণক্যও পেয়েছিলেন কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করলেন না। পাল্টা প্রশ্ন করলেন চন্দনদাসকে, 'তুমি তাহলে জান না?'

চন্দনদাস কি বলতে যাচ্ছিলেন! কিন্তু বাইরের গোলমাল এতটাই উচ্চগ্রামে সুরু হয়ে গেল যে তিনি চুপ করে গেলেন। চাণক্যও গলা চড়িয়ে

হাঁক দিলেন, 'শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!'

শার্ঙ্গরব প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দ্বারের সামনে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার শার্ঙ্গরব?' চাণক্য প্রশ্ন করলেন।

শার্ঙ্গরব ঈষৎ হাঁফাতে হাঁফতে উত্তর দিল, 'গুরুদেব! ভূতপূর্ব অমাত্য রাক্ষস প্রেরিত বিষকন্যা দ্বারা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সুহৃদ রাজা পর্বতককে হত্যার অপরাধে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে উপযুক্ত তাড়না করে, নগর থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হচ্ছে?'

চাণক্য যেন দুঃখের স্বরে বলে উঠলেন, 'আহা! বেচারা সন্ন্যাসী!'

শার্ঙ্গরব চলে গেল।

চাণক্য অবশ্য বলেই চললেন, 'কিন্তু রাজার অনিষ্ট করতে চাইলে সন্ন্যাসীর শাস্তিও তো গৃহীর মতোই হওয়া উচিত! না কি? তুমি কি বল, চন্দনদাস?'

চন্দনদাস কোন উত্তর না দিয়ে অধোমুখেই বসে রইলেন। এই সময় কোন কথা বলতে যাওয়া যে বৃথা, এটা তিনি বেশ উপলব্ধি করতে পারলেন। চাণক্যের দৃষ্টি যে তাঁকে ভল্লের মত বিদ্ধ করছে, প্রতি মুহূর্তে, এটাও তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। অথচ, মুক্তির কোন উপায় ভেবে পাচ্ছেন না।

হঠাৎই নম্রকোমল স্বরে চাণক্য বলে, উঠলেন, 'দেখো চন্দনদাস, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমিও তো রাজার অনিষ্ট করতে উদ্যত হয়েছো! তাই তোমাকে বলছি যে এরকম করো না। আমার কথা শোনো? রাক্ষসের স্ত্রী-পুত্রকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর! তাহলে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমাকে আশাতীত পুরস্কার দেবেন!'

চন্দনদাস স্থির, শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, 'অমাত্য রাক্ষসের—স্ত্রী-পুত্র আমার গৃহে নেই।'

এই সময় আবার রাজপথের দিক থেকে তুমুল কোলাহলের শব্দ ভেসে এল। ঢাক পিটিয়ে কি যেন ঘোষণাও করা হচ্ছে।—

'শার্ঙ্গরব!' চাণক্য ডাকলেন, 'আবার কি হলো? এ কিসের গোলমাল?'

শার্ঙ্গরব ভেতরে না এসে বাইরে থেকেই উত্তর দিল, 'গুরুদেব! এই ব্যক্তিও একজন রাজার অহিতকারী। নাম শকটদাস। একে হত্যা করবার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!'

'আহাহাহা! শকটদাস!' চাণক্যের মাথায় যেন গোটা আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, 'শকটদাস তো এককালে আমাদের খুবই প্রিয়পাত্র ছিল!'—বলে আড়চোখে চন্দনদাসের হাবভাব, প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকেন চাণক্য।

চন্দনদাসতো মোটামুটি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তাই সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধির বহিষ্কারে তার মনে তেমন প্রতিক্রিয়া কিছু ঘটেনি। কিন্তু শকটদাসের হত্যার সংবাদে ভেতরে ভেতরে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন! যদিও তার বহিঃপ্রকাশ কিছুই ঘটল না।

আর তা লক্ষ্য করেই চাণক্য আরও কঠোর হয়ে উঠতে চাইলেন, 'তা কি আর করা যাবে? রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে আর···চন্দনদাস! বুঝতেই পারছো এসব ব্যাপারে রাজার কঠোর না হ'য়ে উপায় নেই!—তুমি রাক্ষসের স্ত্রীকে লুকিয়ে রেখেছো, তাই না?'

চন্দনদাস একেবারে মরিয়া হয়ে উত্তর দিলেন, 'আপনাকে তো বলেছি—অমাত্য রাক্ষসের স্ত্রী আমার গৃহে নেই!'

চাণক্য সদুপদেশ দেওয়ার মত করে বললেন, 'এখনও আমার কথা শোনো, চন্দনদাস! বন্ধুর স্ত্রীটিকে আমাদের হাতে দিয়ে নিজের স্ত্রীটিকে সধবা রাখো।'

চন্দনদাস অতি বড় বিপদের মুখোমুখি হয়েও দমে গেলেন না। মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি কি ভাবছেন, গুরুদেব, প্রাণভয় দেখালেই আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করব—আপনার হাতে তুলে দেব?'

'এই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত?' চাণক্য ক্রুরদৃষ্টিতে তাকালেন।

'হ্যাঁ, এই আমার স্থির সংকল্প।' চন্দনদাস দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন।

চাণক্য মনে মনে সাধুবাদ জানালেন চন্দনদাসকে। একেই বলে মনুষ্যত্ব! প্রকাশ্যে তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, 'চন্দনদাস! তুমি বলছ যে এই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত?'

'হ্যাঁ, এই আমার দৃঢ় সংকল্প!'

'অবোধ বণিক! রাজরোষ কাকে বলে তুমি জানো না?'

'না, জানি না। আপনি জানিয়ে দিন! মৃত্যুর আগে না হয় সেটাও জেনে যাই।'

'বেশ !' চাণক্য ডাকলেন, 'শার্ঙ্গরব !'

শার্ঙ্গরব এসে দাঁড়াল। 'আজ্ঞা, গুরুদেব !'

'শোনো শার্ঙ্গরব।' তুমি আমার নাম করে দুর্গরক্ষক বিজয়পালকে বল, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সহ এই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে এই মুহূর্তে কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক। পরে, আমি নিজে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কাছে এর প্রাণদণ্ড চাইবো ! যাও ! নিয়ে যাও একে !'

শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস এদেশের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। এ কথা শার্ঙ্গরব জানে। তাই সসম্ভ্রমে সে বলল, 'আসুন, শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস !'

'চল !' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস কোনক্রমে প্রতিরোধ করলেন। তারপর চাণক্যের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ স্বরে বললেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে প্রণাম করি ! মানুষ তার অন্তর্নিহিত দোষে, অথবা রোগে কিংবা জড়ায় মৃত্যুবরণ করে। আমি আমার বন্ধুর জন্য জীবন দান করতে চলেছি আমার এই সৌভাগ্যের মুহূর্তে, আপনি ব্রাহ্মণ, আমাকে আশীর্বাদ করুন !'

চাণক্য ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করে নৈর্ব্যক্তিক স্বরে বললেন, 'যে ব্যক্তির প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধ আছে, অন্তিমে তার জয় হবেই !—এই আমার এ মুহূর্তের বক্তব্য।'

শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে চাণক্য প্রণাম করে শার্ঙ্গরবের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আর চাণক্য উৎফুল্ল হয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলেন : এইবার অমাত্য রাক্ষসকে আমরা জয় করবই। রাক্ষসের পরিজনদের কথা ভেবেই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস প্রাণ বিসর্জন দিতে যাচ্ছে—এ সংবাদ রাক্ষসের কানে পৌঁছলে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসবেই। সে চাইবেই তাঁর জন্য যেন চন্দনদাসকে মৃত্যুবরণ করতে না হয়। তারপর—

ঠিক তখনই মস্ত একটা কোলাহল রাজপথের দিক থেকে ভেসে এল চাণক্য কৌতূহলী হয়ে কক্ষের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন শার্ঙ্গরবে ছুটে আসছে !—এ আবার কিসের কোলাহল, শার্ঙ্গরব ?

শার্ঙ্গরব কাছে এসে বলল, 'গুরুদেব ! সিদ্ধার্থক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ! সে প্রাণদণ্ডে অভিযুক্ত শকটদাসকে বধ্যভূমি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে পালিয়েছে !'

চাণক্য কৃত্রিম খেদ প্রকাশ করে বললেন, 'একেবারে নিয়ে পালিয়েছে! ইস্! বিশ্বাসঘাতক! তোমার জন্য চরম শাস্তি তোলা রইল সিদ্ধার্থক!'—মনে মনে বললেন: 'তোমাদের যাত্রাপথ সুগম হোক, সিদ্ধার্থক!' তারপর শার্ঙ্গরবের দিকে তাকিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'বৎস! দুঃখ করো না! যারা যাবার তারা যাবেই। আমি কারো জন্যই চিন্তা করি না। তা তুমি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে কোথায় ছেড়ে এলে?'

শার্ঙ্গরব তাড়াতাড়ি বলল, 'চতুঃপথের কাছে একজন সান্ত্রীর—প্রহরায় রেখে, আপনাকে সংবাদটি দিতে এলাম!'

'উত্তম কাজ করেছ! এখন তাড়াতাড়ি যাও! দুর্গরক্ষকের হাতে তুলে দাও চন্দনদাসকে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!'

শার্ঙ্গরব চলে গেল।

চাণক্যও নিজের চিন্তার জগতে ফিরে এলেন।—'হ্যাঁ, আমি শার্ঙ্গরবকে যথার্থই বলছি—কারো জন্যেই আমি চিন্তা করি না। সব যাক। সব যাক, কিন্তু আমার বুদ্ধিটি যেন থাকে। এই বুদ্ধির বলেই আমি নন্দবংশকে ধ্বংস করেছি; এই বুদ্ধির বলেই আমি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য পরিচালনা করে যাচ্ছি, আর এই বুদ্ধির বলেই আমি এবার অমাত্য রাক্ষসকেও জয় করব।'···

ডুগ্গু ডুগ্গু ডুগ্ ডুগ্—ডুগ্গুডুগ্গু ডুগ্ ডুগ্ শব্দে ডুগ্ডুগি বাজাতে বাজাতে একজন সাপুড়ে, মাথায় সাপের ঝাঁপি নিয়ে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার পেছন পেছন চলেছে কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

শীতকাল। চারিদিক সোনালী রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করছে। ঘননীল আকাশের বুকে দু'একখণ্ড শুভ্রমেঘ আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাপুড়ে একবার সেদিকে তাকিয়ে একটা বাড়ীর দেউড়ির সামনে আমগাছের নীচে এসে দাঁড়ালো। তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে একটা আসন বের করে পাতল। মাথার ঝাঁপি নামিয়ে আসনে বসল। বয়স্ক নাগরিকেরা পথ দিয়ে হেঁটে যে যার কাজে চলে যাচ্ছে। এক আধজন ফিরে দেখছে অবশ্য সাপুড়ের দিকে।

লোক জমানোর জন্য সাপুড়েরও কোন ব্যস্ততা দেখা গেল না। কারণ দুএকজন করে বেশ কজন নাগরিক শেষ পর্যন্ত আপনিই জুটে গেল।

সাপুড়ে তখন ডুগ্ডুগিটা বাজিয়ে বলতে লাগল: 'শুনুন মহাশয়েরা! শুনুন! যারা ওষুধের প্রয়োগ জানে, শাস্ত্রানুসারে কুণ্ডলী আঁকতে পারে, সাম-দান-ভেদ তত্ব জানে, শত্রু-মিত্র ইত্যাদি বাররকমের রাজার বৃত্তান্ত জানে এবং আত্মরক্ষার জন্যে মন্তরের ওপর ভরসা রাখে বা মন্ত্রণা গোপন রাখতে পারে, তারাই বড় বড় সাপ বশে রেখে চলা ফেরা করতে পারে।

এই আমকেই দেখুন, মহাশয়রা। আমি সাপুড়ে। আমার নাম জীর্ণবিষ! বড় বড় সাপ নিয়ে আমি খেলা করি।'

একজন নাগরিক বলে উঠল, 'এ আর দেখবার কি আছে? বড় হোক, ছোট হোক, সাপ খেলানো খুবই সোজা।'

সাপুড়ে ব্যঙ্গ করে উঠল, 'তাই নাকি? সোজা? কেন বলুন তো মশাই? জিজ্ঞেস করতে পারি—আপনার বৃত্তি কি?'

নাগরিক চট্‌পট্‌ উত্তর দিল, 'আমি রাজভৃত্য। রাজার সেবা করি!'

সাপুড়ে মাথা নেড়ে বলল, 'তবে তো মশাই আপনিও সাপ নিয়েই খেলছেন বটে! ধরুন! আজ এই রাজার সেবা করছেন। কাল গেল রাজা উল্টে! তাহলে? রাজাও গেল, আপনিও গেলেন! বুঝলেন না? এও একরকম সাপ খেলানো বৈকি? রাজনীতির সাপ?—আরে! একি? চলে যাচ্ছেন যে? ও মশাই! চটে গেলেন না কি?'

অন্য একজন নাগরিক বলল, 'যাক সে, যাক। এখন তুমি খেলা দেখাবে তো দেখাও!'

সাপুড়ে বলল, 'খেলা দেখাব? ক্ষমা করবেন মশাইরা। আমি বাইরে খেলা দেখাই না। যদি ইচ্ছে হয়, তবে এই বাড়ীর ভেতরে আসুন! খেলা দেখাবো।'

নাগরিকদের কজন সমস্বরে বলল, 'এটা প্রভু, মন্ত্রী রাক্ষসের বাড়ী। এখানে তোমার মত সাপুড়েদের প্রবেশের অধিকার নেই।'

একগাল হেসে সাপুড়ে, 'আপনাদের মত সাধারণ মানুষের যদি অমাত্যের বাড়ীতে ঢোকার অধিকার না থাকে তো আমি কি করব বলুন? আমি ব্যবসার খাতিরে কোথায় না যাচ্ছি, কোন ঘাটের জল না খাচ্ছি। কাজেই, আমাকে যেতেই হবে। অমাত্য রাক্ষসের বাড়ী হলেও আমার কোনও বাধা নেই।' বলে ঝাঁপি-ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

লোকজন, নাগরিকরাও যে যার মত চলে গেল।

সাপুড়ে সোজা গিয়ে অলিন্দর নীচে সিঁড়িতে বসে পড়ে মাথার পাগড়ীটা খুলে নিয়ে তার খুঁট দিয়ে বাতাস খেতে লাগল। যেন গরমকাল!

সেই সময় অমাত্য রাক্ষস কক্ষ থেকে বেরিয়ে অলিন্দর ওপরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখমণ্ডল চিন্তাভারে ক্লিষ্ট, দুঃখে বিষণ্ণ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস

ফেলছেন আর আপন মনেই কতকথা বলে যাচ্ছেন : কি কষ্ট! হায়, কি কষ্ট! প্রভু নন্দের বংশ ধ্বংস হয়ে গেল! এখন এই যে আমি চিন্তায়, ভাবনায় মনকে আকুল করে, দিন-রাতের প্রতিটি প্রহর জেগে থেকেই কেবলই শত্রুর বিরুদ্ধে কৌশল প্রয়োগ করে চলেছি—এ কার জন্য? এর তো কোনই—অবলম্বন নেই! এ যেন ভিত্তিহীন চিত্রকর্মের মত নিরাশ্রয়, নিরালম্ব!—মলয়কেতুর দাসত্ব স্বীকার করেছি আমি! কেন? আমি কি মহারাজ—নন্দকে ভুলে গিয়েছি? কখনও কি তাঁকে ভুলতে পারব? বিষয় ভোগের স্পৃহা আমার কোন দিন ছিল না। আজও নেই। চাণক্যকে পরাজিত করে আমি যশস্বী হবো?—না, তাও আমি চাই না। যদি শত্রুকে বধ করতে পারি তবেই মহারাজ নন্দের আত্মা স্বর্গেও শান্তি পাবে! আমি প্রভুর সেবা করে আমার বিবেকের কাছে শুদ্ধ থাকবো—শুধু এই আমার অভিপ্রায়!'

বলতে বলতে তাঁর সজল দুটি চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন অমাত্য রাক্ষস। রুদ্ধকণ্ঠে, ঈষৎ তিক্ততা মিশিয়ে দেবী রাজলক্ষীর উদ্দেশ্য বলতে লাগলেন : 'ভগবতী! কমলালয়ে। তুমি গুণের আদর জান না!—নইলে তুমি কি প্রভু নন্দকে ছেড়ে শূদ্রাণী মুরার গর্ভে তাঁর যে শত্রু পুত্র জন্মেছিল, তাকেই তুমি আশ্রয় কর—পতিত্বে বরণ কর!—কিন্তু কেনই বা তোমাকে তিরস্কার করি। তুমিও তো নারী। আর নারীর বুদ্ধি স্বভাবতই, কাশফুলের শীর্ষের মতই চঞ্চল। সে পুরুষের গুণ দেখতে চায় না! আহ্!'

অমাত্য রাক্ষসের বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল! তিনি দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। তাঁর সমস্ত শরীর, দুঃখে, বেদনায় থির্‌থির্ কাঁপতে লাগল। কিছুতেই তিনি যেন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না।···

অলিন্দের বিপরীত দিকে, দেউড়ির মুখোমুখি হয়ে, অমাত্য রাক্ষসের দ্বারপাল প্রিয়ম্বদক বসেছিল। সেই সময়, মৃতরাজা পর্বতকের পলাতক পুত্র কুমার মলয়কেতুর কঞ্চুকী,—হাজলী প্রবেশ করল। প্রিয়ম্বদকের কাছে এসে বলল, 'আর্য প্রিয়ম্বদক! আমি অমাত্য রাক্ষসের সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

প্রিয়ম্বদক পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। অমাত্য রাক্ষস দুহাতে মুখ ঢেকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনেই বসে আছেন। সে ঈষৎ উচ্চস্বরে বলল,—

'গুরুদেব! মলয়কেতুর প্রতিহারী আর্য জাজলী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী!'

রাক্ষস মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে স্থিতু হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'নিয়ে এসে!'

প্রিয়ম্বদক উঠে দাঁড়িয়ে জাজলীকে বলল, 'আসুন আর্য!'

জাজলী অমাত্য রাক্ষসকে অভিবাদন করে বলল, 'আর্য! জাজলীর প্রণাম গ্রহণ করুন!'

অমাত্য রাক্ষস দক্ষিণ হস্ত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'জয় হোক! কুমার মলয়কেতু কি আজ্ঞা করেছেন জাজলী?'

জাজলী পোষাক অভ্যন্তর থেকে একটি গজদন্ত নির্মিত সুদৃশ পেটিকা বার করে অমাত্যের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'আর্য! কুমার তাঁর নিজদেহ থেকে এই রত্ন—আভরণ গুলি খুলে আপনাকে উপহার দিয়েছেন। এগুলি আপনি গ্রহন করুন!'

অমাত্য রাক্ষস বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'জাজলী! কুমারকে গিয়ে বল যে তার এই করুণা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো। কিন্তু আমি তো অলঙ্কার পরিধান করি না। সুতরাং, এগুলিতে আমার প্রয়োজন নেই।'

জাজলী সসম্ভ্রমে বলল, 'কিন্তু আর্য! কুমারের এই অনুরোধ রক্ষিত না হলে তিনি খুবই কষ্ট পাবেন!'

অমাত্য রাক্ষস কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর যেন কতকটা নিরুপায়ের স্বরে বললেন, 'বেশ! তবে দাও!'

'আমার প্রণাম গ্রহণ করুন আর্য! আমি চললাম।' প্রণাম করে জাজলী বিদায় নিল।

আমত্য বললেন, 'আপনার কল্যাণ হোক!' তারপর প্রিয়ম্বদককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিয়ম্বদক! আর কি কোন সাক্ষাৎ প্রার্থী আছে?'

'দেখছি, গুরুদেব!' প্রিয়ম্বদক আলিন্দের অপর প্রান্তে দ্বিতীয় সিঁড়ির দিকে এগোতেই একটা পাহাড়ী-বাঁধা মস্তক দেখতে পেল। মনে মনে ভাবল এ আবার কে? কখন এল! খেয়াল করি নিতো। এগিয়ে গেল প্রিয়ম্বদক। দেখল একজন মানুষই বসে আছে বটে। সে বলল, 'আর্য! আপনি কি অমাত্যের সঙ্গে দেখা করতে চান?'

জীর্ণবিষ একগাল হেসে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি তাঁকে সাপখেলা দেখাবো। আমি সাপুড়ে কিনা।'

জীর্ণবিষের কথা অমাত্য রাক্ষস শুনতে পেলেন। শুনেই ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল! আহ্! একি! প্রথমেই স্বর্পদর্শন! মুখের ভেতরটা তার অকস্মাৎ তিক্ত হয়ে গেল! তিনি বিরক্তির স্বরে বলে উঠলেন, 'না, না, প্রিয়ম্বদক! একে কিছু অর্থদান করে বিদায় করে দাও!'

জীর্ণবিষ অমাত্যের কথা শুনে তাড়াতাড়ি প্রিয়ম্বদককে উপলক্ষ্য করে অমাত্য রাক্ষসকেই শুনিয়ে বলল, 'আর্য প্রিয়ম্বদক, আপনি অমাত্যকে দয়া করে বলুন যে আমি শুধু সাপ খেলাই না, আমি একজন প্রকৃত কবিও। এই ধরুন না, আজই সকালবেলায় কবিতার এই দুটি চরণ অনেক ভেবে চিন্তে রচনা করেছি। এখন তা শুনে যদি আর্য অমাত্য আমাকে যৎ কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করেন।'

প্রিয়ম্বদক তো হা-হা করে হেসেই উঠল, সাপুড়ে আবার কবি! বটে! তা কি লিখেছ একটু শোনাও তো দেখি?'

জীর্ণবিষ গলা ঝেড়ে নিয়ে বেশ উচ্চস্বরেই বলল, যাতে অমাত্য রাক্ষস ভালভাবে শুনতে পান :

'ভ্রমর করিছে পান কুসুমের রস,
তা দেখে অন্যদের মনে বড়ই আনন্দ হয়!'

অমাত্য রাক্ষসের মন সহসা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল! আঃ! এতো আমারই চর বিরাধগুপ্ত! সাপুড়ের ছদ্মবেশে এসেছে! বহুতর কাজের চাপে আমার মন সদাই আকুল হ'য়ে রয়েছে; আর গুপ্তচরও কতজনকে যে নিয়োজিত করেছি—মাঝে মাঝে তা বিস্মৃত হ'য়ে যাই। কিন্তু এবার আমার মনে পড়েছে। এর কবিতার অর্থ : আমি কুসুমপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত জানি। বক্তব্যের অর্থ পরিস্কার হতেই তিনি ডাকলেন, 'প্রিয়ম্বদক!'

আজ্ঞা করুন গুরুদেব!' দূর থেকেই প্রিয়ম্বদক উত্তর দিল।

'সাপুড়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে তুমি নিজের কাজে যাও। ইনি সুকবি। সুতরাং এর কাছে আমি এখন কাব্য শ্রবণ করব!' অমাত্য বললেন।

'যথা আজ্ঞা গুরুদেব।' তারপর সাপুড়েকে বলল,—'যান! আপনি ভেতরে যান!' বলে প্রিয়ম্বদক চলে গেল।

সাপুড়ে জীর্ণবিষ তথা বিরাধগুপ্ত তার ঝোলাটি এবং পেটরাটা তুলে নিতে নিতে দূরে দণ্ডায়মান অমাত্য রাক্ষসের দিকে একবার তাকালো। মনে মনে ভাবল, ওই মন্ত্রী রাক্ষস! উদ্যমী পুরুষ! তাই—রাজলক্ষ্মী এখনও একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। বরং চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠে তাঁর কোমল বাম বাহুলতাখানি শিথিলভাবে স্থাপন করে এখনও অমাত্য রাক্ষসের পানেই তাকিয়ে রয়েছেন। চন্দ্রগুপ্ত যদিও বলপূর্বক তাঁর নিজের বাম স্কন্ধে বার বার রাজলক্ষ্মীর ডান হাতখানি স্থাপন করছেন, কিন্তু বার বারই সেটা তাঁর কোলের ওপর গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় গাঢ়—আলিঙ্গনের সময় যার মুখ চুম্বনে পীড়িত হয়েছিল, সেই—রাজলক্ষ্মী নিজের দক্ষিণ স্তনটিকে এখনও চন্দ্রগুপ্তের বিশাল বক্ষে পিষ্ট হ'তে দিচ্ছেন না।

যাহোক। এসব অলস চিন্তায় কাজ নেই এখন। সাপুড়ে জীর্ণবিষ এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে বলল, 'মন্ত্রী মহাশয়ের জয় হোক। আর্য রাক্ষস? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!'

রাক্ষস সাদরে বললেন, 'এসো বিরাধগুপ্ত। বসো। বড় কষ্ট, না?'

'আপনি যাদের নায়ক, তাদের আবার কষ্ট কি?' বিরাধগুপ্ত বলল।

রাক্ষস একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ! থাক, ওসব। বল! কুসুমপুরের বৃত্তান্ত বল!'

বিরাধগুপ্ত বলল, 'কুসুমপুরের বৃত্তান্ত অতিবিস্তৃত। আরম্ভ থেকেই কি বলব?'

'তাই বল!' রাক্ষস বললেন, 'চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী প্রবেশের পর অবধি আমাদের নিযুক্ত গুপ্তচরেরা কে কেমন কাজ করছে, তুমি যা জান, সব বল।'

বিরাধগুপ্ত আসন পিঁড়ি হয়ে গুছিয়ে বসে বলতে লাগলঃ 'চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার জন্য আপনি যে বিষ কন্যাটির ব্যবস্থা করেছিলেন, চাণক্য কিভাবে তা পূর্বাহ্নেই জানতে পেরে বিষকন্যাটিকে একেবারে নিজের পক্ষে টেনে নেয়। এবং তাকে দিয়েই রাজা পর্বতককে হত্যা করায়। তারপর পিতার মৃত্যুতে ভয় পেয়ে আমাদের কুমার মলয়কেতু এখানে পালিয়ে এলেন। অথচ চন্দ্র-

গুপ্তের অর্ধরাজ্যের তিনি ভাগীদার। চাণক্য জানেন যে এই ঘটনায় রাজ্যের নাগরিকদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হ'য়ে উঠছে। তিনি তাড়াতাড়ি রাজা পর্বতকের ভাই বৈরোচককে জানালেন যে—তার দাদার মৃত্যুতে এবং কুমার মলয়কেতু পলায়ন করায় সে-ই এখন নন্দরাজ্যের—অর্ধেক ভাগীদার।'

'অর্থাৎ, চন্দ্রগুপ্ত আর বৈরোচক ?' অমাত্য প্রশ্ন করলেন।

বিরাধগুপ্ত মাথা নেড়ে বলল,' 'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

অমাত্য রাক্ষস বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'চাণক্য কি সত্যিই বৈরোচককে রাজ্যের অর্ধাংশ দিয়েছিল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছিল বৈকি।' বিরাধগুপ্ত বলল, 'এতে চাণক্যের দুটি উদ্দেশ্য সফল হ'লো। সে তো ইতিপূর্বেই বৈরোচককে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল !'

অমাত্য বললেন, 'বুঝেছি। তাকে রাজা করা হ'ল শুধু এই জন্যেই যে তাতে পৌরজনদের মনে, কোন রকম সন্দেহ না জন্মায়। এবং পর্বতকের মৃত্যুতে চাণক্যের কোন স্বার্থ আছে এটা যাতে নাগরিকেরা না ভাবে। তাই তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যথার্থ।' বিরাধ বলতে লাগল,' 'তারপর বৈরোচকের—অভিষেক হ'ল। চাণক্য নন্দভবনে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশের ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে কুসুমপুর বাসী সমস্ত সূত্রধারদের ডেকে সেই দুরাত্মা চাণক্য বলল, 'পূর্বদ্বার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজবাড়ীকে সুশোভিত কর !'

একথা শুনে সূত্রধারেরা বলল যে, 'আর্য ! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের—নন্দ-ভবনে প্রবেশের কথা পূর্বেই জানতে পেরে সূত্রধার দারুবর্মা—স্বর্ণতোরণ স্থাপন ইত্যাদি কার্য আগেই করে ফেলেছে। এখন কেবল ভেতরে আমাদের কিছুটা সংস্কার করতে হবে।'

সূত্রধারদের কথা শুনেই চাণক্যের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল !

আদেশ করার আগেই সূত্রধার দারুবর্মা রাজবাড়ীর দ্বার সুশোভিত করে ফেলেছে ! পরক্ষণেই চাণক্য দারুবর্মার নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করল। দারুবর্মাকে ডেকে বলল, 'দারুবর্মা ! তুমি অচিরকাল মধ্যেই এই নৈপুণ্যের উপযুক্ত ফল পাবে।'

বিরাধগুপ্তের একেবারে সাক্ষাৎ বর্ণনা শুনতে শুনতে অমাত্য রাক্ষস উদ্বেগে, ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন! তিনি বলে উঠলেন, 'বিরাধ! তুমি বলছ যে চাণক্য দারুবর্মার ভূয়সী প্রশংসা করে তাকে পুরস্কৃত করবে বলেছে! কিন্তু আমি তো দেখছি—দারুবর্মার এই চেষ্টায় কোন ফল তো হবেই না বরং খারাপ ফলই হবে! কারণ, বুদ্ধিবৈকল্য বশতঃ কিংবা রাজভক্তির উৎকর্ষ দেখাবার জন্য যে আদেশের সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষা না করাতেই চাণক্যের মনে গুরুতর সন্দেহ জন্মে দিয়েছে! যাক গে। তারপর?'

'তারপর,' বিরাধগুপ্ত বলতে লাগল, 'বৈরোচকের অভিষেক হ'লো। তাকে নির্মলমুক্তাখচিত বিচিত্র বর্ণ বস্ত্র, মণিময় মুকুট, সুগন্ধ পুষ্পমালা ইত্যাদি দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে দেওয়া হলো যে তার অতি নিকটজনেরাও তাকে চন্দ্রগুপ্ত বলে ভুল করতে বাধ্য। তারপর চন্দ্রগুপ্তের বাহন চন্দ্রলেখা নামে হস্তিনীর ওপর সুসজ্জিত বৈরোচককে বসিয়ে দেওয়া হলো। চাণক্য আগেই প্রচার করেছিলেন যে বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত মধ্যরাত্রে পাত্রমিত্র নিয়ে নন্দের প্রসাদে প্রথম প্রবেশ করবে।'

'মধ্যরাত্রে কেন?' রাক্ষস জিজ্ঞাসা করলেন।

বিরাধগুপ্ত বলল, 'লগ্নাচার্য নাকি বলেছিলেন, ঐ সময়েই শুভ।' তা বৈরোচককে নিয়ে হস্তিনী চন্দ্রলেখা তো নন্দের ভবনে প্রবেশ করতে লাগল। এই সময় আপনার নিযুক্ত সূত্রধার দারুবর্মা বৈরোচককেই চন্দ্রগুপ্ত বলে ভুল করল। তখনই আপনারই নিযুক্ত চন্দ্রগুপ্তের মাহুত বর্বরক স্বর্ণদণ্ডের ভেতর থেকে গুপ্ত ছুরিকা বার করে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে রইল। ওদিকে হস্তিনী অগ্রসর হ'তেই দারুবর্মা স্বর্ণতোরণের আলগা লোহার কীলকটা খুলে নিল তৎক্ষণাৎ যন্ত্রতোরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তাতে ফল হল এই যে বর্বরক চন্দ্রগুপ্ত ভ্রমে বৈরোচকের উপর চালাবার ছুরিকা অবসরই পেল না। সেই তোরনেরই আঘাতে বৈরোচক তো মরলই, বর্বরকও পিষ্ট হয়ে মারা পড়ল। এবং রাজরক্ষীরাও তখনই দারুবর্মাকে ভল্ল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করল!'

অমাত্য রাক্ষস হায় হায় করে উঠলেন, 'অত্যন্ত স্নেহশীল বন্ধু দারুবর্মার সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হলাম, বর্বরকও গেল। হায়। কি কষ্ট!'

বিরাধগুপ্ত বলল, 'আর্য! এত অধীর হবেন না। আপনাকে আরও কঠোর সংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।'

অমাত্য রাক্ষস কোনক্রমে নিজেকে সংযত করলেন।—'বলো, বিরাধগুপ্ত, নির্ভয়ে বলো!'

বিরাধগুপ্ত বলল, 'আপনারই নিযুক্ত গুপ্তচর—যাকে আপনি চন্দ্রগুপ্তের চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন, সেই চিকিৎসক অভয়দত্ত, তিনিও মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার সংকল্পল্প তার অপূর্ণই থেকে গেছে। তিনি বিষচূর্ণ মিশ্রিত ওষুধ তৈরী করেছিলেন। ওষুধ—দেখেই সন্দেহ বশে চাণক্য বলল, 'এ ওষুধ সোনার পাত্রে রাখো।' ফলে, বিষক্রিয়ায় সোনার রং গেল বদলে। তখন চাণক্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাকে হত্যা করল। সকলের সামনেই চাণক্য অভয়দত্তকে বাধ্য করল সেই ওষুধই পান করতে। এবং······! আরও কি শুনেছেন? আমাদের বন্ধু চর—প্রমোদকও নিহত?'

অমাত্য রাক্ষস ভীষণভাবে চম্‌কে উঠলেন!—কিভাবে তার মৃত্যু হলো?

'অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে! বিরাধগুপ্ত বলল, 'আপনারা রাজনীতির খাতিরে দুর্জন ব্যক্তিদের পালন-পোষণ করেন; তাদের মধ্যে প্রচুর ধন অর্থ বণ্টন করেন। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে তা ভীষণ রকম প্রকট হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। প্রমোদককে আপনি চন্দ্রগুপ্তের হত্যার জন্য প্রচুর ধন দিয়েছেন। গুপ্তহত্যা কার্যে যে অত্যন্ত সুদক্ষ, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, সেই মুর্খটা আপনার প্রদত্ত বিশাল ধনরাশি পেয়ে প্রচুর ব্যয়ে তা ভোগ করতে আরম্ভ করেছিল। নগরীর প্রতিটি সরাইখানায়, জুয়ার আড্ডায়, গণিকাপল্লীতে অপরিমিত ব্যয়ের কল্যাণে অচিরেই সে বিখ্যাত হয়ে পড়ল। ফলে সর্বত্র নিযুক্ত চাণক্যের চরেরা তার সন্ধান পেয়ে গেল। ধরে নিয়ে গেল তাকে নগররক্ষীদের প্রধান কার্যালয়ে। তাকে প্রশ্ন করা হলো এত বিপুল ধনরাশি সে পেলো কোত্থেকে? তখন সে নানাবিধ বিরুদ্ধ উত্তর দিতে লাগল। ফলে তাকে কারারুদ্ধ করা হলো।'

'তারপর কারাগারেই একজন রক্ষীকে অর্থ দিয়ে সে বশ করে ফেলল। চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্‌দের একজনার সঙ্গে প্রমোদকের পূর্ব পরিচয় ছিল। কি

সূত্রে তা জানি না। আপনি অনুমান করে নিতে পারেন। যা হোক। সেই রক্ষীর সাহায্যে একখানা পত্র সেই সভাসদের হাতে পৌঁছতে তিনি নগররক্ষীদের প্রধান কর্তাকে অনুরোধ করলেন প্রমোদককে মুক্ত করে দিতে। প্রধানকর্তা পড়লেন দোটানায়। একদিকে বিধায়কের অপ্রীতিভাজন হওয়া অন্যদিকে চাণক্যের কোপদৃষ্টি। তিনি তখন বুদ্ধি করে গোপনে বিষয়টি চাণক্যকে জানালেন।'

চাণক্য সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বিধায়ক যখন অনুরোধ করেছেন, তাদের সম্মান তো রাখতেই হবে। মুক্ত করে দাও প্রমোদককে। তারপর আমি দেখছি।

প্রমোদক মুক্ত হয়ে দ্বিগুণ ভাবে ফুর্তি সুরু করল।

তারপর একদিন, কার প্ররোচনায় কে জানে, প্রমোদক রাজপথে, একটি গৃহস্থ-কন্যার ওপর চড়াও হলো। অতিশয় সুন্দরী কন্যাটিকে মুহূর্তে প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ করে ফেলল। তারপর জোর করে তাকে নিজের শকটে তুলে নিতে চাইল। কন্যাটির সঙ্গে ছিল তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সে তো পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দশ বারজন নাগরিক উপস্থিত হয়ে, তিনজন সঙ্গীসহ প্রমোদককে একেবারে পিটিয়ে শেষ করে দিল। আরও শুনুন! চন্দ্রগুপ্তের যে সভাসদ্ প্রমোদককে মুক্ত করেছিল, তার মৃতদেহ পাওয়া গেল গণিকাপল্লীর রাস্তায়। পরদিন প্রাতঃকালে! আসলে, সমস্ত ঘটনাটাই ঘটেছিল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। ওই গৃহস্থ কন্যাটি ছিল স্বয়ং নাগমতী—আপনারই পালিত এবং প্রেরিত বিষকন্যা। নাগরিকগণ সকলেই ছিল চাণক্যের বিশ্বস্ত অনুচর—ছদ্মবেশে!' একটানা বলে বিরাধগুপ্ত চুপ করল।

অমাত্য রাক্ষসও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কতক্ষণ। তারপর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর বীভৎসক প্রভৃতির বৃত্তান্ত কি? ওদের যে আমি চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ভেতরেই নিযুক্ত করেছিলাম নিদ্রিত অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তকে প্রহার এবং হত্যা করার জন্য?'

বিরাধগুপ্ত সখেদে বলল, 'তাদেরও শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে! তারা বুদ্ধি খাটিয়েছিল ভালই। রাজকীয় পুষ্পোদ্যানের রক্ষককে অর্থ দিয়ে, এবং

প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে বশ করেছিল। রক্ষকের কুটিরটি ছিল প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে। আর ওই পশ্চাদ্ভাগেই ছিল চন্দ্রগুপ্তের শয়ন কক্ষ। বীভৎসকেরা সেই রক্ষকের কুটীরের মধ্য থেকে সুরু করে একেবারে চন্দ্রগুপ্তের শয়নগৃহের দেয়াল পর্যন্ত মাটির নীচ দিয়ে-সুড়ঙ্গ করে ফেলেছিল অমানুষিক পরিশ্রম করে। কাক-পক্ষীরও টের পাবার কথা নয়। পায়ও নি। যেদিন রাতে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল ওরা, সেদিন সারা দিনমান বুঝি সুড়ঙ্গের মধ্যেই তারা ছিল। এবং খাওয়া দাওয়াও করেছিল নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গে বসেই!'

অমাত্য রাক্ষস বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি? চাণক্য এ সংবাদ জানল কি করে? নিশ্চয়ই চাণক্যই তাদের মৃত্যুর কারণ?'

'হ্যাঁ অমাত্য।' বিরাধগুপ্ত উত্তর দিল, 'চাণক্য ছাড়া আর কার আছে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর ক্ষুরধার বুদ্ধি? চন্দ্রগুপ্ত শয়নগৃহে প্রবেশ করার আগেই চাণক্য ঘর পরীক্ষা করবার জন্য নিজে ঢুকলেন। দেখলেন পরিচ্ছন্ন ঘরের এককোণ থেকে পিঁপড়ের দল অন্ন মুখে করে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন যে ঐ বিশেষ কোনটির দিকে অবশ্যই কিছু গণ্ডগোল আছে! তখনই তিনি প্রথমে চন্দ্রগুপ্তকে শয়নগৃহে যেতে নিষেধ করে দিলেন। তারপর তিনি প্রাসাদরক্ষীদের সতর্ক থাকতে বলে, কয়েকজন লোকসহ দেয়ালের সেই বিশেষ কোনটি ভাঙ্গবার আদেশ দিলেন। অচিরেই একটি সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে পড়ল। তখন মশাল জ্বালিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে কয়েকজন সেই সুড়ঙ্গ পথে নেমে গেল। ওদিকে বিপদ বুঝে বীভৎসকেরা পেছু হটে গিয়ে বাগান রক্ষকের ঘরে উঠল। কিন্তু সেই ঘর তো আর নিরাপদ নয়। মশাল আর অস্ত্র নিয়ে রক্ষীরা এল বলে! তারা প্রাণ নিয়ে পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়েই পালাতে চাইল এবং অনিবার্যভাবে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ল।

চাণক্য তাদের দেখল. প্রশ্ন করল, তার বিস্তৃত সংবাদ আমি জানি না। তবে, বীভৎসকদের সেই রাত্রেই আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সুড়ঙ্গের দুটি মুখই বন্ধ করে দেওয়া হল। তারা যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে মারা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

অমাত্য রাক্ষস আক্ষেপ করে উঠলেন, 'হায়! মহারাজ নন্দ। আর বুঝি আমি পেরে উঠলাম না।'

বিরাধগুপ্ত আবারও বলতে লাগল, 'এরপর থেকেই চাণক্য যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। রাজ্যে সুরু হয়েছে প্রবল অত্যাচার। যাকেই সন্দেহ হচ্ছে তাকেই সবিশেষ নিগ্রহ, নিপীড়ন করা হচ্ছে। ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে। সহস্র সহস্র নাগরিক কারারুদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে। এমনকি নারীরাও বাদ যাচ্ছে না। সন্দেহভাজন যুবকদের ধরে ধরে হত্যা করা হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায়। নিষ্ঠুর চাণক্যের এই অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী কতটুকুই বা আমি বলতে পারব? আপনি কি জানেন আমাদের বন্ধু সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করে নগর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে?'

অমাত্য রাক্ষস বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কেন? সন্ন্যাসীর কি দোষ ঘটল?'

বিরাধগুপ্ত ম্লান হেসে বলল, 'এই সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিই নাকি আপনার প্রেরিত বিষকন্যার সাহায্যে রাজা পর্বতককে হত্যা করিয়েছে! আরও জানেন কি? বন্ধু শকটদাস—'

'বন্ধু শকটদাসও কি বন্দী হয়েছেন?' উৎকণ্ঠার স্বরে প্রশ্ন করলেন অমাত্য।

'না।' বিরাধগুপ্ত মাথা নেড়ে বলল।

'তবে কি নির্বাসিত—?'

'না, তাও না।—'

'তাহলে কি—?'

'হ্যাঁ, আর্য্য।' দুঃখের স্বরে বিরাধগুপ্ত বলল, 'শকটদাস মৃত। তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল!'

অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় অমাত্য বলে উঠলেন, 'হায়! বন্ধু শকটদাস! এ মৃত্যু তোমার যোগ্য মৃত্যু নয়!—আরও কি দুঃসংবাদ আছে বিরাধগুপ্ত? বল, আমি প্রস্তুত! সব আমি শুনব!'

চন্দনদাস বন্দী হয়েছেন।' বিরাধগুপ্ত বলল।

অমাত্য রাক্ষস একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর মুখ

দিয়ে কোন বাক্য স্ফুরিত হলো না। তারপর ধীর, নিম্ন স্বরে যেন আতঙ্কের কথাটা নিজেকেই কেবল শুনিয়ে বলছেন, এমনি ভাবে জিজ্ঞেস—করলেন, 'চাণক্য কি সংবাদ পেয়েছে যে আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে তার কাছে রেখে এসেছি?'

বিরাধগুপ্ত নত স্বরে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—এবং সেই অপরাধেই কি চন্দনদাসকে বন্দী করা হয়েছে?—

—হ্যাঁ, আর্য্য! সেই অপরাধেই।

—তবে কি আমার স্ত্রী-পুত্রও চন্দ্রগুপ্তের কারাগারে?—

এবার বিরাধগুপ্ত আশ্বস্ত করল অমাত্যকে, 'না প্রভু! তারা কারারুদ্ধ হ'লে তো চন্দনদাস মুক্তি পেতেন।'

অমাত্য রাক্ষসের মনে হল যেন সহসা তাঁর বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেছে। তিনি কতকটা আপন মনেই বলে চললেন, 'তবে চন্দনদাস তাই করল না কেন, বিরাধ? আমারই জন্য বন্ধু শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস আজ কারাগারে। হায়, হায়! একে একে সকলেই—জীবসিদ্ধি, শকটদাস……'

'অমাত্যের জয় হোক!' প্রিয়ম্বদক এসে দাঁড়ালো, 'কায়স্থ শকটদাস অমাত্যের সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

প্রিয়ম্বদকের কথা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠে অমাত্য যেন বাস্তবে ফিরে এলেন, 'এ কি সত্য, প্রিয়ম্বদক?—বিরাধ, বিরাধ! এ কি শুনছি? এইমাত্র তুমি বললে না যে বন্ধু শকটদাস মৃত, তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে?'

বিরাধগুপ্ত একেবারে ধাঁধায় পড়ে গেল যেন, 'কি জানি প্রভু! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিই নি!'

অমাত্য প্রিয়ম্বদককে বললেন 'কোথায়? কোথায় আছে শকটদাস? তাকে এই মুহূর্তে নিয়ে এস!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শকটদাস এল। সঙ্গে তার আরও একজন।

কিন্তু অমাত্য প্রথমেই শকটদাসকে আলিঙ্গনে বাঁধলেন। 'আঃ! বন্ধু শকটদাস! তুমি বেঁচে আছ দেখে কি আনন্দ যে পেলাম! জান! এইমাত্র তোমার সম্বন্ধে কি সংবাদ শুনেছি?'

শকটদাস আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বলল, 'যা শুনেছেন অমাত্য, তা মিথ্যা নয়। এই যে, আসুন অমাত্য। পরিচয় করিয়ে দিই। এই আমাদের প্রিয় সুহৃদ সিদ্ধার্থক! ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মত ইনি সহসা বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে, অসি উন্মুক্ত করে, চণ্ডালদের বিতাড়িত করে, আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন!'

অমাত্য রাক্ষস এগিয়ে এসে আন্তরিকভাবে সিদ্ধার্থককে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভদ্র সিদ্ধার্থক! আজ থেকে আপনি আমার পরম মিত্র। যে আনন্দ আজ আপনি আমাকে দিলেন, সে আনন্দের পক্ষে কোন উপহারই যথেষ্ট নয়। আর এখন তো আমি সহায় সম্বল-হীন দরিদ্র মাত্র। তবু এই অলঙ্কারগুলি, কুমার মলয়কেতু আমাকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন। আমার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এইগুলি আপনি গ্রহণ করুন!' বলে অমাত্য রাক্ষস অলঙ্কারের পেটিকাটি সিদ্ধার্থকের হাতে দিল।

সিদ্ধার্থক দুইহাতের অঞ্জলি পেতে পেটিকাটি নিল। মনে মনে ভাবল, 'হায়! দাসত্বের এমনই দোষ যে এমন মানুষকেও ঠকাতে হয়! জ্ঞানীরা ঠিকই বলেছেন। দাস আর কুকুরের কোন তফাৎ নেই। তারা একই গোষ্ঠিভুক্ত। সে মুখে অবশ্য বিনীতভাবে রাক্ষসকে বলল, 'অমাত্য। কুসুমপুর ছেড়ে এই তো আমি প্রথম বাইরে এলাম। এখানে সবাই আমার অপরিচিত। তাই আমার ইচ্ছা যে এই অলঙ্কার পেটিকাটির ওপর এই মুদ্রা অঙ্কন করে দিন।' বলে সিদ্ধার্থক তার পোষাকের ভেতর থেকে একটা আংটি বার করল। সেটি দেখিয়ে বলল, 'তারপর পেটিকাটি আপনিই আপাততঃ রেখে দিন। আমি আমার প্রয়োজন মত আপনার কাছে চেয়ে নেবো।'

অমাত্য বললেন, 'বেশ বেশ। তাই হবে।'

তখন সিদ্ধার্থক শকটদাসের হাতে আংটিটা দিয়ে বলল, 'বন্ধু! তুমিই এই পেটিকাটির ওপর এর মুদ্রা অঙ্কন করে দাও!'

শকটদাস বললে, 'দাও!' আংটিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখেই সে চমকে উঠল!—'একি, অমাত্য? এ মুদ্রা যে আপনার নামাঙ্কিত!'

রাক্ষস হাত পেতে আংটি নিয়ে দেখেই তিনিও চমকে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তাইতো! ভদ্র সিদ্ধার্থক! এই আংটি কোথায় পেলেন?'

সিদ্ধার্থক যেন কত সরল আর স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'আজ্ঞে, কুসুমপুরের স্বনামখ্যাত শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের বাড়ীর বাইরের দরজার কাছে এটি পড়েছিল। দাবীদার না থাকায় আমিই রেখে দিয়েছিলাম।'

অমাত্য রাক্ষসের মুখমণ্ডল দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি এখনও সঠিক জানেন না, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কোথায়—কি অবস্থায় আছে। চন্দনদাস যদি কারাগারেই নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন, তাহলে যে তার গৃহও নিরাপদ থাকার কথা নয়। কাজেই, নিশ্চয়ই চন্দনদাস কোন ব্যবস্থা করেছেন—করে গেছেন। তিনি এখনও কোন সংবাদ পাননি। তিনি সিদ্ধার্থকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক। ঠিকই বলেছেন আপনি। কুসুমপুর ছেড়ে আসবার সময় আমার স্ত্রী, আমার কাছে কোন একটি স্মৃতিচিহ্ন চেয়েছিল। তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছিলাম। হতে পারে হয়ত শোকার্ত হয়ে মনের ভুলে, কোন এক সময়'—অমাত্য রাক্ষস আর বলতে পারলেন না। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল অশ্রুর আবেগে।

তখন শকটদাস বলল, 'বন্ধু সিদ্ধার্থক! তুমি আমাদের এই মুদ্রারাক্ষসটি দিয়ে দাও। তার পরিবর্তে অমাত্য তোমাকে প্রচুর পারিতোষিক দেবেন!'

সিদ্ধার্থক একেবারে একহাত পরিমিত জিভকেটে লজ্জার স্বরে বলে উঠল: 'আরে ছি, ছি, ছি! বন্ধু শকটদাস! পারিতোষিকের কথাই বলো না। তোমার কি কখনও মনে হয়েছে যে আমি পারিতোষিকের লোভে কিছু করি? অমাত্য যে আমাকে তাঁর চরণে স্থান দিয়েছেন, এতেই আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর চরণে নিবেদন করলাম। তিনি এটি গ্রহণ করলেই আমি অনুগৃহীত হব।'

অমাত্য রাক্ষস ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি বললেন, 'ভদ্র সিদ্ধার্থক। আমি কৃতজ্ঞ। সখা শকটদাস! এই মুদ্রা তুমি গ্রহণ কর! আমাদের বর্তমান কাজে তুমি এটিকে ব্যবহার করবে, কেমন?'

শকটদাস কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, 'যথা আজ্ঞা।'

তখন সিদ্ধার্থক বলল, 'আর্যের চরণে আমার একটি নিবেদন আছে।'

'বল, ভদ্র সিদ্ধার্থক! অসঙ্কোচে বল।'

সিদ্ধার্থক বলল, 'আমি স্বল্পকাল আগে যে কাজ করেছি—যেভাবে বন্ধু শকটদাসকে রক্ষা করেছি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে সব কূটমতি চাণক্যের কানে গেছে। এই অবস্থায়, আমি যদি এখন কুসুমপুরে ফিরে যাই, তাহলে আমার প্রাণদণ্ড নিশ্চিন্ত! তাই আর্য, আপনি যদি দয়া করে আমাকে আপনার কাছেই থাকতে অনুমতি দেন—'

অমাত্য রাক্ষস তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ভদ্র সিদ্ধার্থক! একথা আমিই তোমাকে বলব ভাবছিলাম। কিন্তু তোমার ইচ্ছা তো জানতে পারিনি। তাই বলতে সংকোচ বোধ করছিলাম।'

সিদ্ধার্থক সহর্ষে বলে উঠল, 'অনুগৃহিত হলাম, আর্য!'

অমাত্য রাক্ষস বন্ধু শকটদাসের দিকে ফিরে বললেন, 'সখা! ভদ্র সিদ্ধার্থকের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর!'

'যথা আজ্ঞা, অমাত্য!' শকটদাস তাঁকে প্রণাম করে সিদ্ধার্থকে বলল, 'আসুন বন্ধু! আমার সঙ্গে আসুন!'

শকটদাস এবং সিদ্ধার্থক ভেতর বাড়ীর দিকে চলে গেল।

এতক্ষণ বিরাধগুপ্ত একধারে চুপচাপই বসেছিল। এইবার অমাত্য রাক্ষস তার দিকে তাকালেন।—'বিরাধ! সবই তো স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে। এখন কুসুমপুরের কৌমুদী মহোৎসবের সময়। এখন নানালোক সহজেই সেখানে প্রবেশ করতে পারে। কাজেই, তুমিও যাও সেখানে। স্তনকলশ নামে আমাদের এক কবি বন্ধু আছেন কুসুমপুরে। তাকে গিয়ে আমার অভিপ্রায় জানিয়ে বল যে তিনি যেন চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে গিয়ে কবিতা শোনানোর ছলে ভেদনীতির প্রচার করেন। বুঝেছো? সমুত্তেজনার যোগ্য শ্লোক রচনা করে ক্রমাগত চন্দ্রগুপ্তের স্তব করবে। ফলাফল যা হয় অতি গোপনে করভকের হাতে পত্র দিয়ে যেন পাঠিয়ে দেয়। আর হ্যাঁ, আমরা যে ইতিমধ্যেই চন্দ্রগুপ্তের প্রজাদের মধ্যে নানা প্রকারে ভেদনীতির প্রচার করেছি, তাতে কি কোন ফল ফলেছে? তুমি কি কিছু জান, বিরাধ?'

'অবশ্যই কিছুটা জানি।' বিরাধগুপ্ত বলল, 'মলয়কেতুকে পালানোর সুযোগ দেওয়াতে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ওদিকে চাণক্যও নিজের শক্তির সম্বন্ধে যথেষ্ট গর্বিত। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে তাঁর কোন কাজের

জন্যই ব্যাখ্যা দিতে কদাপি প্রস্তুত নন। ফলে চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধ ক্রমশ বাড়ছে এবং একদিন তা বিশ্রী রকমে প্রকাশিত হয়ে পড়বে—আমার তো তাই অনুমান।'

'বেশ আশার কথাই তুমি শোনালে বিরোধ! তবে যাও। দেখ এরপর আর কি ঘটল!'

বিরাধগুপ্ত উঠে দাঁড়াল। 'প্রণাম আর্য।' বলে চলে গেল।

'কল্যান হোক! সফলতার সংবাদ নিয়ে এস!' রাক্ষস আশীর্বা করলেন।

বিরাধগুপ্ত চলে যেতেই নিজের চিন্তার জগতে যেন অবগাহন করতে চাইলেন অমাত্যরাক্ষস। আশার এক ক্ষীণ আলোকে যেন তাঁর মনের পটে জ্বলে উঠল! তিনি ভাবতে লাগলেন, 'চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলে আমরা আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ করব। করবই। হে মহারাজ নন্দ। স্বর্গলোক থেকে দেখ! দেখ যে এখনও তোমার অজেয় অমাত্য রাক্ষস তোমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁর সমগ্রশক্তি নিয়োগ করে চলেছে হে প্রভু! তুমি সন্তুষ্ট হও! হে মহান! তুমি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাও হে রাজাধিরাজ! তোমার শোক সন্তপ্ত প্রজাপুঞ্জের প্রতি তোমার দক্ষিণ-হস্ত প্রসারিত কর!' বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি অশ্রুজলে ভরে গেল তিনি নতজানু হয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পড়লেন।

আসন্ন কৌমুদী মহোৎসবের জন্য পক্ষকাল পূর্বেই রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন বিভাগে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের লিখিত আদেশ প্রচার করে দেওয়া হয়েছিল। মহারাজ তাঁর আদেশ পত্রে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, 'আমি কুসুমপুর নগরটিকে কৌমুদী মহোৎসব উপলক্ষে মনোহর দেখতে ইচ্ছা করি। অতএব সুগাঙ্গ অট্টালিকার উপরের স্থানগুলিকে আমার দর্শনযোগ্য করে সংস্কার করা হোক। স্তম্ভগুলিকে ধূপদ্বারা সৌরভান্বিত করা হোক; আর তাতে পুষ্পমালা দিয়ে শোভিত করা হোক; পরে পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণের মত কান্তি সম্পন্ন শুভ্র চামরের শোভা সেই স্তম্ভগুলিকে আলিঙ্গন করুক। আর আশে পাশের সমগ্রভূমি পুষ্পান্বিত চন্দনজলের সেক দিয়ে সুগন্ধ সৌরভে পূর্ণ করা হোক। আমি যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সব কিছু পরিদর্শন করতে ইচ্ছা করি।'

এই আদেশ পত্র, চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ কঞ্চুকী বৈহীনরি পূর্বেই প্রচার করে দিয়েছিল।

আজ মহারাজ স্বয়ং পরিদর্শনে আসার আগেই সে এসে দেখে কাজ কিছুই হয় নি। সে তো হতবাক হয়ে গেল! কৌমুদী মহোৎসব নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কার আদেশে এই মনোমুগ্ধকর শরৎকালীন উৎসব বন্ধ হয়েছে? কোন উত্তর পেলনা সে।

ইতিমধ্যে মহারাজের শকট আগমনের শব্দ পেয়ে সে ঘোষণা সুরু করে দিল, 'চতুরদধি সলিলবেলা মেঘলা নিলীজ সদ্বীপগিরিপত্তনবতী বসুন্ধরাধিশ্বর

পরমেশ্বর পরমশৈব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত !—'

সম্রাট আসছেন ! হে সুগাঙ্গ প্রসাদের প্রহরীরা ! আমি মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত কঞ্চুকী বৈহীনরি বলছি ! সকলে স্ব স্ব-স্থানে সতর্ক হয়ে নিযুক্ত হও !'

চন্দ্রগুপ্ত শকট থেকে নামলেন। বৈহীনরি এগিয়ে গিয়ে বলল : 'মহারাজ ! এই সুগাঙ্গ প্রাসাদ !

চন্দ্রগুপ্ত তখন চারিদিকের প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করছেন। তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন, 'আহা ! শরৎকালের শোভা কি মনোরম ! কবি যথার্থই বলেছেন,—শুভ্রবর্ণ মেঘ খণ্ডগুলিকে নদীর বালুকাময় চড়ার মত দেখাচ্ছে ; মধুর এবং অস্পষ্ট রবকারী সারস পাখী গুলি সর্বত্র নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; রাত্রে কুমুদ পুষ্পের মত নক্ষত্রগুলি দশদিক ব্যাপ্ত করে ফুটে ওঠে, ফলে সেই অন্তহীন দিকগুলির কোন দিশা পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন দশটা দিকই নদীর মত আকাশ থেকে গলে গলে পড়ছে ! অথবা, এই শরৎ যেন রতিকথায় নিপুনা দূতীর মত—বহুসংখ্যক পুরুষের সাহচর্যে ও ব্যবহারে কলুষিতা এবং ক্ষীণ শরীর ; পরে সেই আবার ভরা গঙ্গার মত সুপুষ্ট সুউন্নত স্তনযুগল ও সুনিতম্বিনী নারীর মত গর্বিত, অস্পৃহ হয়ে পতি-মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সমুদ্রের দিকে ধাবিতা হচ্ছে !'—

হঠাৎই যেন তাঁর পারিপার্শ্বিকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হলো, 'একি ! কুসুমপুরে কৌমুদী মহোৎসব আরম্ভ হয় নি কেন ? আর্য বৈহীনরি ! আমার আদেশ ঠিক সময় ঘোষিত হয়েছিল তো ?'

'হ্যাঁ, মহারাজ !' কঞ্চুকী বৈহীনরি সসম্ভ্রমে উত্তর দিল।

চন্দ্রগুপ্ত বিস্ময় ভরা স্বরে বললেন, 'তবে কি রাজকর্মচারীরা আমার আদেশ পালন করেনি ? পৌরজনেরাও কি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে আমার আদেশ অমান্য করেছে ?'

বৈহীনরি দু'হাতে কান চেপে ধরে বলল, 'একথা বলবেন না। মহারাজের আদেশ পূর্বে পৃথিবীতেই সম্মানিত হয় নি, এখন পুরবাসীরা অমান্য করবে কেন ?'

'তবে ?' মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে। রাজপথ

দিয়ে আসার সময় আমি দেখতে পাইনিতো যে বারাঙ্গনারা তাদের বিশাল বিশাল উরুযুগলের ভারবশত মন্দ মন্দ গমনে রাজপথগুলিকে অলঙ্কৃত করছে বা সুস্পষ্ট ও সুনিপুন কামকথায় রসিক পণ্ডিত বা লোভী ভদ্রজনেরা সেই বারাঙ্গনাদের পিছু পিছু যাচ্ছে ; বা নিজ নিজ ধন সম্পত্তির অহঙ্কারে পরস্পর স্পর্ধাকারী ধনী পুরবাসীপ্রধানরাও তো নিঃশঙ্কচিত্তে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রঙ্গ-রসিকতায় মেতে উঠে চিরবাঞ্ছিত কৌমুদী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করছে না ?—আর্য বৈহীনরি ! বল ?'—

অত্যন্ত সঙ্কোচ এবং ভয়ের সঙ্গে বৈহীনরি বলল, 'মহারাজ ! কেমন করে আপনার কাছে একথা নিবেদন করব বুঝতে পারছি না ।'

'কোন্ কথা, আর্য বৈহীনরি ?' চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন ।

'এই কৌমুদী মহোৎসব বন্ধ করার কথা ।' বৈহীনরি ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল ।

'সে কি ? কার আদেশে ?' চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত !

'এ পাপ মুখে কেমন করে তাঁর পূন্য নাম উচ্চারণ করব, প্রভু ?'

চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে যেন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন ঃ

'রাজার আদেশ লজ্ঘন করার দুঃসাহস আর কার হ'তে পারে ? তুমি কি মহামাত্য চাণক্যের কথা বলতে চাইছ ?' আর্য বৈহীনরি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ ।' বৈহীনরি যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল ভয়ে !

চন্দ্রগুপ্ত ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ডাকলেন, 'শোনোত্তরা !'

প্রতিহারী শোনোত্তরা, তন্বী, সুন্দরী যুবতী, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সদাই পার্শ্বচারিনী, তাঁর শয়ন-গৃহের দ্বাররক্ষিকা, এগিয়ে এসে বলল, 'মহারাজ ! আদেশ করুন !'

চন্দ্রগুপ্ত যথাসম্ভব কোমল স্বরেই বলতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর স্বরে উষ্মার প্রকাশ উপস্থিত কারোই শ্রবণ এড়িয়ে গেল না। তিনি বললেন, 'শোনোত্তরা। আমি বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে অপেক্ষা করছি। মহামাত্য চাণক্য এলে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করো।' তারপর বৈহীনরির দিকে তাকিয়ে আদেশ করলেন, 'আর্য বৈহীনরি ! তুমি আর্য চাণক্যকে এখনই সংবাদ দাও !' বলে মহারাজ দ্রুতপদে বিশ্রাম কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন।

শোনোত্তরাও তাঁর অনুগমন করতে উদ্যত হয়েই থেমে বৈহীনরির দিকে তাকিয়ে মিষ্টস্বরে বলল, 'আর্য! আপনি যথাসত্বর আমাকে সংবাদ দিন। আমি বিশ্রাম কক্ষের দ্বারেই অপেক্ষা করব!' বলে চলে গেল।

বৈহীনরিও চাণক্যের গৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

□ □ □

কঞ্চুকী বৈহীনরি বেশ দ্রুতপায়েই রাজপথ দিয়ে গুরু চাণক্যের কুটীরের উদ্দেশ্যে চলেছে। আর মনে মনে ভাবছে পরের দাসত্ব করা কষ্টই বটে। আমি নন্দবংশের সেবা করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম তবুও ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। কেবলই ভয়, এই বুঝি বৃত্তিটি খ'সে গেল! ভয়—কাকে না? প্রথমে তো রাজার, কারণ, তিনি অন্নদাতা; তারপর মন্ত্রীর ভয়, সেবায় ত্রুটি ঘটলে তেনারা তো হাতে মাথা কাটবেন; তারপরে আছেন রাজার সব প্রিয়লোকেরা—এরাও কম ভীতিজনক নন্; তার ওপরে আবার, শ্লীপদের (গোছ) ওপর বিসেকাটকের মত, রাজার ঘরে যে সব ধূর্তলোক অনুগ্রহ লাভ করে বাস করে, তাদেরও ভয় করতে হবে; হায়, হায়, দেশ-বাসীর কি দুরবস্থা! বিশেষতঃ, আমার মত যে সব রাজসেবকেরা দারিদ্রের কারণে সদাই উদগ্রীব হয়ে দুটি অন্নের জন্য উদয়াস্ত প্রাণপাত করছি এবং সত্য গোপন করে, কত পরিশ্রম করে, কেবলই খোসামোদ করে যাচ্ছি—জ্ঞানীগুণী-পণ্ডিতেরা যে আমাদের মত নিম্নবিত্ত মানুষদের এইসব কাজকর্মকে কুকুরের বৃত্তি বলে মনে করেন, তা, খুব একটা অসঙ্গত বোধ হয় নয়।

এই এসে গেছি! কঞ্চুকী বৈহীনরি মনে মনেই নিজেকে ধম্‌কে চুপ করিয়ে দিল। ওসব বড় বড় ভাবনা এখন থাক। দেখি, আচার্য চাণক্য এখন কেমন অবস্থায় আছেন।—

মহামতি আচার্য চাণক্য নিজের বাড়ীতে, তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে চিন্তামগ্ন! মাঝে মাঝে ক্রোধের আগুনে তাঁর চোখ দুটো জ্বলে জ্বলে উঠছে: দুরাত্মা রাক্ষস আমার সঙ্গে স্পর্ধা করছে কেন? কারণ ভূতপূর্ব মহারাজ নন্দের মন্ত্রী রাক্ষসের সঙ্গে আমার এক বিষয়ে মিল আছে। আমি রাজার সঙ্গে শত্রুতা করেছিলাম—রাক্ষসও তাই করছে। নন্দরাজ আমাকে অপমান করেছিলেন, তাই রাজধানী থেকে সরে গিয়ে নন্দদের বধ করে, যেমন

চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করেছি ; তেমনি রাক্ষসও আমার বুদ্ধিকে পরাস্ত করে, চন্দ্রগুপ্তের রাজলক্ষ্মীকে অপহরণ করতে পারবে বলে ভাবছে। রাক্ষস ! রাক্ষস ! এই দূষিত চেষ্টা থেকে বিরত হও ! কারণ ভেদনীতিতে তুমি আমার পাশে দাঁড়াবারও যোগ্য নও। কেবল তুমি কেন ? এই ভূমণ্ডলে এমন কেউ অতীতে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে না—যে চাণক্যের বুদ্ধিকে, তাঁর নীতিগুলিকে অতিক্রম করার স্পর্ধা রাখবে ? এই মুহূর্তে শত্রু মলয়কেতুর আস্থাভাজন হয়ে তাকে বেষ্টন করে আছে যারা—তারা আমারই শিক্ষাপ্রাপ্ত অনুচর এবং সিদ্ধার্থক প্রভৃতি গুপ্তচরেরা আমার আদেশ সম্পাদনে সর্বদাই উদ্যত হয়ে আছে। অতএব ভেদনিপুন চাণক্য এখন ছলপূর্বক চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কলহ করে রাক্ষসের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে, তাঁকে শত্রু মলয়কেতু থেকে বিচ্ছিন্ন করবে !—

□ □ □

আচার্য চাণক্যের বাড়ীতে এই প্রথম এল কঞ্চুকী বৈহীনরি। বাড়ী নয়, বরং একে কুটীর বলাই ভাল। দেখে সে অবাকই হলো যে এত বড় রাজ্যের মহামাত্য, এতবড় পণ্ডিত-বিদ্বান-মহাজ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁর তুল্য বিদ্বান ভূ-ভারতে আর একজনও নেই, তিনি কিনা এই রকম জীর্ণকুটীরে বসবাস করেন ?

তারপর বৈহীনরি ভাবল, আমি এত অবাকই বা হচ্ছি কেন ? সর্বদাই তো দেখছি—দেশের কত শত প্রকৃত বিদ্বান, ধীমান, প্রকৃষ্ট বক্তা এবং— অমিথ্যাবাদী লোকেরাও লোভের বশবর্তী হ'য়ে কেবলমাত্র আরও অধিক ধনলাভের আশায় নির্গুণ ধনীব্যক্তি বা অসৎ কিন্তু ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের স্তব করে যাচ্ছেন, অশ্রান্ত মুখে তাদের গুণগান করে যাচ্ছেন ! অন্যদিকে, যাদের ধনলিপ্সা নেই, যারা ধন যশ মানের কাঙ্গাল নন। তাদের কাছে ধনীরা বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি তৃণের তুল্য ঘৃণার বিষয় হন। আচার্য চাণক্য যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, তাতে সন্দেহ নেই !

বৈহীনরি কুটীরের প্রাঙ্গন ধরে এগিয়ে গেল।—ওই তো আচার্য চাণক্য বসে আছেন। সে এগিয়ে গিয়ে, মাটিতেই জানুপেতে বসল : 'আর্যের জয় হোক !'

মুখ তুলে দেখে চাণক্য বললেন : 'বৈহীনরি ! তোমার আসবার উদ্দেশ্য কি ?'

বৈহীনরি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করল: 'আর্য! দেব চন্দ্রগুপ্ত আপনার চরণে ভূলুণ্ঠিত মস্তকে নিবেদন করছেন যে—যদি আপনার ক্রিয়ার বিঘ্ন না হয়, তাহলে আপনাকে উনি একবার দেখতে চান!'

চাণক্য ঈষৎ বিস্মিত স্বরে বললেন, 'সেকি? চন্দ্রগুপ্ত আমাকে দেখতে চাইছে? বৈহীনরি! কৌমুদী মহোৎসব যে আমি বন্ধ করে দিয়েছি এ কথা চন্দ্রগুপ্তের কানে যায় নি তো?'

ভয়ে কোন কথা বলতে পারল না বৈহীনরি। মাথা নীচু করে রইল।

বৈহীনরিকে নীরব দেখে চাণক্য রেগে গেলেন, 'তাহলে বৃষলের কানে গেছে, না? আঃ! কে বলল সে বৃত্তান্ত?'

ভয়ে ভয়ে কঞ্চুকী বৈহীনরি বলল, 'প্রভু, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নিজেই সুগাঙ্গ প্রাসাদে উঠে দেখলেন—'

—'যে কৌমুদী উৎসব বন্ধ করা হয়েছে, আর তোমরা সবাই সেই সুযোগে তাকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ করে তুলেছ?' চাণক্য ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বৈহীনরির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতে লাগলেন,' 'ওহ্, তোমরা কি কেউ এই গরীব ব্রাহ্মণকে রাজসেবা করে দুটি শাকান্নের জোগাড়ও করতে দেবে না? কি আশ্চর্য! বুঝতে পারছি যে চাণক্যের উপরে রাজ-পরিজনবর্গের গুরুতর বিদ্বেষ জন্মেছে!—তা যাক। এখন চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?'

কঞ্চুকী বৈহিনরি ভয়ে ভয়েই বলল, 'আর্য! সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সুগাঙ্গ—প্রাসাদেই আছেন।'

'ভাল।' চাণক্য উঠে দাঁড়ালেন। 'তুমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চল বৈহীনরি!'

□ □ □

সুগাঙ্গ প্রাসাদে পৌছে বৈহীনরি আচার্য চাণক্যকে মন্ত্রণাকক্ষে যথাযথ আসনে উপবেশিত করে তাড়াতাড়ি বিশ্রাম কক্ষের দ্বারে প্রতীক্ষারতা প্রতিহারী শোনাত্তরাকে গিয়ে বলল, 'বরাননে শোনোত্তরা! মহারাজকে গিয়ে বল যে গুরুদেব চাণক্য তাঁর জন্য মন্ত্রনাকক্ষে অপেক্ষা করছেন।'

শোনোত্তরা তৎক্ষণাৎ কক্ষের ভিতরে গিয়ে সংবাদ দিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এসে রাজাসনে বসলেন।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে দেখে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আঃ! এই তো

প্রিয়তম বৃষল সিংহাসনে এসে বসেছে! সাধু, সাধু! এতদিনে রাজশ্রেষ্ঠ বৃষলের স্পর্শে এ সিংহাসন ধন্য হলো। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ বিজয়তাং বৃষলঃ। ('চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক।')

চন্দ্রগুপ্ত তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে নেমে এসে চাণক্যের চরণে নত হয়ে বলল ঃ 'আর্য! চন্দ্রগুপ্তঃ প্রণমতি।' (চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন!)

চাণক্য তাড়াতাড়ি চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরে বললেন ঃ 'ওঠো, ওঠো, বৎস! পাষাণের প্রান্তদেশ থেকে নিপতিত গঙ্গার জলবিন্দু ধারায় স্বভাবতই যে অত্যন্ত শীতল; সেই হিমালয়ের যতেক রাজকুল এবং নানাবিধ রত্নাকিরণরঞ্জিত অর্ণবপোত বাহিত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের বিভিন্নপ্রান্তের তীরবর্তী অবনত রাজগণ, ভয়বশত, সর্বদাই তোমার চরণযুগলে এসে নত হয়ে তাঁদের আপন আপন মুকুটমণির কিরণদ্বারা তোমার পদদ্বয় আলোকিত করছেন। আর সেই জন্যই তো তুমি ভারত সম্রাট!—'

চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত বিনীত স্বরে বললেন, 'আর্য! আপনার অনুগ্রহে তা নিয়তই অনুভব করছি। সে যা হোক। গুরুদেব, উপবেশন করুন!'

চাণক্য সে অনুরোধ গ্রাহ্য না করে বললেন, 'তা বৃষল! আমাকে কেন আহ্বান করেছো?'

চন্দ্রগুপ্ত তেমনি বিনীত স্বরেই বললেন, 'আপনার দর্শনে আপন আত্মাকে অনুগৃহীত করব বলে ডেকেছি গুরুদেব।'

চাণক্য হাসলেন। বললেন, 'সৌজন্য রাখো, বৃষল। প্রভু আর আমি ভৃত্য। প্রভুরা ভৃত্যকে দেখে যে কেবলমাত্র আপন আত্মাকে অনুগৃহীত করতে চায় একথা সত্য হতে পারে না। আসল কথাটা কি? বল?—'

চন্দ্রগুপ্ত তেমনি নম্রস্বরে বললেন, 'আর্য! কৌমুদীমহোৎসব বন্ধ করার ফলে কি সুফল হবে বলে আপনি মনে করেন?'

চাণক্য ঈষৎ বিদ্রুপমিশ্রিত স্বরে বললেন, 'বিনয়ী লোকেরা এই ভাবেই তিরস্কার করে থাকে, বৃষল। তুমি কি আমাকে তিরস্কার করবার জন্যই ডেকেছো?'

চন্দ্রগুপ্ত দুইকানে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, 'ছি, ছি! একথা শোনাও পাপ। আমি শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য আপনাকে ডেকেছি।'

চাণক্য ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শিষ্যের কর্তব্য জ্ঞানলাভ করা আর গুরুর কর্তব্য জ্ঞানদান। যদি এ বিষয়ে জ্ঞানদানের মত কিছু থাকত তাহলে আমি নিজেই এ বিষয়ে তোমাকে বলতাম। যখন বলিনি তখন তোমার বোঝা উচিত ছিল যে এ ব্যাপারে আমি বলা প্রয়োজন বোধ করিনি।'

চন্দ্রগুপ্ত ঈষৎ স্তিমিত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই। চাণক্য বিনা প্রয়োজনে স্বপ্নেও কোন অভিপ্রায় করে না।'

চন্দ্রগুপ্ত তবুও নম্রস্বরেই বললেন, 'কেবল সেই প্রয়োজনটুকু শোনার ইচ্ছা হয়েছিল বলেই—'

'আমাকে স্মরণ করেছ?' চন্দ্রগুপ্তের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েই আচার্য বলে উঠলেন, 'বেশ। তবে শোন! রাজত্ব তিন প্রকার: রাজায়ত্ত, অর্থাৎ কেবল রাজমতের অধীন; সচিবায়ত্ত, কেবল সচিবের মতের অধীন; এবং তৃতীয়তঃ উভয়ায়ত্ত, অর্থাৎ রাজা ও সচিব, এই দুইজনেরই মতের অধীন। তা, তোমার রাজত্ব তো সচিবায়ত্ত এবং স্বভাবতই এ রাজ্যের আমিই কর্তা। এই রাজ্যের ভালমন্দ যা কিছু করার আমিই করব। তুমি কারণ জেনে করবে কি?'

চন্দ্রগুপ্ত কোন কথাই বলতে পারলেন না, যেন ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এই সময় সভাকক্ষে একজন বৈতালিক প্রবেশ করে গান ধরে দিল। এতক্ষণ সভাকক্ষে মাননীয় সভাসদগণ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ—সকলেই ভয়ে, আশঙ্কায় চুপ করেছিলেন। সকলেই বুঝতে পারছিলেন যে স্বয়ং মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং আচার্য চাণক্যের মধ্যে গুরুতর মতভেদ ঘটেছে এবং অচিরেই উভয়ের বিচ্ছেদ আসন্ন। তখনই প্রবেশ করে গান ধরে দেওয়ায় যেন পরিবেশ কিছুটা হাল্‌কা হ'লো। সকলেই যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরে বাঁচলেন।

বৈতালিক গান করছিল: আকাশং কাশপুষ্পচ্ছবি—ইত্যাদি।

চাণক্য কান পেতে গানের প্রতিটি বাক্য শুনলেন। প্রথমে শরৎকালের গুণবর্ণনা, এবং তারপর দেবতার স্তব, কিন্তু শেষ বাক্যগুলির উদ্দেশ্য কি? ঠিক ঠিক যেন বুঝতে পারছি না! চিন্তা করতে করতেই চাণক্য ধরে ফেললেন।

ওহো! এটা রাক্ষসের প্রয়োগ। এবার বুঝেছি! রাক্ষস! তুমি ভাবছ চাণক্য নিদ্রামগ্ন? এবার তোমাকে আমি দেখাবো যে চাণক্য জেগেই আছে! প্রকাশ্যে তিনি বৈতালিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমার এই স্তোত্রের অর্থ কি? বল, প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত সভাসদ্‌দের বোঝাও—'

বৈতালিক উৎসাহভরে বলতে লাগল, স্পষ্টতই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের স্তুতি করে, যাতে চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বিভেদ বেড়ে যায়। সে বলতে লাগল: 'হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার মত মাত্র কয়েকজন সার্বভৌম রাজাকে বিধাতা মহাপরাক্রমের আধার করে সৃষ্টি করেছেন। হস্তিযূথের নায়ক যেমন বিক্রমশালী, পশুরাজ সিংহ যেমন পরাক্রমবান, তেমনি আপনার পক্ষেও অন্যের আজ্ঞা সহ্য করা উচিত নয়। অলঙ্কার কিছুই নয়, রাজদণ্ড কিছুই নয়। যাঁর আজ্ঞা ও আধিপত্য অন্য কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না, তিনিই তো প্রভু, তিনিই রাজা!!'

চাণক্য সোচ্চারে বলে উঠলেন: 'সাধু! সাধু!' পরমুহূর্তে গলা নামিয়ে (জনান্তিকে) চন্দ্রগুপ্তকে বললেন, 'এই কবি-ব্যক্তিটি রাক্ষসের চর। একে উপলক্ষ্য করেই কলহ সুরু কর!'

চন্দ্রগুপ্তও নিম্নস্বরে বললেন, 'যথা আজ্ঞা, গুরুদেব।' পরক্ষণেই গলা তুলে আদেশ দিলেন, 'আর্য বৈহীনরি! এই বৈতালিককে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে বলুন!'

কঞ্চুকী বৈহীনরি সশ্রদ্ধ স্বরে বলল, 'যে আজ্ঞা, প্রভু।

আচার্য চাণক্য রেগে গেলেন।—'দাঁড়াও বৈহীনরি, যেওনা।' তারপর চন্দ্রগুপ্তের দিকে ফিরে ক্রোধের স্বরেই বললেন, 'বৃষল! কেন অকারণে এই অর্থ ব্যয় করবে?'

চন্দ্রগুপ্ত অবজ্ঞার স্বরে বললেন, 'কারণ অকারণ আমি ভাল বুঝব। আমিই রাজা।'

চাণক্য ব্যঙ্গ করে উঠলেন, 'তাই নাকি! তুমি রাজা?'

চন্দ্রগুপ্তও ধমকের স্বরে বললেন, 'কেন? আপনার সন্দেহ আছে নাকি?'

চাণক্য রাগে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'ও! বেশ! আমি তবে এবার বিদায় হই।'

'দাঁড়ান!' চন্দ্রগুপ্ত আদেশের স্বরে বলে উঠলেন, 'কৌমুদী মহোৎসব বন্ধ করেছেন কেন?'

চাণক্য তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিলেন, 'কৌমুদী উৎসবের প্রয়োজনটাই বা কি? অযথা রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়, জনগণের অর্থে তথাকথিত কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছিনিমিনি খেলা!'

চন্দ্রগুপ্ত দৃঢ় স্বরে বললেন, 'কিন্তু এ অনুষ্ঠান হ'লে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত খুশী হ'তেন!'

চাণক্য ক্রুরহাসি হেসে বললেন, 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের খুশী যে তাঁর গুরুর ইচ্ছায় অবহেলিত হয়েছে, এতে তাঁর গৌরব কমে না, গৌরব বাড়ে। তুমি যদি গুরুর আদেশ মান্য কর, তবে সকলেই তোমাকে গুরুর মতই মান্য করবে, নচেৎ নয়!'

চন্দ্রগুপ্তও সমান ঔদ্ধত্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'আর আপনার কি বলবার আছে?'

'বলবার অনেক কিছুই আছে, বৃষল!' চাণক্য কূট-ক্রোধের স্বরে বলতে আরম্ভ করলেন, 'তুমি কি জান যে গজধ্যক্ষ ভদ্রভট, অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষদত্ত, প্রধান দৌবারিক চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত, তোমারই পরম্পরা সম্পর্কে আত্মীয় মহারাজ বলগুপ্ত, তোমারই বাল্যবন্ধু রাজসেন, সেনাপতি সিংহবলদত্তের কনিষ্ঠাভ্রাতা ভাগুরায়ন, মালবরাজপুত্র রোহিতাক্ষ এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিজয়বর্মা প্রভৃতি অসন্তোষ বশে এখান থেকে চলে গিয়ে মলয়কেতুকে আশ্রয় করেছে?'

চন্দ্রগুপ্ত এতটুকুও প্রভাবিত না হয়ে বললেন, 'এদের অসন্তোষের অবশ্যই কোন কারণ ঘটেছে! সেই কারণগুলি শুনতে ইচ্ছা করি!'

'তবে শোন!' চাণক্য বলে চললেন, 'ভদ্রভট আর পুরুষদত্ত স্ত্রীলোক, মদ্য আর মৃগয়াতে আসক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় কাজে গুরুতর অবহেলা করে। তাই তাদের উচ্চপদ থেকে নামিয়ে নিম্নপদে নিয়োগ করেছিলাম যাতে কেবল অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয়। তাই তাদের অসন্তুষ্টি। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত অত্যন্তই লুব্ধপ্রকৃতির, আমাদের দেওয়া বেতন নাকি বড়ই কম, মলয়কেতু আরও বেশী দেবে তাই। আর তোমার বাল্যবন্ধু রাজসেন! সে তো তোমার অনুগ্রহে বিশাল ধনী হয়ে উঠেছিল—ফলে সে ভাবল হয়তো যে মলয়কেতুর সাহায্যে

তোমাকে উৎখাত করে সে-ই সম্রাট হয়ে বসবে! আর, ভাগুরায়নের তো রাজা পর্বতকের সঙ্গে প্রণয় জন্মেছিল। তাই মলয়কেতুকে বোঝালো যে দুরাত্মা চাণক্যই আপনার পিতাকে হত্যা করিয়েছে। মলয়কেতু ভয় পেয়ে পালালো। পরে তোমার অহিতকারী চন্দনদাস এবং আরও কয়েকজনের দণ্ড হওয়াতে ভাগুরায়ন নিজের বিপদ বুঝে পালিয়ে গিয়ে মলয়কেতুকেই আশ্রয় করল। সে এখন মলয়কেতুর পরবর্তী মন্ত্রী। তারপর রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্মা অত্যন্ত হিংসুক প্রকৃতির, অভিমানী, তুমি যে তাদের জ্ঞাতিদের অত্যন্ত সম্মান দিয়েছ, তাতেই তাদের রাগ! তাই সহ্য না করতে পেরে মলয়কেতুর সঙ্গে মিশেছে!'

চন্দ্রগুপ্ত সব বুঝেও যেন না বোঝার ভান করলেন, 'আপনি এদের বিরাগের কারণ জেনেও কোন প্রতিবিধান করেন নি। কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য? সেগুলি কি শুনতে পারি?'

'শোন, আর মনেও রাখ।' চাণক্য বললেন, রাজ্যে অসন্তুষ্ট—প্রজাদের দু'রকম প্রতিকার হ'তে পারে—এক, অনুগ্রহ—দুই, নিগ্রহ। আমি যদি অনুগ্রহ করে আবার ওই সমস্ত অসৎ কর্মচারীদের স্ব স্ব পদে—পুনর্নিয়োগ করতাম তাহলে রাজ্যের আপামর প্রজাকুলের বিরাগভজন হ'তে তুমি। আর তোমার রাজত্ব তো উৎসন্নে যেতোই। আবার, অন্যদিকে ভেবে দেখো, অল্পদিন মাত্র আমরা নন্দের রাজত্ব লাভ করেছি। এ অবস্থায় তোমারই সঙ্গে সঙ্গে যারা উন্নতি লাভ করেছে, বেশ ক্ষমতার অধিকারীও হয়ে উঠেছে, সেই সব প্রধান, ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের ভয়ঙ্কর দণ্ড দিয়ে যদি উৎপীড়িত করি, তবে নন্দবংশের প্রতি অনুরক্ত লোক—যারা এখনও রয়ে গেছে, তাদেরকে এই সমস্ত ক্ষমতাশালী লোকেরা কৌশলে ক্ষেপিয়ে তুলবে এবং আমরা হয়ে যাব প্রজাকুলের কাছে অবিশ্বাসী ও অনাস্থাভাজন। সেজন্যে নিগ্রহের পথেও আমি যাইনি। কেবল তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি যে রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ করে চাণক্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, কদাপি নিরাপদও নয়। আর তাতেই—' বাক্য অসমাপ্ত রেখেই চাণক্য হাসলেন। তারপর রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব চন্দ্রগুপ্তকে বুঝিয়ে দেবার জন্য গম্ভীর স্বরে বললেন,—'শোন বৃষল! এখন রাজ্যের সঙ্কটকাল। মলয়কেতু বিপুল

ম্লেচ্ছবাহিনী নিয়ে এ রাজ্য আক্রমণে উদ্যত। এ আমাদের উদ্যমের সময়, উৎসবের সময় নয়। উৎসব করে দেশের কোন উপকার সাধন হবে? তার চেয়ে দুর্গসংস্কারে মন দাও!'

চন্দ্রগুপ্ত তবুও নমনীয় হলেন না। রূঢ় স্বরেই বললেন, 'এতই যদি—আপনার সাবধানতা, তাহলে অমাত্য রাক্ষসকে পালিয়ে যেতে দিলেন কেন?'

চাণক্য নিজের উত্তেজনাকে যথাসাধ্য প্রশমিত করে বললেন, 'তিনি এখানে থাকলে রাজ্যে অন্তর্বিবাদ বাধতো। তাই রাজ্যে মঙ্গলের কথা ভেবেই, এই সুযোগ আমরা তাঁকে দিয়েছি।'

—তাকে বন্দী করতে পারতেন?

—বন্দী করতে গেলে তিনি একা তোমার অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় করে আত্মহত্যা করতেন!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি খুব বাকপটু তা জানি। কিন্তু অমাত্য রাক্ষস কর্মদক্ষ।

চন্দ্রগুপ্তের কথায় চাণক্যের বামভুরু উত্তোলিত হ'ল প্রশ্নচিহ্নের আকারে: 'অর্থাৎ আমার চেয়ে কর্মদক্ষ—এই তো বলতে চাও? কিন্তু, কেন সে কর্মদক্ষ?'

'কেন? এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন?' চন্দ্রগুপ্ত যেন গুরুদেব চাণক্যকে তিরস্কার করেছেন, এমন স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমরা পাটলীপুত্র জয় করলাম। তিনি বিজিত হয়েও যতদিন ইচ্ছা এ রাজ্যে থেকে গেলেন আমাদের সৈন্যরা জয়ী হয়েও তাঁর পরাক্রম স্মরণ করে এখনও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তাঁর বুদ্ধির গৌরবে, তিনি আমাদের মধ্যেই এমন ভেদ সৃষ্টি করে গেছেন যে আমরা নিজেদের লোককেও আর বিশ্বাস করতে পারি না।'

চাণক্য কুটিল ব্যঙ্গের হাসি বললেন, 'ও। মাত্র এইটুকু? আমি তো ভেবেছিলাম যে আমি যেমন নন্দদের হত্যা করে তোমাকে রাজা করেছি, তেমনই বুঝি রাক্ষসও তোমাকে হত্যা করে মলয়কেতুকে রাজা করে দিয়েছে?'

প্রচণ্ড রাগে উত্তপ্ত চন্দ্রগুপ্ত বলে উঠলেন, 'আপনি? আপনি নন্দদের হত্যা করে আমাকে রাজা করেছেন?'

'কেন? অন্য কেউ এসে তোমাকে রাজা করে দিয়েছে না কি?'

—নিশ্চয়ই। আমি আমার ভাগ্যগুণেই রাজা হয়েছি!'

চাণক্য বিদ্রূপ করলেন, 'বৃষল! কেবলমাত্র মূর্খেরাই ভাগ্য বিশ্বাস করে।'

চন্দ্রগুপ্ত সমান ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'হতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরাও আপনার মত দুর্বিনীত হয় না!'

এ কথা শুনেই চাণক্য ক্রোধে একেবারে যেন উন্মত্ত হয়ে গেলেন: 'বৃষল! বৃষল! তুমি ভৃত্যের মত আমার ওপরে উঠতে চেষ্টা করছ? নাকি আমি ভৃত্য বলে তুমি আমাকে এইরকম কটু ভাষায় আক্রমণ করছ?'

চাণক্যের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে এইবার চন্দ্রগুপ্ত সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন। গলা খাদে নামিয়ে বললেন, 'প্রভু! আপনি কি সত্যিই ক্রুদ্ধ হয়েছেন?'

কিন্তু চাণক্য যেন সে কথা শুনেও শুনলেন না, 'প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ায় শিখাবন্ধন করেছিলাম। আবার এই হাত সে শিখাকে খুলে দেবার জন্য প্রস্তুত।' বলতে বলতে দুম্ দুম্ করে মেঝেতে পদাঘাত করতে করতে বলে উঠলেন, 'এই চরণ আবারও প্রতিজ্ঞারোহন করার জন্য ধাবিত হচ্ছে! কারণ, নন্দবংশ ধ্বংস ক'রে আমার ক্রোধানল নির্বাপিত হয়েছিল; কিন্তু, কালধর্মের কি বিচিত্র গতি! আবার তুমি তা জ্বালিয়ে তুলেছ!' ভয়ঙ্কর ক্রোধে তাঁর দু'চোখের লোমগুলো কাঁপছে; পিঙ্গলবর্ণ তারা দুটির দীপ্তি দমুখে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে! ত্রিপুরাসুর বধের পর মহাদেবের উদ্ধত নৃত্যের পাদপ্রহারে যেমন পৃথিবীর বুক গুরুতরভাবে কেঁপে উঠেছিল, তেমনি চাণক্যের পাদপ্রহারে চন্দ্রগুপ্তের তো বটেই, উপস্থিত যতেক সভাসদ ও বিধায়কদেরও বুকের মধ্যে কম্প-উপস্থিত হল। সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক!

চাণক্য শেষ বাক্যগুলি ছুটন্ত ভল্লের মত নিক্ষেপ করলেন চন্দ্রগুপ্তের দিকে, 'চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! আর পর পর উত্তর করার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না। যদি মনে কর—রাক্ষস আমার থেকে যোগ্যতর, তবে তাঁকেই সাদরে আহ্বান করে আনো।' বলেই চাণক্য দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

এইবার চন্দ্রগুপ্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ ভীষণ ঘোরে মধ্যে ছিলেন। তিনি কঞ্চুকী বৈহীনরিকে ডাকলেন। 'আর্য বৈহীনরি চন্দ্রগুপ্ত আজ থেকে চাণক্যকে অগ্রাহ্য করে নিজেই স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করবেন—এ বিষয়টা প্রজাবর্গকে জানিয়ে দাও!'

প্রবীন কঞ্চুকী বৈহীনরি লক্ষ্য করল যে এই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত উপপদবিহীন 'চাণক্য' শব্দ প্রয়োগ করলেন। 'আর্য' বা 'প্রভু' ইত্যাদি যেমন বলতেন, তা বললেন না।

বৈহীনরিকে নীরব দেখে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, 'কি হলো বৈহীনরি? তুমি ইতস্ততঃ করছ কেন? কি ভাবছ?'

বৈহীনরি তাড়াতাড়ি বিনীত স্বরে বলল, 'কিছু না মহারাজ। এতদিনে আমাদের প্রভু যে সত্যিই আমাদের প্রভু হলেন—এই আমাদের সৌভাগ্য!' বলে প্রণাম করে চলে গেল।

সভাসদ এবং বিধায়কগণ এবং রাজকর্মচারী যারা ছিলেন, সকলেই চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের এই বিচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি হ'তে পারে, নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করতে করতে একে একে বিদায় নিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত তখনও সিংহাসনে বসে বৈহীনরির কথাটা নিয়েই ভাবছেন: 'প্রভু, সত্যিকার প্রভু!' প্রজাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হোক যে আর্য চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সবিশেষ মনোমালিন্য ঘটেছে। আর এই জন্যেই প্রভু চাণক্যের আদেশে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই নীচ দৃশ্যের অভিনয় করতে হলো!—তবু, এতে যদি গুরুর মনোরথ পূর্ণ হয়, তবেই আমি পুণ্যবান।

ভাবতে ভাবতে তিনি সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'শোনোত্তরে! এই নীরস বিবাদজনিত শিরোবেদনা আমাকে পীড়িত করছে। এস! শয়নগৃহ দেখিয়ে দাও!'

সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। গুরু গুরু ধ্বনি হচ্ছে মাঝে মাঝে। তার মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা বৃষ্টি দ্রুতপদে ঘরমুখী পথিকদের গায়ে পড়ছে। বেলা যে ক'দণ্ডে পৌঁচেছে বোঝার উপায় নেই। পথের দুপাশের বৃক্ষশ্রেণীর শাখায় শাখায় পাখীদের অশ্রান্ত কলরব চলছেই।

করভকও চলেছে বেশ দ্রুত পদেই আমাত্য রাক্ষসের গৃহের দিকে। করভক রাক্ষসেরই নিয়োজিত গুপ্তচর। অমাত্য রাক্ষসের গৃহের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে সে কাউকেই দেখতে পেল না। তখন হাঁক দিল, 'কে আছ হে?'

সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়ে প্রিয়ংবদক দেখা দিল।—'কে হে?' কি চাই?

'শোন! অমাত্য রাক্ষসকে গিয়ে বল যে করভক পাটলীপুত্র থেকে আসছে। সে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

প্রিয়ংবদক ধমকে উঠল, 'আহ্! আস্তে কথা বল! অমাত্য অসুস্থ!'

করভক অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি?—'

তখনই অলিন্দে স্বয়ং অমাত্য রাক্ষস বেরিয়ে এলেন। কিন্তু আশপাশ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন যেন। যদিও প্রিয়ংবদকের কথা তাঁর কানে গেছে। কিন্তু অর্থ বুঝি হৃদয়ঙ্গম হয়নি। তিনি আপন মনেই বলছেন, —'হ্যাঁ অসুস্থ। কত রাত যে নিদ্রাহীন কাটে—তার শেষ নেই। তবু চাণক্য—'

প্রিয়ংবদক কাছে এসে নতমস্তকে বলল, 'জয়ী হোন্।'

রাক্ষস যেন শুনেও শুনলেন না। নিজের মনেই বলে চললেন, 'ত
চাণক্য প্রতারিত হবে?'

প্রিয়ংবদক আবারও শান্ত স্বরে বলল, 'অমাত্য!'

অমাত্য রাক্ষস তখনও যেন নিজের চিন্তার জগতেই বিচরণ করছেন!— 'প্রকরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বাম চোখের স্পন্দনে বলে দিলেন,—ত চাণক্য জয়ী হোন্ প্রতারিত হবে অমাত্য! আমার আর প্রিয়ংবদকে বাক্যগুলো পরপর সাজালে এই রকমই তো দাঁড়ায়।' বলে নিজের মনেই হাসলেন।

প্রিয়ংবদক আবারও বিনীত স্বরে বলল, 'প্রভু! দ্বারপ্রান্তে করভব উপস্থিত।'

রাক্ষস অন্যমনস্কভাবেই বললেন, 'তাকে নিয়ে এস!' পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো যে করভককে তিনি কোন্ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, তাতে ঠিক স্মরণ করতে পারছেন না। আসলে, এতকাজ পড়েছে যে তিনি যেন আর মস্তিকে কিছুই ধরে রাখতে পারছেন না।

এই সময় রাজপথে একটা সোরগোল উঠল। কয়েকজন রক্ষী-পুরুষ পথিকদের সাবধান করে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলছে, 'আপনারা সরে দাঁড়ান। এখনই এই পথ দিয়ে রাজকুমার মলয়কেতু অমাত্য রাক্ষসকে দেখতে আসছেন। অমাত্য রাক্ষস অসুস্থ। তাই রাজকুমার মলয়কেতু উদ্বিগ্ন। যান, সরে যান! রাজপথ পরিস্কার রাখুন! রাজকুমারের আগমনে যেন কোন বাধা না হয়। সরে যান সবাই! সরে যান।'

পথিকেরা, নাগরিকেরা এ ধরনের ঘটনায় মোটামুটি অভ্যস্ত। তারা পথের দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজপুরুষদের স্বচক্ষে দেখার লোভ সাধারণ মানুষদের মধ্যে থাকেই।

একটু পরেই অনেকগুলি শকট আসবার শব্দ পাওয়া গেল।

প্রথম শকটটাই রাজকুমার মলয়কেতুর। শকটের মধ্যে পশ্চাদভাগের আসনে মলয়কেতু এবং ভাগুরায়ন আসীন। সামনের আসনে একাকী কঞ্চুকী জাজলী উপবিষ্ট।

মলয়কেতু ভাগুরায়নকে বলেছিলেন, 'পিতা মহারাজ পর্বতেশ্বর আজ দশমাস হ'লো পরলোকগমন করছেন। তাঁর সেই করুণ মৃত্যুর দৃশ্য আমি আজও ভুলতে পারিনি, পারবও না কোনদিন। শঠ চাণক্যের নিয়োজিত বিষকন্যা সরলহৃদয় পিতাকে কি নির্দয় ভাবেই না হত্যা করেছে! অথচ বিষকন্যাকে আটক করে রাখাও গেল না। কি সূক্ষ্ম উপায়ে যে সে পিতার ওপর বিষপ্রয়োগ করেছে, তা প্রমাণই করা গেল না।' মলয়কেতুর বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ভাগুরায়ন মনে মনে হাসল। প্রমাণ করা যায় এমন কাঁচা কাজ চাণক্য কখনও করেন না। এ সবই তো ভাগুরায়নের জানা। কেন না, সে নিজেই তো গুরুদেব চাণক্যের অনুগামী। কার্যসিদ্ধি হ'লে মলয়কেতু আর তাকে পাবে কোথায়?

রাক্ষসের গৃহের কাছাকাছি শকট আসার পূর্বেই রাজকুমার মলয়কেতু ডাকলেন, 'আর্য জাজলী! আমার পশ্চাতে যে সমস্ত রাজারা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুগমন করছেন, তাদের আমার আদেশ জানিয়ে বলুন যে আমি বিনা সংবাদে সহসা উপস্থিত হ'য়ে অমাত্য রাক্ষসের আনন্দ বিধান করতে চাই। আপনি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। শুধু বন্ধু ভাগুরায়ন আমার সঙ্গে থাকবেন। সেটুকুই যথেষ্ট।'

জাজলী বিনীত স্বরে উত্তর দিল, 'যে আজ্ঞা, রাজকুমার!' শকট থামিয়ে জাজলী নেমে গেল। শকট আবার চলতে লাগল।

রাজকুমার মলয়কেতু ঈষৎ চিন্তামগ্ন স্বরে ভাগুরায়নকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ভাগুরায়ন! আমাদের প্রতি অমাত্য রাক্ষসের বিশ্বস্ততায় কি সত্যিই তোমার কোন সন্দেহ আছে? তুমি আমার বন্ধু। আমাকে সত্যি কথা বল!'

মনে মনে খুব একচোট হাসল ভাগুরায়ন। এইবার যথাযথ ঔষুধ প্রয়োগের মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। সে নির্বিকার ভালমানুষের মত মুখ করে, বিশেষ জোর দিয়ে, কিন্তু প্রকাশ্যত অত্যন্ত সহৃদয় ভঙ্গীতে বলল, 'বন্ধু বলেই সত্যি কথা বলব রাজকুমার। অমাত্য রাক্ষসের শত্রুতা চাণক্যের সঙ্গে। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নয়। চন্দ্রগুপ্ত জিতুক বা হারুক, তাতে রাক্ষসের কি আসে যায়? চাণক্যের পতন ঘটলেই মহামন্ত্রীর পদ খালি হবে। আর সে পদের

জন্য এ রাজ্যে রাক্ষসের চেয়ে যোগ্য প্রার্থী আর কে আছে ?'

মলয়কেতু বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু অমাত্য রাক্ষস কি কেবলমাত্র পদের লোভে—'

ভাগুরায়ন হাত তুলে মলয়কেতুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কুমার ! আমি যা বলছি তা আগে মন দিয়ে শুনুন ! প্রথমতঃ, মহামন্ত্রীর পদ পেলে রাক্ষস তাঁর বিপদগ্রস্ত বন্ধুদের বাঁচাতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ রাক্ষস আজীবন নন্দবংশে অনুরক্ত। হোক অবৈধ তবু তো চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেরই সন্তান ! আপনি ভেবে দেখুন, কুমার। আমি কোন অযৌক্তিক কথা বলিনি।'

রাজকুমার মলয়কেতুর মন থেকে তবুও অবিশ্বাসের ভার যেন সম্পূর্ণ উবে যেতে চাইল না। তিনি একটু চিন্তিত স্বরেই বললেন, 'কিন্তু অমাত্য রাক্ষস চাইলেই কি চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে মন্ত্রীত্বের পদে বরণ করে নেবে ?'

ভাগুরায়ন হাসল। ঔষধে কাজ হচ্ছে বুঝেই অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'রাজকুমার ! ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে রাক্ষস নন্দবংশের পুরুষাক্রমে প্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি নিজেই চাইলে কি চন্দ্রগুপ্ত সন্ধি অনুমোদন না করে পারেন ?'

মলয়কেতু বেশ চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'একথা অবশ্য ঠিকই।'

শকট এসে অমাত্য রাক্ষসের গৃহের সামনে থামল। তারা দুজন, রাজকুমার মলয়কেতু এবং ভাগুরায়ন লোকচক্ষু এড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সংবাদ দিয়ে আসেন নি বলে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যও কেউ উপস্থিত ছিল না। রক্ষী দু'একজন থাকার কথা। কাউকেই এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছেনা। বাগানের মধ্য দিয়ে আলিন্দের দিকের প্রধান পথ পরিহার করে তারা পাশের সিঁড়ি দিয়ে অলিন্দে উঠে এলেন একেবারে রাক্ষসের কক্ষ-দ্বারের সামনে। এর মধ্যে মলয়কেতুকে চিন্তামগ্ন দেখে ভাগুরায়নও কোন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে নি।

দ্বারেই কাছেই আসতেই ভেতরে অমাত্য রাক্ষসের গলার আওয়াজ শুনে মলয়কেতু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাগুরায়নকেও ইশারায় দাঁড়াতে বললেন।

অমাত্য রাক্ষসের কথা শোনা গেল।—'হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। করভক ! কুসুমপুরের সংবাদ কি ?'

এবার করভক নামে ব্যক্তির গলার স্বর শোনা গেল—'সংবাদ শুভ, অমাত্যদেব!'

রাজকুমার মলয়কেতু চাপাস্বরে ভাগুরায়নকে বললেন, 'সখা, ভাগুরায়ন। শুনতে পাচ্ছ, অমাত্য রাক্ষস কুসুমপুরের সংবাদের জন্য উদগ্রীব! দাঁড়াও! এখন তাঁর কাছে যাব না।—রাজপুরুষদের খুশী করার জন্য তাদের সামনে সাধারণতঃ অমাত্যরা সাজিয়ে কথা বলে। আমি এখানে, এই একটু আড়াল থেকেই আসল তথ্য জানতে চাই!'

ভাগুরায়ন মাথা নেড়ে বলল, বেশ।

কক্ষমধ্য থেকে অমাত্য রাক্ষসের গলা আবার শোনা গেল, 'করভক। বিরাধগুপ্ত আমাদের কবিবন্ধু স্তনকলশকে যে যে কাজের কথা বলেছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে কি?'

করভক নামে ব্যক্তির গলা শোনা গেল।—'আপনার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়েছে, অমাত্য।'

মলয়কেতু ফিস্ ফিস্ করে ভাগুরায়নের কানে বললেন, 'কোন্ কাজের কথা?'

ভাগুরায়নও নিম্নস্বরে বলল, 'কি জানি। এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, রাজকুমার।'

রাক্ষস বলেছিলেন, 'তুমি চন্দ্রগুপ্তের গুণ বর্ণনা করে শ্লোক রচনা করেছিল?'

মলয়কেতু বিস্ময় মিশ্রিত দ্বেষের স্বরে ভাগুরায়নকে বললেন, 'সখা ভাগুরায়ন! শুনেছো? চন্দ্রগুপ্তের গুণ বর্ণনা! তুমি ঠিকই বলেছিলে। আসলে অমাত্য রাক্ষস চিরকালই মনে মনে চন্দ্রগুপ্তের অনুরক্ত!' বলেই আবার কান পাতালেন।

করভক রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তরে বলছে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অমাত্য। চন্দ্রগুপ্তের গুণ বর্ণনার শ্লোক শুনে উত্তেজিত চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ হয়। শেষে ক্রোধবশে চাণক্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন চন্দ্রগুপ্তের।'

ভাগুরায়ন মলয়কেতুর কানে কানে বলল, 'লক্ষ্য করছেন—রাজকুমার? এদিকে একটু সরে আসুন! বাতায়নের (জানালা) তিরস্করণীর (পর্দা)

ফাঁক দিয়ে সাবধানে লক্ষ্য করুন; অমাত্য রাক্ষসের মুখের দিকে দেখুন, দেখুন আনন্দে রাক্ষসের মুখ কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে !'

রাজকুমার মলয়কেতু দেখলেন। ভাল করেই দেখলেন। তারপর একটু সরে এসে অতিকষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নীরস স্বরে বললেন, 'সখা ভাগুরায়ন! তোমার কথাই সত্য রাক্ষসের পক্ষে চন্দ্রগুপ্তের উচ্ছেদ না হলেও চলে।—চাণক্যের উচ্ছেদই তার মনোরথ সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট !'

রাক্ষস তখন করভককে বলছেন, 'এ সংবাদ অত্যন্ত শুভ, করভক। আর্য চাণক্য এখন কোথায় ?'

করভক বলল, 'জনরব এই যে তিনি রাজ্য ছেড়ে শীঘ্রই বনে গমন করবেন। কেন না, নগরবাসীরাও কৌমুদীমহোৎসব বন্ধ করে—দেওয়ায় চাণক্যবটুর প্রতি অত্যন্তই বিরক্ত। যে উৎসব বহুকাল ধরেই প্রতিবৎসর হয়ে আসছিল—এ বৎসরও নগরবাসীরা স্ত্রীসঙ্গমের মতই সাদরে উৎসবকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল; অকস্মাৎ তাতে বাধা পড়ল। ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে চাণক্যবটুর বিবাদের কথাও ছড়িয়ে পড়ল। তাই প্রজাকুলের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল যে এবার চাণক্যবটুকে বনেই যেতে হবে।'

ভাগুরায়ন ঈষৎ বিদ্রুপের স্বরে মলয়কেতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাণক্য বনে গেলেই সম্ভবতঃ রাক্ষসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় !'

করভকের কথার উত্তরে রাক্ষস বললেন, 'না, না, করভক। আর্য চাণক্য এখনও বনগমন করে না থাকলে, এ কেবল জনরব মাত্র। ভেবে দেখ করভক, একদিন বিনা আমন্ত্রণে তিনি মহারাজ নন্দের সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে অপমানিত হয়েছিলেন। সেই অপমানের জ্বালায় তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে নন্দবংশ ধ্বংস করবেন। তিনি সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছেন। আর মহারাজের জারজ সন্তান দাসীপুত্র এই চন্দ্রগুপ্ত, একে চাণক্য নিজে হাতে ধরে সিংহাসনে বসিয়েছেন। চন্দ্রগুপ্ত অপমান করলে চাণক্য তা সহ্য করে কেবলমাত্র প্রাসাদ ত্যাগ করে নিজ কুটীরে বসে থাকবেন অথবা দুঃখে বনগমন করবেন—এই জনরব সত্য নয়। কারণ, চাণক্য জানেন যে রাজলক্ষ্মী, স্ত্রীলোকের স্বভাববশতঃই অধিক শক্তিশালী পুরুষকে আশ্রয় করেন। যে রাজা সচিবের ওপরেই সমস্ত ভার অর্পন করে দেন, তিনি শাসন কার্যে

অনভিজ্ঞই থেকে যান। তেমন সচিব থেকে বিচ্যুত হ'লে রাজার অবস্থা হয় স্তন থেকে বিশ্লিষ্ট স্তন্যপায়ী শিশুর মত, ক্ষণেকের মধ্যেই ওঁয়া ওঁয়া ক্রন্দন সুরু হয় তার।'

করভক সবিনয়ে বলল, 'কিন্তু এরকমই তো শুনেছি অমাত্য।'

'আচ্ছা, সে আমি দেখব,' অমাত্য রাক্ষস বললেন, 'তুমি যাও করভক, এখন বিশ্রাম কর।'

'যথা আজ্ঞা,' বলেই করভক কিঞ্চিৎ উদ্বেগের স্বরে বলল, 'আপনি কি কোথাও বেরুবেন? আপনার শরীর অসুস্থ!'—

রাক্ষস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। আমি রাজকুমার মলয়কেতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। অসুস্থ বোধ করছিলাম বলেই আজ সারাদিন তার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি!'

বাইরে দাঁড়ানো মলয়কেতু ভাগুরায়নের দিকে ইশারা করে এগিয়ে গিয়ে দ্বারের তিরস্করনী ডান হাতে সরিয়ে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন: 'অমাত্য রাক্ষস! আমি নিজেই আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনার যাবার প্রয়োজন নেই।'

রাক্ষস ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন, 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!—বসুন রাজকুমার!'

ভাগুরায়ন পেছন থেকে বলল, 'অমাত্য! আপনার শারীরিক কুশল তো?'

ভাগুরায়নের কথার উত্তরে রাক্ষস বললেন, 'ভাগুরায়ন! যতদিন রাজকুমার মলয়কেতুকে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠান না দেখি ততদিন শরীরিক কুশল অকুশল বিবেচনা করি না। যুদ্ধযাত্রার দিন তো আসন্ন প্রায়। এখন শরীরের কথা ভেবেই বা কি ফল?'

মলয়কেতু বললেন, 'আর্য রাক্ষস! আপনি যখন এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন তখন ফললাভের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। তা, কবে যুদ্ধযাত্রা করতে চান, আপনি?'

রাক্ষস উত্তরে বললেন, 'আমি লগ্নাচার্যদের কাউকে দিয়ে শুভ সময় গণনা করিয়ে দেখি!'

মলয়কেতু বললেন, 'বেশ। পাটলীপুত্রের অন্য কোন সংবাদ আছে কি?' বলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাক্ষসের মুখের দিকে তাকালেন।

রাক্ষস অবশ্য তা খেয়াল করলেন না। তিনি যেন কতকটা আপন চিন্তার জগতে বিচরণ করতে করতেই বলে গেলেন, 'হ্যাঁ। সংবাদ অত্যন্ত শুভ! মহামাত্য চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে ত্যাগ করেছেন।'

মলয়কেতু যেন সংবাদটিকে কোন গুরুত্বই দিতে চাইছেন না, এমন স্বরে বললেন, 'কিন্তু এতে আমি উল্লাসের কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না। মন্ত্রীর অভাব—অভাবই নয়। রাজা নিজেই যথেষ্ট!'

রাক্ষস মৃদু হাসলেন। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'হয় তো অন্য রাজার পক্ষে নয়, রাজকুমার। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে এই মুহূর্তে চাণক্যের মত মন্ত্রীবিহীন হওয়া অত্যন্তই ভয়াবহ!'

মলয়কেতু তবু যেন ঘটনাটাকে তত গুরুত্ব দিতে চাইলেন না।—'আমার তা মনে হয় না, অমাত্য রাক্ষস! আমি যতদূর জানি, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাসে, বরং চাণক্যকেই সহ্য করতে পারে না। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে ত্যাগ করলে প্রজারা খুশীই হবে।'

'না, না, রাজকুমার!' অমাত্য রাক্ষস প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'এ সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রজারা চন্দ্রগুপ্তকে যতটুকু ভালবাসে, সে কেবল বাধ্য হয়েই। কারণ, তার চেয়ে কোন ভাল রাজা নেই, তাই। আজ যদি তারা আপনার মত একজন রাজাকে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠান দেখতে পায়, তাহলে তারা মুহূর্তমধ্যেই চন্দ্রগুপ্তকে ত্যাগ করে আপনাকেই সমর্থন করবে। আপনারই জয়গানে আকাশ বাতাস ভরিয়ে দেবে।'

মলয়কেতু তবুও তির্যক স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি যে অনতি বিলম্বে পাটলীপুত্র আক্রমণে উদ্যোগী হ'তে চাইছেন, এর কারণ কি কেবল চাণক্যের পদত্যাগ?'

'হ্যাঁ, অন্ততঃ এটিই অন্যতম প্রধান কারণ তো বটেই।' রাক্ষস উত্তর দিলেন।

মলয়কেতু কিঞ্চিৎ অধৈর্য্যস্বরে বললেন, 'আমি আপনার এই উৎসাহের কোন অর্থ বুঝতে পারছি না। চাণক্য মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছে তাতে কি?

চন্দ্রগুপ্ত আরও যোগ্য কোন ব্যক্তিকে এনে মন্ত্রীত্ব দেবে !'

রাক্ষস অত্যন্ত দৃঢ় কিন্তু শান্ত স্বরে বললেন, 'কিন্তু এই সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বেই তো আমরা তাকে আক্রমণ করতে চাই। চাণক্যহীন চন্দ্রগুপ্ত তো অল্প বুদ্ধি বালকের মতো !'

আর বৃথা বাক্যে সময়ক্ষেপ অর্থহীন বুঝেই মলয়কেতু বললেন, 'বেশ ! তাহলে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি করুন ! লগ্নাচার্য শুভ সময় জানালেই আপনি আমাকে সংবাদ দেবেন।' ভাগুরায়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এস, সখা ভাগুরায়ন ! আমরা যাই !'

ভাগুরায়ন এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। বলা সমীচীনও মনে করেনি। এবার অমাত্য রাক্ষসকে প্রণাম করে বলল, 'আর্য ! ভাগুরায়নের প্রণাম গ্রহণ করুন !'

মলয়কেতু এবং ভাগুরায়ন বিদায় নিলেন।

রাক্ষস কক্ষ মধ্য থেকেই ডাকলেন, 'প্রিয়ংবদক।'

তৎক্ষণাৎ প্রিয়ংবদক দ্বারের কাছে এসে বলল, 'আজ্ঞা করুন, দেব !'

রাক্ষস বললেন, 'লগ্নাচার্যদের কে কে এখন দ্বারে উপস্থিত আছেন, দেখ তো !'

প্রিয়ংবদক একটু পরেই ফিরে এসে বলল, 'আজ্ঞে, সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি আছেন।'

'জীবসিদ্ধি ! আচ্ছা বেশ ! জীবসিদ্ধিকেই ডেকে আনো।'

'যে আজ্ঞা।' বলে প্রিয়ংবদক চলে গেল।

খানিক পরেই একেবারে রাক্ষসের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বরাভয়ের ভঙ্গীতে ডান হাত তুলে জীবসিদ্ধি বললেন, 'ধর্মলাভ হোক।'

রাক্ষস মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'বসুন সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি, ওই আসনেই বসুন ! তারপর আমাদের যুদ্ধযাত্রার জন্য একটি শুভকাল নির্ণয় করে দিন তো দেখি !'

জীবসিদ্ধি অনুমান করেছিলেন যে এমন একটি প্রশ্ন করতে পারেন অমাত্য রাক্ষস। তাই তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে চিন্তার অভিনয় করলেন।—শুভকাল, 'শুভকাল ! হুঁ ! পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র বরাবর পূর্ণমণ্ডলে

থাকবেন। রাহুগ্রাস হবে না। মধ্যাহ্নের পর আপনারা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যাবেন। তাতে দক্ষিণদ্বারী নক্ষত্র হবে, আর কেতু অস্ত গেলে, বুধের লগ্নে আপনাদের যাত্রা করা উচিত।'

রাক্ষস মৃদু হেসে বললেন, 'ভদন্ত! তিথিটাই যে ভাল নয়!'

জীবসিদ্ধি বললেন, 'উপাসক! তিথি এক গুণ হয়, তার চেয়ে নক্ষত্র হয় চতুর্গুণ এবং লগ্ন তিথি অপেক্ষা চৌষট্টি গুণ হয়ে থাকে। এটাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, এবং আমার জ্যোতিষ বিদ্যাও এই কথাই বলে।'

রাক্ষস বললেন, 'বেশ। আমি তো আপনার কথা শুনলাম। আরও দু'একজন জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।'

শুনেই সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি রাগতঃ স্বরে বলে উঠলেন, 'তাই যদি দেখবেন, তাহলে আমাকে এভাবে ডেকে এনে অপমান করা কেন?'

রাক্ষস তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন, 'ভদন্ত! রাগ করবেন না! বিষয়ী লোকদের তো নানা স্বার্থ বিবেচনা করে কাজ করতে হয়! কাজেই রাগ করবেন না।'

জীবসিদ্ধি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'জীবসিদ্ধি আপনাদের ওপর রাগ করেনি!'

অমাত্য রাক্ষস বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসলেন, 'তবে?'

জীবসিদ্ধি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ভগবান দৈব! যেহেতু, আপনি নিজের পক্ষ পরিত্যাগ করে পরপক্ষ আশ্রয় করেছেন!' বলেই আর অপেক্ষা করলেন না জীবসিদ্ধি। একেবারে অলিন্দ্য থেকে নেমে এসে নিজের মনেই হেসে উঠলেন। মনে মনেই রাক্ষসের উদ্দেশ্যে বললেন, 'রাগ করিনি, অমাত্য রাক্ষস, আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। আমি সন্ন্যাসীও নই, জীবসিদ্ধিও নই, আমি ক্ষপনক—চাণক্যের চর, এ কথাটাই তুমি বুঝতে পারছ না দেখে তোমার ভাগ্যপুরুষই তোমার ওপর রাগ করছেন। আমি আর কি রাগ করব!' হাসতে হাসতেই চলে গেল সে।

রাক্ষস কিছুটা ক্লান্তস্বরে প্রিয়ংবদককে ডাকলেন, 'প্রিয়ংবদক! দিন কি শেষ হ'য়ে গেল?'

প্রিয়ংবদক বাইরে থেকেই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, গুরুদেব।'

রাক্ষস উঠে কক্ষের বাইরে এলেন। তাকালেন পশ্চিমদিকে!—'আঃ! ভগবান সূর্য্য অস্তের দিকে চলেছেন!' দেখতে দেখতে কত কথাই তাঁর মনের আকাশে উদয় হয়ে আবার মিলিয়ে যেতে লাগল। অতীতের সেই সুখের দিনগুলি আবার কি ফিরে আসবে? আবার আমি পূর্বের মত পরিপূর্ণ গৌরবে, দেশবাসীর সামনে শ্রদ্ধার আসনে বসতে পারব? পারব কি এই অখণ্ড ভারতভূমিকে একসূত্রে বেঁধে, ভারতবাসীদের এক শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে যেমন পূর্বপুরুষেরা পেরেছেন এক অখণ্ড মানসিকতা গড়ে তুলতে শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় চিন্তায়?—আপনমনেই তিনি আবৃত্তি করে বললেন, 'আবির্ভূতানুরাগাঃ ক্ষণমুদয়গিরেরুজ্জিহানস্য ভানোঃ......

...সূর্য্য যখন উদয় পর্বত থেকে উঠতে থাকেন, তখন উদ্যানের এই বৃক্ষগুলি ক্ষণকালের জন্য রক্তবর্ণ হয়ে যায়, পাতার ছায়াগুলি তখন ভূমিতে পড়ে নানান নক্শা বুন্তে বুন্তে যেন সূর্য্যের আগে আগে তাড়াতাড়ি ছুটতে থাকে; আবার সেই সূর্য্যমণ্ডল অস্তপর্বতের প্রান্তভাগে পতিত হলে, উদ্যানের এই বৃক্ষগুলি সেই পত্রছায়া দ্বারাই যেন ক্রমশঃ নিবৃত্তি পেয়ে যায়!...কারণ, সেবাপরায়ণ, শুশ্রূষাপরায়ণ ভৃত্যেরা ক্ষমতাহীন, প্রভাব শূন্য প্রভুকে প্রায়ই ত্যাগ করে চলে যায়!—

একটা দীর্ঘশ্বাস অমাত্য রাক্ষসের বুক কাঁপিয়ে নির্গত হয়ে গেল! তিনি দূর দিগন্তের দিকে পলক তাকিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।...

রাজপথ দিয়ে মুহুর্মুহু তীব্রগতিতে শকটগুলি যাতায়াত করছে। বোঝার উপায় নেই শকটগুলির ভেতরে কি আছে। তবে প্রতিটির শীর্ষদেশে মলয়কেতুর পতাকা তো আছেই, কতকগুলিতে আবার অন্যান্য দেশের—যেমন খস্, পারস্য, হুন কিংবা সিন্ধু ইত্যাদি দেশের পতাকাও দেখা যাচ্ছে।

সিদ্ধার্থক রাজপথের একধার ধরেই যাচ্ছে আর দেখছে। আর মনে মনে বলছে, খুব যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে! আসল খেলাটাও এই এখন থেকেই সুরু হবে। আমার পোষাকের ভেতর যে পত্রটা লুকানো আছে এটা হচ্ছে সেই পত্র যা এখানে আসার আগে, আর্য চাণক্যের আদেশে, আমি শকটদাসকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম এবং তারপর এর ওপরে মুদ্রারাক্ষসের ছাপও দিয়ে দিয়েছিলাম। আর সেই অলঙ্কারের পেঁটরাটা—যা অমাত্য রাক্ষস কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাকে উপহার দিয়েছেন অলঙ্কার সমেত! এর ওপরে মুদ্রারাক্ষসের ছাপ রয়েছে। এখন এই দুটো জিনিষ নিয়ে যা কিছু খেলা আমাকেই খেলতে হবে। হবেই। কেন না, আর্য চাণক্যের তাই আদেশ। আর এই আদেশ যদি পালন না করি? কিংবা ব্যর্থ হই? তাহলে? তাহলে, ওই কুটিল চাণক্য অন্য একজন চরনিযুক্ত করে আমাকে ভবপারে পাটিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না। কাজেই, আমাকে সফল হতেই হবে। হঠাৎ দূরে তার দৃষ্টি গেল! একি! এ যে সেই রাগী সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি! এ ব্যাটা তো পাটলীপুত্র থেকে বিতাড়িত! আর সেই

সূত্র ধরে অমাত্য রাক্ষসের পরমমিত্র। না, না, একে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ভাল।—ভাবামাত্রই পথের ওপাশে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিদ্যুৎবেগে একটা বড় আকারের শকট মুহূর্তে দূরের পথে বিলীয়মান হয়ে গেল। আরেকটু হলেই শকটের নীচে পড়ে তালগোল পাকিয়ে যেতো শরীরটা!

ততক্ষণে জীবসিদ্ধি কাছে এসে পড়েছে।—'হ্যাঁ বাবা! কোথায় মরতে —যাচ্ছ, অ্যাঁ?'

'আজ্ঞে না, না, যাব আর কোথায়?' তাড়াতাড়ি বলে উঠল সিদ্ধার্থক।

'সে কি, বাবা!' জীবসিদ্ধি ঠাট্টার স্বরে বলে উঠল, 'বগলে কিসের যেন একটা পুঁটলি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। পিরানের ভেতর থেকেও বুকের কাছে একটা খোঁচা মত কি উঁচু হয়ে রয়েছে! নিশ্চয়ই পত্রটত্র কিছু। আর যাচ্ছ না মানে?'

সিদ্ধার্থক কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আজ্ঞে, যাব কিনা ভাবছিলাম আর কি। দিনটা ভাল কিনা ঠিক জানি না তো? তাই আপনাকে দেখে ভাবলাম, ভালই হলো। একটু দিনক্ষণটা গুনিয়ে নিই!'

জীবসিদ্ধিও সমান ঠাট্টার স্বরে উত্তর দিল, 'তা হ্যাঁ বাবা! যাত্রার আগেই তো যাত্রা অযাত্রা বিচার করতে হয়! কেন কথা পাল্টাচ্ছো বল দিকিনি? তোমার মনে অন্য কিছু একটা ভাব আছে। কোথায় যাচ্ছ?'

সিদ্ধার্থক আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে, পাটলীপুত্র।'

জীবসিদ্ধি এবার হেসে বললে, 'তা ঠিক আছে। দিনক্ষণ আর দেখে কাজ নেই। ওই মলয়কেতুর শিবিরে ভাগুরায়ন বসে আছে। ওর ছাপ দেওয়া অনুমতি পত্র না পেলে, দিনক্ষণ যতই ভাল হোক, তুমি তো এক পা-ও যেতে পারবে না, বাবা!'

সিদ্ধার্থক যেন ফাঁপড়ে পড়েছে খুব এমন স্বরে বলল, 'আজ্ঞে, হঠাৎ এ কি নিয়ম হলো বলুন দিকিনি?'

জীবসিদ্ধি হওয়ায় হাত ঘুরিয়ে বলল, 'চন্দ্রগুপ্ত আর মলয়কেতুর যুদ্ধ যে এগিয়ে এসেছে বাবা। এখন সাবধান না হলে চলে? সেজন্যই তো সীমান্ত পারাপারে এত কড়াকড়ি।'

সিদ্ধার্থক যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল কথাগুলো।—'তা, অন্যের বেলা যা হয় হোক। আমি অমাত্য রাক্ষসের চাকর। বুঝলেন না? আমার আবার ভাগুরায়নের অনুমতি পত্রের দরকার কি?'

জীবসিদ্ধি মাথা নেড়ে বললে, 'তা সে বাবা তুমি রাক্ষসেরই চাকর হও, আর খোক্কসেরই চাকর হও, ভাগুরায়নের অনুমতি পত্র ছাড়া উপায় নেই বাবা! এই ত্যাখো না আমি। আমি যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী মানুষ! তা আমাকেও তার অনুমতি পত্র নিতে হবে। আর তুমি তো—'

সিদ্ধার্থক কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'কেন? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

—আমিও ওই পাটলীপুত্রেই যাচ্ছি।

—তাই নাকি?

'কেন? তোমার অসুবিধে হবে না কি?' জীবসিদ্ধি মুখ চেপে হাসল।

সিদ্ধার্থক একহাত জিভকেটে বলল, 'না, তা কেন হবে। আমি ছাড়াও আর একজনের থাকবার জায়গা পাটলীপুত্রে নিশ্চয়ই আছে।'

জীবসিদ্ধি একটু কড়া স্বরে বলল, 'তুমি বড্ড প্রগল্‌ভ তো হে?'

সিদ্ধার্থক জীবসিদ্ধির রাগের কথাটা গায়েই মাখল না, বলল, 'তাহলে চলুন! আমার আগে আগেই চলুন! দুজনে যখন একই জায়গায় যাব। আপনি মহাজন তো। আপনার পায়ে পায়ে হাঁটাই আমার মত অভাজনের পক্ষে শ্রেয়। চলুন! চলুন!'

দুজনে ভাগুরায়নের শিবিরের পথে হাঁটা দিল।

□ □ □

শকট থেকে নেমে ভাগুরায়ন সহচর ভাস্থরককে নিয়ে শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। দ্বাররক্ষী দুজন প্রণাম করে পথ ছেড়ে দিল।

শিবিরের ভেতরে প্রবেশ করে ভাগুরায়ন সহচরের দিকে ফিরে বলল, 'ভদ্র ভাস্থরক! রাজকুমার মলয়কেতুর ইচ্ছা নয় যে আমি দূরে থাকি। তাই এই সভামণ্ডপেই আমার আসন সংস্থাপন কর!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভাস্থরক বলল, 'আপাতত আপনি এই কক্ষেই বসুন! আমি মেজ এবং লেখনী, পত্র ইত্যাদি উপকরণ এখনই নিয়ে আসছি।'

'আর হ্যাঁ, ভাস্থরক,' ভাগুরায়ন বলল, 'পশ্চাদ্‌দিকে কটি কক্ষ আছে

আমি জানি না। দেখে, কিছুদিনের জন্য আমার বসবাসের ব্যবস্থাদি করে দাও। এখানে থেকেই যখন কাজ চালাতে হবে। ভাল দেখে একজন পাচকও নিয়োগ করো। জানই তো, আমি ব্যক্তিটি কৃশ এবং ঢ্যাঙা বটি— সুখাদ্যে আমার বড়ই রুচি। বুঝে শুনে ব্যবস্থাদি করো। আমি এখন এখানে বসলাম। অনুমতিপত্রের জন্য আমার সঙ্গে যে যে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তাদেরকে আসতে দিও!'

'যথা আজ্ঞা।' বলে ভাসরক চলে গেল!

ভাসুরক চলে গেলে ভাগুরায়ন আসনে বসে ঈষৎ গা এলিয়ে দিল। আজ কদিন ধরেই মনের মধ্যে তার বড়ই যাতনা! আসলে বিবেকের দংশন আর কি! মনের মধ্যে কেবলই কথা কাটাকাটির খেলা চলছে। একটা মন বলে—এত ভাবনা-চিন্তা-যন্ত্রণা কেনরে বাপু! এসব তো সাধারণ মানুষের লক্ষণ! তাদেরই যত সব দ্বিধা সঙ্কোচ ভয় ইত্যাদি থাকে। তোমার তো সেসব থাকা উচিত নয়। তুমি তো সাধারণ মানুষের মত অসাধারণ কাজ কর না। তোমার কাজ বিশেষ কাজ, বড় কাজ, দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে এসে অত ভাবালুতা শোভা পায় না বাপু। বিশেষতঃ যাঁর তুমি আজ্ঞাবাহী—সেই 'তাঁর' কথাটা একবার ভেবে দেখো! কত ভয়ানক, নিষ্ঠুর কাজ করেও কেমন নির্বিকার উদাসীন জীবন যাপন করেন। আবার অন্য আর একটা মন মাঝে মাঝে বড়ই দুর্বল হয়ে যায়। ভাবে—আঃ? বিবেকের দংশনে যে এত বিষ তা তো আগে জানতাম না। অনুশোচনায় সমস্ত হৃদয় নীল হয়ে যায়! কুমার মলয়কেতু আমাকে এত বিশ্বাস করেন, আর আমি তাঁকেই কি নিদারুণভাবে বঞ্চিত করছি। তখনই অন্য মন আবার ধমক দেয়। তোমার মত রাজকর্মচারীর পক্ষে এ তো বিরোধী চিন্তা। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, পদোন্নতি আর অর্থের লোভে মানুষকে রাজার দাসত্ব করতে হয়।

তখন ভাগুরায়ন আবার ভাবে—ঠিকই। যেদিন থেকে এই পথ গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকেই তো লজ্জা, মান, যশ কূলের প্রতি বিমুখ হয়েছি। ধনবানের কাছে শরীর বিক্রয় করেছি। ইতস্ততঃ করবার সময়টুকুও হারিয়েছি। তবে, এখন কেন মনুষ্যত্ব আর অমনুষ্যত্বের চিন্তা আমাকে পীড়িত করে? আমি

তো আর্য চাণক্যের অনুচর। আমার সমগ্র অস্তিত্ব তো তিনিই গ্রাস করেছেন। আমি তো তাঁর ইচ্ছার অধীন মাত্র। তবে কেন আর অকারণ নিজেকে পীড়িত করি! যাক, যা হবার হবে। অত ভেবে আর আমি আর কি করব!

ভাগুরায়ন যখন ভেতরের কক্ষে আত্মচিন্তায় মগ্ন, সেই সময় শিবিরদ্বারে রাজকুমার মলয়কেতুর শকট এসে থামল।

দ্বাররক্ষী দুজন এগিয়ে গেল। শকট থেকে প্রথমে নামল মলয়কেতুর শয়নগৃহের প্রধান দ্বাররক্ষিকা সুন্দরী যুবতী বিজয়া প্রতিহারী। রক্ষী দুজনই প্রাণভরে যুবতী বিজয়ার সুউন্নত পয়োধরযুগল এবং গুরুনিতম্বের সুছাঁদ উপভোগ করতে লাগল।

অবশ্য বেশীক্ষণ তাদের সে সৌভাগ্য রইল না।

কুমার মলয়কেতুকে সঙ্গে নিয়ে শিবিরাভ্যন্তরে চলে গেল প্রতিহারী বিজয়া।

রাজকুমার মলয়কেতুও আজ কেমন অন্যমনস্ক। সর্বক্ষণের সঙ্গিনী—বিজয়াও আজ কেমন যেন বিভ্রান্ত! কুমারের মতি গতি সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কুমারের নির্দিষ্ট কক্ষের সামনে এসে বিজয়া নম্রস্বরে বলল, 'আর্য! ভেতরেই কি বসবেন না বাইরে?'

'না, না, বাইরেই আসন পাতো, বিজয়া। কক্ষের মধ্যে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসবে। আর শোন! ভাগুরায়ন হয়তো পাশে বা সামনের কক্ষেই আছে। তাকেও বিরক্ত করার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে আমিই বলব। তুমি ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও! যথা সময়ে ডাকব আমি!'

বিজয়া প্রণাম করে চলে যেতে মলয়কেতু আবার নিজের চিন্তা জগতে ফিরে গেলেন! আসনে বসেও উঠে পড়লেন। কিছুতেই স্থির রাখতে পারছেন না নিজেকে। আঃ! আমার মন কি কিছুতেই স্থির হবে না! অমাত্য রাক্ষসকে কিছুতেই আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারব না? তিনি নন্দকুলের প্রতি দ্বিধাহীন ভক্তের মত অনুরক্ত! হোক চন্দ্রগুপ্ত দাসীপুত্র। হোক সে জারজ। তবু তো তার শরীরে নন্দরক্তই প্রবাহিত। তাই অমাত্য রাক্ষস যে সহজেই চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ক্ষমাশীল হ'য়ে উঠবেন, এতে আর বিচিত্র কি? তাছাড়া বন্ধু ভাগুরায়ন ঠিকই বলেছেন। চাণক্য যদি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব

ত্যাগ করেই থাকেন, তাহলে, এতে তো সত্যিই রাক্ষসের উল্লাসের কারণ আছে! চাণক্যের পর চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের দণ্ড ধারণের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা আছে একমাত্র অমাত্য রাক্ষসেরই। ভাগুরায়ন অবশ্যই ঠিক কথা বলেছে। অন্যদিকে, অমাত্য রাক্ষস এবং আমার উদ্দেশ্য এক নয়, বিশ্বাস এক নয়, নিষ্ঠা এক নয়! তিনি তো সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন আমার সঙ্গে? তাহলে?'

এ সময় কিছু কথাবার্তার শব্দ তাঁর কানে আসতে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। তিনি মুখ বাড়িয়ে দেখলেন ভাসুরক এক ব্যক্তিকে নিয়ে বোধ হয় ভাগুরায়নের কক্ষেই প্রবেশ করল।

ওদিকে ভাসুরক কক্ষে প্রবেশ করে বলল, 'আর্য ভাগুরায়ন! এই যে সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী!'

ভাগুরায়ন মুখ তুলে বলল, 'বলুন! কি চাই আপনার?'

জীবসিদ্ধি বললে, 'শুনলাম আপনার অনুমতিপত্র ছাড়া নাকি কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না। পাটলীপুত্রে যেতে চাই। তাই আপনার কাছে এলাম।'

ভাগুরায়ন ভুরু কুঁচকিয়ে ঈষৎ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে, 'পাটলীপুত্রে কেন? আপনি তো অমাত্য রাক্ষসের বন্ধু! তিনি কি আপনাকে কোন কাজে পাটলীপুত্রে পাঠাচ্ছেন?'

জীবসিদ্ধি হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, 'ও কথা আর কোনদিনই বলবেন না। ওই লোকটার নাম উচ্চারণ করাও পাপ, তা জানেন? আমি রাক্ষসেরও মিত্র নই, পিশাচেরও মিত্র নই। বুঝলেন?'

ভাগুরায়ন এবার হেসে ফেলল, 'কি ব্যাপার? হঠাৎ এত রাগ?'

জীবসিদ্ধি তেমনই স্বরগ্রাম তুলে বলল, 'সে অনেক গোপনীয় কথা। সে সব আপনাদের সামনে বলা যায় না।'

ভাগুরায়ন বললে, 'গোপনীয়? তাই না কি?'

জীবসিদ্ধিও একটু ব্যঙ্গ করে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সে লোকটি তো এখন আপনাদের খুব বন্ধু। কতবড় সহায়! আপনারা সব তাঁকে 'অমাত্য' 'অমাত্য' করে তার পেছনে ছুটছেন। তার আসল চরিত্রটা কি জানেন? তা তো আর জানেন না।'—

জীবসিদ্ধির উচ্চস্বর শুনে কৌতূহলী হয়ে কুমার মলয়কেতু ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে কক্ষের বাতায়নের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দ্বারের বাইরে ভাসুরক অপেক্ষা করছিল। তাকে নিঃশব্দে ইশারা করে সেখান থেকে সরে যেতে বললেন। ভাসুরক কথাটি না বলে বাইরে চলে গেল। জীবসিদ্ধির শেষ কথাটা 'তার আসল চরিত্রটা কি জানেন' শুনে কুমারের কৌতূহল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। মনে মনে উচ্চারণ করলেন, 'আমি জানতে চাই!' অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। ভাগুরায়ন কি বলে

ভাগুরায়ন বলল, 'তার আসল চরিত্রটা কি?'

জীবসিদ্ধি বিরক্তির স্বরে বলল, 'কেন বার বার জিজ্ঞেস করছেন? বললাম তো সে গোপন কথা বলা যাবে না।'

ভাগুরায়ন কঠোর স্বরে বলল, 'তুমি যদি কথাটা আমাকে না বলো। আমিও তোমাকে অনুমতিপত্র দেব না!'

জীবসিদ্ধি নিরুপায়ের ভঙ্গীতে যেন হাল ছেড়ে দিল। তারপর বলল, 'বেশ! বলছি। এখানে আর অন্য কোন লোক নেই তো? শুনুন তাহলে।' বলে গলা নামিয়ে বলল, 'রাক্ষস কি করেছে জানেন?'

ভাগুরায়ন নিরুত্তাপ স্বরে বলল, 'তুমিই বল, কি করেছে?'

জীবসিদ্ধি একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর বলল, 'সে তার পালিত বিষকন্যা প্রয়োগে আমাদের পরম মিত্র রাজা পর্বতককে হত্যা করেছে, তা জানেন?'

বাইরে মলয়কেতু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কথাগুলো শুনে! রাক্ষস! আমার পরম মিত্র অমাত্য রাক্ষস পিতার হত্যাকারী!

কক্ষের ভেতর ভাগুরায়ন তখন জিজ্ঞেস করছে জীবসিদ্ধিকে, 'তা তুমি কি করে জানলে এই ঘটনা?'

জীবসিদ্ধি এবার সর্বজ্ঞের হাসি হাসল। 'আমাকে রাক্ষসই সব কথা পরে বলেছে। আমি তাঁর বন্ধু। এই জন্য চাণক্য আমাকে পাটলীপুত্র থেকে নির্বাসিত করলেন। এলাম তাঁর আশ্রয়ে। যেহেতু আমি ঘটনাটা সব জানি, সেজন্যে রাক্ষস কি স্থির করেছে শুনবেন?'

ভাগুরায়ন তেমনি নিরুত্তাপ স্বরেই জিজ্ঞেস করল, 'কি স্থির করেছে রাক্ষস?'

'সে স্থির করেছে যে আমাকেই হত্যা করবে !' জীবসিদ্ধি জোর দিয়ে বলল, 'বুঝে দেখুন ! তাহলেই তাঁর এই কুৎসিৎ ষড়যন্ত্রের আর কোন সাক্ষী রইল না। ভাবুন একবার। বন্ধুর বিশ্বাসের প্রতি এই তার মূল্যদান ! এই মানুষের সঙ্গে আর এক মুহূর্ত থাকা যায় ? বরং বিষধর সাপের সঙ্গেও থাকা যায়। তাকে না খোঁচালে যে ছোবল মারবে না। কিন্তু রাক্ষস ! একেবারে সার্থকনামা। সে আমাকে খাবেই।'

ভাগুরায়ন খানিকটা অবিশ্বাসের স্বরে বলে, 'কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম, চাণক্যই বিষকন্যা নিয়োগ করেছিল ?'

জীবসিদ্ধি একেবারে সাত হাত জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি ছি ছি ! এমন কথা বলবেন না, এমন পাপ কথা উচ্চারণও করবেন না। তাঁর মতো উদাসীন ব্যক্তি ছি ছি ! তাঁর মত সরল ছি ছি ! তাঁর মত মহৎ প্রাণ ইস্ ! তাঁর মত ধার্মিক ! আহা ! এমনটি কি আর ভূমণ্ডলে আছে ! ওহ্ !'

ভাগুরায়ন নিজের মনের ভাব গোপন করে জীবসিদ্ধিকে বলল, 'চল সন্ন্যাসী ! কুমার মলয়কেতুর কাছে তোমার সব কথা বিস্তৃতভাবে আবার বলতে হবে তোমাকে।' বলে ভাগুরায়ন উঠে দাঁড়ালো।

কুমার মলয়কেতু সব কথাই বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছেন। শুনতে শুনতে তাঁর বুকের ভেতরটা হাহাকারে ভরে গেছে ! তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে করতেই বলে উঠলেন, 'না, না, সখা ভাগুরায়ন ! এই নীচ, জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কথা, সরল হৃদয় পিতার এই নিষ্ঠুর কথা আমি আর একবারও শুনতে চাই না। ওঃ ! যদি ভাবতে পারতাম এই সন্ন্যাসী যা বলেছেন, তা সব মিথ্যা ! যদি ভাবতে পারতাম যে কোনদিন আমি এসব কথা শুনিনি !'

ভাগুরায়ন প্রমাদ গুনল। আবেগের বশে মলয়কেতু যদি এখনই রাক্ষসকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে গুরুদেব চাণক্যের সমস্ত ব্যবস্থাই ওলট-পালট হয়ে যাবে। চাণক্য বার বার বলেছেন যে ভাবেই হোক রাক্ষসকে জীবিত রাখতেই হবে। তাঁকে কিছুতেই মরতে দেওয়া চলবে না। কাজেই, কুমার মলয়কেতুকে যে করেই হোক, এখন শান্ত করতেই হবে। তারপর, পরের কথা পরে।

ভাগুরায়ন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কুমার মলয়কেতুর হাত ধরে তাঁকে আসনে বসালো, 'রাজকুমার বসুন ! শুনুন, আমার কথা শুনুন ! অত অস্থির হবেন না !

মলয়কেতু নিজেকে অতিকষ্টে কিছুটা সংযত করে বললেন, 'বল সখা ! আমি শুনছি !'

এই সুযোগে সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি টুক্ করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরের দিকে দ্রুত পা চালালো। মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিল। 'আপনারা বলাবলি করুন, আজ্ঞে। আমার যা করবার ছিল তা করে ফেলেছি। এখন নিরাপদে পালাতে পারলেই'—বলতে বলতে সে পথের ওপর এসে পড়ল। পেছন ফিরে আর একবারের জন্যও তাকালো না।

ভাগুরায়ন তখন কুমারকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলছে, 'রাজকুমার ! নানা কথা ভেবে তো অমাত্যদের দায়ীত্ব পালন করতে হয়। কোন্ রাজনৈতিক অবস্থায় অমাত্য রাক্ষস কখন কি করেছেন, তার বিচার তো এত ত্বরিতে করা সম্ভব নয়, উচিতও নয় ! কেন না ভেবে দেখুন, নীতির ব্যবহারে, প্রয়োজনের অনুরোধে, কত শত্রু আমাদের মিত্র হয়, আবার কত মিত্র আমাদের শত্রু হয় ! যেন একই জন্মে আমাদের জন্মান্তর ঘটে যায়, ঘটে থাকে। নন্দরাজ্য তো আপনার হাতে প্রায় এলো বলে। এখন রাক্ষসের প্রতি কঠোর হলে আমাদের উদ্দেশ্যই তা সফল হ'তে পারে। তাই আমি বলি, যা হবার তো হয়েই গেছে। আপাততঃ সেটা মেনে নিন ! তারপর, বিজয়লাভ সম্পূর্ণ হলেই আপনি এর যথাযথ প্রতিশোধ নিতে পারবেন !' বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুমারের দিকে তাকালো ভাগুরায়ন। বুঝে নিতে চাইল তার কথার প্রভাব কতখানি পড়েছে কুমার মলয়কেতুর ওপর।

এই সময় ভাসুরক দ্বারের কাছে এসে অভিবাদন জানালো, 'রাজকুমারের জয়হোক ! আর্য ! একটি লোক কোনও অনুমতি না নিয়ে প্রহরীদের অজ্ঞাতসারে পাটলীপুত্রের দিকে চলেছিল। তাকে আমরা ধরেছি। তার হাতে এই পত্র এবং অলঙ্কারের বস্ত্রাবৃত পেটিকাটিও পাওয়া গেছে।'

ভাগুরায়ন গম্ভীর স্বরে বলল, 'তাকে নিয়ে এস এখানে !'

ভাসুরক একটু পরেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সিদ্ধার্থককে নিয়ে এলো।

বলল, 'আর্য ! এই সেই লোক !'

ভাগুরায়ন আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল হাত-পা বাঁধা সিদ্ধার্থকের। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি হে ?'

বিনয়ে নত হ'য়ে সিদ্ধার্থক নিজের নাম বলল।

ভাগুরায়ন আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখানে নতুন এসেছো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।' হাসবার চেষ্টা করে বলল সিদ্ধার্থক।

'হুঁ ! তোমার বাড়ী কোথায় ?' ভাগুরায়ন প্রশ্ন করেই চলল।

সিদ্ধার্থক গর্ব ভরে বলল, 'আজ্ঞে পাটলীপুত্র নগরে আমার বাড়ী।'

'বুঝলাম। তা এখানে তুমি কি কর ?'

'আজ্ঞে, আমি অমাত্য রাক্ষসের ভৃত্য।' গর্বভরে বলে সিদ্ধার্থক ভাগুরায়নের দিকে তাকালো। 'এইবার আমাকে ছেড়ে দিতে হবে !' অবশ্য ছেড়ে না দিলেই সে খুশী হয় ! ছেড়ে দিলে যে তার উদ্দেশ্যটাই মাটি হবে !—

ভাগুরায়ন বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'অমাত্য রাক্ষসের ভৃত্য ? তুমি পাটলীপুত্রে যাচ্ছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু।' ভয়ে ভয়ে বলল সিদ্ধার্থক।

ভাগুরায়নের যেন বিস্ময়ের সীমা রইল না।—'আশ্চর্য ! অমাত্য কি তোমাকে বলে দেন নি যে এখান থেকে লিখিত অনুমতি ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারবে না ? বলেন নি তোমাকে তিনি।'

সিদ্ধার্থক আমতা আমতা করতে লাগল।—'আজ্ঞে ইয়ে-মানে—'

ভাগুরায়ন এবার ভয়ঙ্কর কঠিন দৃষ্টিতে তাকলো সিদ্ধার্থকের দিকে। কঠোরতর স্বরে বলল, 'সিদ্ধার্থক ! আমার দিকে তাকাও ! আমার কথার উত্তর দাও। না হলে তোমাকে আমি এখানেই শেষ করে ফেলব !'

সিদ্ধার্থক নিরুপায় ভঙ্গীতে, কাঁচুমাচু স্বরে বলল, 'আজ্ঞে-ইয়ে-মানে-হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন যে সিদ্ধার্থক, নতুন নিয়ম হ'য়েছে। এতে তোমার কিছুটা অসুবিধেই হবে। তবে, তুমি তো যথেষ্ট চালাক চতুতর লোক। যে করেই হোক, প্রহরীদের চোখে ধূলোটুলো দিয়ে কোনক্রমে পাটলীপুত্রে তোমাকে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। তারপর সেখানে গিয়ে এই চিঠিটা পৌঁছে দাও !

তারপর তুমি বিশ্রামের কথা ভেবো।'

এবার কুমার মলয়কেতু, যিনি এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি, বলে উঠলেন এইবার চিঠির কথা শুনে।—'তাই তো ভাগুরায়ন! এটা কি চিঠি? কিসের—কার চিঠি? দেখতো?'

ভাগুরায়ন এবার চিঠিটা তুলে নিয়ে দেখেই বলে উঠলো, 'আরে! এতে মুদ্রারাক্ষসের ছাপ রয়েছে দেখছি!'

কুমার মলয়কেতু ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'খোল! চিঠি খুলে পড়ে দেখো ভাগুরায়ন!'

ভাগুরায়ন মুদ্রা অবিকৃত রেখে চিঠি খুলল।

কুমার মলয়কেতু বললেন, 'পড়! কি লেখা আছে?'

ভাগুরায়ন পড়তে লাগল: 'মঙ্গল হোক। সব সময়ই আপনার মঙ্গল কল্পনা করি। আমি মোটামুটি ভালই আছি। তবে রাজা অদল বদলের অবস্থায় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যতটুকু ভাল থাকা সম্ভব—ততটুকুই। যে লোক দ্বারা এই পত্রখানা প্রেরণ করছি, সে আমার খুবই বিশ্বাসী এবং আস্থাভাজন। আমার যা যা আপনাকে বলবার, সব তার মুখ থেকেই শুনতে পাবেন। সামান্য উপহার পাঠালাম। দয়া করে গ্রহণ করে আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন। আর বিশেষ কিছু এখন বলার নেই। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে।'

'কেবল এইটুকু।' ভাগুরায়ন পত্র থেকে চোখ তুলে মলয়কেতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর কিছুই লেখা নেই।'

'এই চিঠি কে কাকে লিখছে তাহলে?' মলয়কেতু প্রশ্ন করলেন।

ভাগুরায়ন বলল, 'তারও তো কোন উল্লেখ নেই দেখছি।'

মলয়কেতু হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'দেখি একবার পত্রখানা!'

ভাগুরায়ন মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ওহে! কি যেন নাম বললে তোমার?'

সিদ্ধার্থক ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে, সিদ্ধার্থক।'

ভাগুরায়ন জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পত্র কে কাকে লিখছে?'

সিদ্ধার্থক কিছু না বোঝার ভান করে বলল, 'আজ্ঞে তা তো জানি না, প্রভু।'

ভাগুরায়নের গলার স্বর অকস্মাৎ ভীষণ কঠোর হয়ে গেল, 'কি বললে?

তুমি কিছু জান না! এই পত্রখানা তুমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছো। এই অলঙ্কারের বস্ত্রাবৃত পেটিকা বয়ে নিয়ে যাচ্ছো। এই পত্রদাতার যা যা বলবার আছে, সব তুমি নিজে গিয়ে সেই ব্যক্তিকে বলবে, এই পত্রে তারও উল্লেখ আছে। অথচ, তুমি বলছ—এ পত্র কে কাকে লিখছে তা তুমি জান না?

সিদ্ধার্থক তো তো করতে লাগল, 'আজ্ঞে না, আমি কিছু জানিনা। এই আপনার চরণ ছুঁয়ে বলছি, আমি সত্যিই কিছু জানি না।—'

সিদ্ধার্থকের কথা শেষ হতে না হতেই ভাগুরায়ন ডান পা তুলে এক লাথি মারল সিদ্ধার্থকের পেটে,—'ব্যাটা বরাহ পুত্র, অজ্ঞাসন্তান! বল্ শীগ্গির-এ পত্র কে কাকে লিখছে?'

সিদ্ধার্থক লাথি খেয়ে ধপাস্ করে পড়ে গিয়ে হাঁউ মাঁউ করে উঠল! 'ওরে বাবা-রে। আমাকে মেরে ফেলেছে রে! আমি কিছু জানি না, প্রভু! সত্যি বলছি!'

ভাগুরায়ন বস্ত্রাবৃত পেটকাটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠল, 'আশ্চর্য্য! এই পেটিকাতেও তো দেখছি মুদ্রারাক্ষসের ছাপ।' সিদ্ধার্থকের দিকে ফিরে বলল, 'এই ব্যাটা! খোল! পেটকাটা খোল্। দেখা ভেতরে কি আছে?' বলেই পাঁই পাঁই করে আরও দুটো লাথি কষালো সিদ্ধার্থকে পিঠে আর কুক্ষিতে।

তাঁ-তাঁ করে সিদ্ধার্থক বলল, 'খুলছি প্রভু, খুলছি। আর লাথি মারবেন না।' বলে পেটিকার ওপরের ডালা উন্মুক্ত করে ধরল। ভেতরের অলঙ্কার-গুলি ঝক্মক্ করে উঠল।

মলয়কেতু দেখেই চরম বিস্ময়ে বলে উঠলেন: 'এ কি? এগুলো তো আমার নিজের গায়ের অলঙ্কার। আমি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অমাত্য রাক্ষসকে এগুলি উপহার দিয়েছিলাম! বন্ধু ভাগুরায়ন, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি—এই পত্র রাক্ষসের, রাক্ষস ছাড়া আর কারও নয়। সে পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের কাছে এই পত্র পাঠাচ্ছে। আর এই পত্রে যে উপহারের কথা লেখা আছে, তা এই অলঙ্কারগুলি বই আর কিছু নয়। ওহ্!' বলতে বলতে মলয়কেতু রাগে দুঃখে মাথার কেশগুলি মুঠো করে ধরে টানতে লাগলেন।

ভাগুরায়ন হাতের ইশারায় তাঁকে সুস্থির হতে বলে আবার একটা লাথি

মারল সিদ্ধার্থকের কোমরে।

'ওঁক্' শব্দ করে উঠল সিদ্ধার্থক।

'সিদ্ধার্থক!' বজ্রকঠিন স্বরে ভাগুরায়ন বলল, 'রাজকুমার যা বললেন সে সব কি সত্য?'

সিদ্ধার্থক কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, 'এবার কি আবার পেটে লাথি মারবেন?'

'যদি স্বীকার না কর, তাহলে এখানেই আজ তোমার মৃত্যু হবে!' ভাগুরায়ন তেমনই কঠিন স্বরে বলল।

'আজ্ঞে, তাহলে স্বীকার করব।' কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে সিদ্ধার্থক বলতে লাগল, 'কুমার যা যা বললেন, সব সত্যি।'

এবার কুমার মলয়কেতু প্রশ্ন করলেন, 'এই পত্র অমাত্য রাক্ষসের লেখা?'

সিদ্ধার্থক বলল, 'আজ্ঞে, তা ঠিক জানি না। তবে এই পত্রখানা তিনিই আমার হাতে দিয়েছেন।'

'এবং পত্রটি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের উদ্দেশ্যে লেখা?' এবারও কুমার মলয়কেতুই প্রশ্ন করলেন।

সিদ্ধার্থক মাথা নীচু করে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁকেই লেখা।'

'আর তুমি পাটলীপুত্র চন্দ্রগুপ্তের কাছে এই পত্র দিয়ে যাচ্ছিলে?' ভাগুরায়ন প্রশ্ন করল।

সিদ্ধার্থক নিরুপায়ের স্বরে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কুমার মলয়কেতু এবার সিদ্ধার্থকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে তীব্র স্বরে বললেন, 'যে কথা এই পত্রে লেখা নেই, তুমি নিজে, মৌখিকভাবে যে কথাগুলো চন্দ্রগুপ্তের কাছে বলতে, সেই কথাগুলো কি এবারে বল! বল!'

সিদ্ধার্থকের মুখ একেবারে রক্তহীন সাদা হয়ে গেল! ভয়ে সে চারদিকে দেখতে দেখতে কোনক্রমে উচ্চারণ করল, 'আজ্ঞে, মানে—'

ভাগুরায়ান ভীষণ ধমক দিয়ে উঠল, 'সিদ্ধার্থক? এখনও বলছি, যদি বাঁচতে চাও, যদি তোমার প্রাণের জন্য এতটুকু মায়া থাকে, তাহলে সত্যি কথা বলো! নইলে, অমাত্য রাক্ষস তো দূরের কথা, স্বয়ং ঈশ্বরও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না!'

সিদ্ধার্থক যেন বুঝতে পারল যে এ যাত্রা আর তার পরিত্রাণ নেই। সে তাই বাধ্য হয়েই ভয়ার্ত গলায় বলতে লাগল, 'আজ্ঞে, অমাত্য রাক্ষস আমাকে বলতে বলেছেন, চন্দ্রগুপ্ত যে চাণক্যকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, এতে তিনি খুব খুশী হয়েছেন! চন্দ্রগুপ্ত আমার মাধ্যমে আজ্ঞা পাঠালেই অমাত্য রাক্ষস আপনাকে পরিত্যাগ করে তাঁর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার জন্যে পাটলীপুত্রে চলে যাবেন। আজ্ঞে, কথাগুলো, প্রভু?' বলেই সিদ্ধার্থক একেবারে কুমার মলয়কেতুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'আমি অতি দরিদ্র মানুষ, প্রভু! আমার জীবন রক্ষা করুন!' পরক্ষণেই ভাগুরায়নের পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল কুমার মলয়কেতুকে ছেড়ে, 'প্রভু! অমাত্য রাক্ষস যদি জানতে পারেন বা কোনক্রমে বুঝতে পারেন যে তাঁর ঐসব কথা আমি আপনাদের কাছে বলে দিয়েছি—তাহলে তিনি কি আর আমরা বাঁচতে দেবেন? আমাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।'

সিদ্ধার্থকের কথা শুনতে শুনতে কুমার মলয়কেতু রাগে, ক্ষোভে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন! তাঁকে দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অমাত্য রাক্ষসকে সামনে পেলে এখনই, এই মুহূর্তেই, তিনি তাঁকে বধ করতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করবেন না। তাই সিদ্ধার্থকের শেষ কথাগুলো শুনে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'সিদ্ধার্থক? আমি দেখতে চাই, কে তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস করে!' বলেই তিনি হাঁক দিলেন, 'দ্বার প্রান্তে কে আছো? অমাত্য রাক্ষসকে এখনই সংবাদ দাও—কুমার মলয়কেতুর আদেশ, তিনি যেন এখনই, এখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে যেন চলে আসেন! যাও!'

দ্বারে ভাসুরকই উপস্থিত ছিল। সে আদেশ পাওয়া মাত্রই রক্ষীবাহিনীর একটি দ্রুতগামী শকটে উঠে অমাত্য রাক্ষসের গৃহের দিকে রওনা হয়ে গেল প্রতিহারী বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে।—

অমাত্য রাক্ষস সচিন্ত অবস্থায় আপন গৃহের সংলগ্ন অলিন্দে পদচারণা করছিলেন। নানা আশঙ্কায় তিনি ক্ষণে ক্ষণে যেন অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন আমাদের সৈন্য, চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। এ অবস্থায় কিভাবে আমার মনের প্রসন্নতা থাকবে? যে সৈন্য আনুগত্য সহকারে প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তেমন সৈন্যদের দ্বারাই বিজয়লাভ করা সম্ভব। একথা অবশ্য সত্য যে আমাদের সৈন্য সংখ্যা বর্তমানে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য সংখ্যা থেকে বেশী। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু তবু চিন্তার কারণ আছে। এইসব সৈন্যেরা সকলেই কি নিঃসন্দেহে মলয়কেতুর প্রতি অনুরক্ত? অনুরক্ত থাকবে শেষ পর্য্যন্ত? তবে যে সংবাদ আমি পেয়েছি তা কি ভুল? এই সব চিন্তা-প্রতিচিন্তা তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে ক্রমাগত দংশন করে যাচ্ছিল!

এই সময় রক্ষী-বাহিনীর শকট এসে তাঁর দ্বারের সামনে থামল। তিনি অবশ্য টের পেলেন না। যেমন পাদচারণা করছিলেন করতে লাগলেন।

ভাসুরক শকট থেকে না নেমে বিজয়াকে পাঠিয়ে দিল।

বিজয়া এসে প্রণাম করে বলল, 'অমাত্যের জয় হোক। রাজকুমার মলয়কেতু আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী!'

রাক্ষস সহসা চমকে ওঠে তাকালেন, 'কে? ও বিজয়া! কি যেন বলছিলে তুমি?'

বিজয়া জোরহস্তে আবারও নিবেদন করল, 'রাজকুমার আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী অমাত্য !'

'ও। আচ্ছা। ভদ্রে! একটু কাল দাঁড়াও। এখানে কে আছ? আমার উত্তরীয় এবং পাদুকাজোড়া দিয়ে যাও !'

একজন ভৃত্য এসে অমাত্যকে পাদুকা পরিয়ে দিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে উত্তরীয়খানি পরিয়ে দিল।

রাক্ষস বললেন, 'চল, বিজয়া। হ্যাঁ, কুমার এখন কোথায় আছেন।'

বিজয়া উত্তর দিল, 'তিনি সীমান্ত শিবিরে আছেন। আসুন আর্য।'

ভাসুরক শকটের দ্বার খুলে অপেক্ষা করছিল। অমাত্য ভিতরে উঠে বসতেই দ্বার বন্ধ করে চালকের আসনে গিয়ে বসল ভাসুরক। তার পাশেই বসল বিজয়া।

শকট উল্কাবেগে সীমান্ত শিবিরের দিকে রওনা দিল।

□ □ □

শকট দ্রুতবেগে চলছে। অমাত্য রাক্ষসের চিন্তাগুলিও যেন অতি দ্রুতবেগে মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঝড় তুলছে। তিনি ভাবছেন, দাসত্বটা নির্দোষ লোকেরও গুরুতর আশঙ্কার কারণ। কেন না, যারা দাস, প্রথমতঃ প্রভুর ভয়ে সর্বদাই তারা ভীত থাকে; তারপর প্রভুর যারা আস্থাভাজন লোক, তাদেরকে ভয় করেই চলতে হয়। বিশেষতঃ, উচ্চপদস্থ লোকেরা এমনিতেই দুর্জনদের হিংসার পাত্র হয়। ফলে, সব সময়ই তাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়—কখন না জানি পদচ্যুত হ'তে হয়!

শকট থেমে গেল। বিজয়া নেমে এসে দরজা খুলে বলল, 'অমাত্য, আসুন! আমরা পৌঁছে গেছি।'

বিজয়া অমাত্যকে কুমার মলয়কেতুর কক্ষের দ্বারের কাছে এনে বলল, 'যান অমাত্য। ভিতরে কুমার আছেন!'

অমাত্য রাক্ষস বাম হাতে তিরস্করনী সরিয়ে ভেতরের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

কুমার বসে আছেন। পায়ের দিকে অবনত তাঁর দৃষ্টি। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে যেন প্রাণ নেই এমনটাই মনে হল অমাত্যের। হয়তো দুর্বহ কাজের ভারেই কুমারের চন্দ্রতুল্য মুখখানি অবনত হয়ে রয়েছে। এক হাতের ওপর

মুখ রেখে, ডান হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছেন। গভীর চিন্তামগ্ন।

কাছে এগিয়ে গিয়ে অমাত্য বললেন, 'কুমারের জয় হোক!'

মলয়কেতু মুখ তুলে তাকালেন। অভিবাদনের উত্তরে সামনের আসনটি দেখিয়ে নীরস স্বরে বললেন, 'বসুন অমাত্য!' তারপর সোজাসুজি কাজের কথা পাড়লেন, 'অমাত্য! আমাদের যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা কি সমাপ্ত হয়েছে?'

অমাত্য রাক্ষস কুমারের গলার স্বরে কিছু একটা আশঙ্কা করলেও প্রকাশ্যে বললেন, 'হ্যাঁ রাজকুমার! এই একটু আগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছি।'

'বেশ! বলুন কি সিদ্ধান্ত করেছেন।' কুমার মলয়কেতু বললেন।

অমাত্য রাক্ষস বলতে লাগলেন, 'সবার আগে যাবে খস্ এবং মগধ; মধ্যভাগে গান্ধার যবন; তারপর চেদিদেশীয় এবং হূণদেশীয় সৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহাবীর শকনরপতিরা যাবেন, আর সবশেষে কৌলূত প্রভৃতি রাজগণ কুমারকে পরিবেষ্টন করে যাবেন।'

মলয়কেতু এবার তির্যকস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এখন যুদ্ধ যখন প্রায় সমাগত তখনও কি শত্রুর রাজ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য আপনার কোন লোক দরকার?'

রাক্ষস কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'না, এতদিন দরকার ছিল, এখন আর দরকার নেই।'

'আজ কি কোন দরকার আছে?' মলয়কেতু জানতে চাইলেন।

রাক্ষস ততোধিক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আজ? না তো!'

কুমার মলয়কেতু দু'হাতে তালি বাজিয়ে ডাকলেন, 'বাইরে কে আছো? ওই লোকটিকে নিয়ে এসো!'

পরক্ষণেই ভাসুরব সিদ্ধার্থককে ঘরের ভেতর ঠেলে দিল।

কুমার মলয়কেতু বাম ভুরু তুলে রাক্ষসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই লোকটিকে চিনতে পারেন কি, অমাত্য রাক্ষস?'

রাক্ষস বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সিদ্ধার্থকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অবশ্যই! এ তো সিদ্ধার্থক।'

সিদ্ধার্থক একেবারে লম্বা হয়ে অমাত্য রাক্ষসের পায়ে পড়ে ডুকরে উঠল, আজ্ঞে, আমার কোন দোষ নেই প্রভু! আমি প্রহারের ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান ভুলে—

অমাত্য রাক্ষসের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সিদ্ধার্থক। কে তোমাকে প্রহার করেছে ?'

'আজ্ঞে এই ঢ্যাঙা লোকটা ' বলে আঙুল উঁচিয়ে ভাগুরায়নের দিকে দেখিয়ে দিল।

রাক্ষস অবাক হয়ে বললেন, 'ভাগুরায়ন ? কেন ?'

সিদ্ধার্থক মিন্‌মিন করে বললল, 'আজ্ঞে আমি আপনার সব কথা বলতে চাইনি কি না, তাই।'

'আমার সব কথা ? কোন্ সব কথা ?' রাক্ষস এবার রূঢ় হলেন।

কুমার মলয়কেতু তখন বলে উঠলেন, 'ভাগুরায়ন ! তুমিই সব কথা এঁকে বুঝিয়ে বল ?' বলে অমাত্যের দিকে তাচ্ছিল্যের আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

ভাগুরায়ন এগিয়ে এসে অমাত্যকে বলল, 'দেখুন তো অমাত্য রাক্ষস ! এ পত্রখানি কি আপনার লেখা ?'

অমাত্য ভাগুরায়নের হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে এক পলক দেখেই বলে উঠলেন, 'না। না তো ! এ আমার হস্তাক্ষরই নয়।'

ভাগুরায়ন বলল, 'কিন্তু এতে মুদ্রারাক্ষসের ছাপ রয়েছে !'

রাক্ষস বললেন, 'হ'তে পারে। কিন্তু এ লেখা আমার নয়।'

কুমার মলয়কেতু কঠোর স্বরে প্রশ্ন করেলন, 'তাহলে আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রার ছাপ এলো কোত্থেকে ?'

রাক্ষস মৃদু হাসাবার চেষ্টা করে বললেন, 'শত্রুদের দ্বারা সবই সম্ভব। তারা জাল ছাপ তৈরী করে নিতে পারে।'

মলয়কেতু তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাবৃত অলঙ্কারের পেটিকাটি তুলে দেখিয়ে বক্রস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আর এই পেটিকার ওপরে যে আপনার নামাঙ্কিত ছাপ রয়েছে ? এও কি জাল ?'

অমাত্য রাক্ষস পেটিকাটি দেখেই বলে উঠলেন, 'এই পেটিকার ওপর ছাপ ? না, এ ছাপ জাল নয়। এটি আমার বন্ধু শকটদাসের দেওয়া। কুমারের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই অলঙ্কারগুলি আপনি কঞ্চুকী জাজলীর হাত দিয়ে আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন ? তা, বধ্যভূমি থেকে শকটদাসের

প্রাণরক্ষা করেছে বলে, আমি আপন অন্তরের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এগুলি এই সিদ্ধার্থককে উপহার দিয়েছিলাম।'

ভাগুরায়ন শ্লেষের স্বরে বলে উঠল, 'কুমার নিজে যেগুলি আপনাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন, সেইগুলিই আপনি আবার আরেকজনকে দান করলেন? এবং তাও আবার এই রকম একজন নির্বোধ ভৃত্য জাতীয় লোককে? অমাত্য দয়া করে আমাদের শিশুর চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করলে ভাল হতো!'

মলয়কেতু বললেন, 'ভাগুরায়ন! ওসব কথা থাক। তুমি অমাত্যকে পত্রখানা আরেক বার দাও। উনি এবার সম্পূর্ণ পত্রটি পাঠ করে একবার দেখুন। তারপর নিজেই বলুন—কি বলবার আছে।'

অমাত্য রাক্ষস পত্রখানা নিয়ে একবার পড়েই বলে উঠলেন, 'এ তো শত্রুর চাল!'

ভাগুরায়ন ভালমানুষের মত বলল, 'পত্রটিতে যে উপহারের কথা লেখা আছে, সেগুলি কি এই অলঙ্কারই নয়?'

রাক্ষস অধৈর্য্য স্বরে বলে উঠলেন, 'এই পত্রটিই আমার নয়। উপহারের প্রশ্ন তো পরে।'

ভাগুরায়ন তখন অগ্নিবর্ষক দৃষ্টিতে সিদ্ধার্থকের দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বলল, 'সিদ্ধার্থক! এ পত্র কার লেখা? সত্য বল! তোমার কোন ভয় নেই!'

সিদ্ধার্থকের বুক তখন যেন শুকিয়ে গেছে। কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। সে একবার পলকের জন্য অমাত্য রাক্ষসের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে মাথা নীচু করে রইল।

অমাত্য রাক্ষস ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা হতচকিত হ'য়ে পড়লেও পরিস্থিতি বুঝে নিতে তাঁর দেরী হয়নি। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এক ভয়ঙ্কর কঠিন ষড়যন্ত্র চারপাশ থেকে ক্রমশঃ তাঁকে ঘিরে ফেলছে। তিনি ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর ভাবে অস্থির হ'য়ে পড়ছিলেন। তবু অতি কষ্টেই তিনি নিজেকে সংযত রাখতে চাইছিলেন। কিন্তু এবারে বুঝি তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি ভীষণ কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, 'সিদ্ধার্থক! তুমি জানো না

যে তোমার সত্য মিথ্যার ওপর আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক এবং রাজ্যের ভবিষ্যতও নির্ভরশীল। তুমি এখনও সত্য কথা বল। বল, এ পত্র কার লেখা?'

সিদ্ধার্থক তবুও অধোবদনে চুপ করে রইল।

'সিদ্ধার্থক!' গর্জন করে উঠলেন অমাত্য রাক্ষস।—'তুমি জান যে আমি মহামাত্য চাণক্যের মত মসিজীবি নই। এই যুদ্ধের সমস্ত সৈন্যচালনার ভার আমার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। আমাকে অকারণে উত্তেজিত করো না। সত্য করে বল! এ পত্র কার লেখা? সিদ্ধার্থক!'

সিদ্ধার্থক তখন ভয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতেই কোনক্রমে বলল, 'আজ্ঞে, এ পত্র আর্য শকটদাসের লেখা।'

'শকটদাসের?' রাক্ষস বলে উঠলেন, এবং তখনই বুঝলেন, যে সিদ্ধার্থক সত্যকথাই বলেছে। তিনি কুমার মলয়কেতুকে বললেন, 'হ্যাঁ, রাজকুমার! আমিই তো বললাম। এ হস্তাক্ষর সম্ভবতঃ শকটদাসের।'

কুমার মলয়কেতু তৎক্ষণাৎ ডাকলেন, 'বিজয়া। শকটদাসকে সংবাদ দাও!'

সিদ্ধার্থক তখনই বাধা দিয়ে বলল, 'আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। একটা কথা বলি। আর্য শকটদাস কখনও অমাত্যের সামনে বলবে না যে সে-ই এই পত্রখানা লিখেছে। কাজেই তার অন্য আর একটি লেখার নমুনা কোথাও থেকে জোগাড় করে আনা হোক। তারপর এই পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন!'

ভাগুরায়নও স্বীকার করল। বলল, 'হ্যাঁ রাজকুমার! এ প্রস্তাব গ্রহণ যোগ্য। এখানে, অর্থাৎ আমার কাছেই শকটদাসের হস্তাক্ষরের একটি নমুনা রয়েছে। মিলিয়ে দেখছি।' বলে মেজের ওপর রাখা পত্রাদির মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র পত্র বার করে মিলিয়ে দেখল। তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। 'দেখুন অমাত্য! এতো হুবহু মিলে যাচ্ছে!'

রাক্ষস নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, 'মেলানোর তো কোন প্রয়োজনই ছিল না, ভাগুরায়ন! আমি তো দেখেই বলেছি, এ হস্তাক্ষর সম্ভবতঃ শকটদাসের!'

কুমার মলয়কেতু তবুও একটু শ্লেষ করতে ছাড়লেন না। 'হ্যাঁ অমাত্য!

আপনি 'সম্ভবতঃ' বলেছেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত হ'তে চেয়েছিলাম। এখন আমরা নিশ্চিত। আপনিও কি তাই?'

রাক্ষস অনুত্তেজিত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ। আমিও এখন নিশ্চিত। কেবল এতদিন পর্য্যন্ত আমি শকটদাসের বন্ধুত্বে, আনুগত্যে নিশ্চিত ছিলাম। এ হস্তাক্ষর তারই। মুদ্রারাক্ষস সব সময় তার কাছে থাকে। এবং এই সিদ্ধার্থক তারই সুহৃদ—একান্তই বন্ধু! সুতরাং, নিশ্চয়ই—শকটদাস, যে কোনও কারণেই হোক, ভেদনিপুন শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি করে এই হীন কাজটা করেছে—করতে পেরেছে!'

অমাত্য রাক্ষসের বিনীত স্বর শুনেও কুমার মলয়কেতু এতটুকুও বিচলিত হলেন না। কেননা, এখনও যে সবচেয়ে বড় এবং মর্মান্তিক—আঘাতের জ্বালা তার বুকে দাবানলের মতই হু হু করে জ্বলছে! তাই তিনি অতি নিষ্ঠুরভাবে অমাত্যকে আক্রমণ করে বলে উঠলেন, 'মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত আপনার প্রভু নন্দেরই পুত্র। আপনি তারই অনুগ্রহে মন্ত্রীত্বের পদপ্রার্থী! তার প্রতি আপনার এই অনুরাগ আপনার প্রতি পদক্ষেপেই বোঝা যায়। আপনাকে আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনার রহস্যটুকুই আমার কাছে এতাবৎকাল অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছলো। তারপর এতদিনে সেই রহস্যের কুয়াশা সরে গিয়ে আসল সত্যটা নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল! সত্যিই, একথা আমার কল্পনারও অতীত ছিল যে আপনি—হ্যাঁ, অমাত্য রাক্ষস তুমি, তুমিই অতি যত্নে—একটি সর্বসুলক্ষণা, সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে পালনপোষণ করার নামে তাকে একটি সুনিপুন বিষকন্যায় পরিণত করেছিলে। ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করে করে তাকে অসামান্যা রূপসী এক ভয়ঙ্কর কালকেউটের মতো বড় করে—তুলেছিলে। কেবলমাত্র সময়ে তাকে ব্যবহার করবে বলে। আর সেই ব্যবহারই তুমি করলে তাকে—তাকে নিয়োগ করলে আমারই পিতাকে বিনষ্ট করার জন্য!' বলতে বলতে উত্তেজনায়, ক্ষোভে গলা ধরে এল কুমারের। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন অমাত্য রাক্ষসের দিক থেকে।

তারপর অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার পিতা, সরল হৃদয় রাজা পর্বতক, তিনি সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করতেন। তোমার মতো জঘন্য

চরিত্র, তোমার মত কৃতঘ্নকেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। আর তারই—প্রতিদানে তুমি তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছ। এবং এতেও তোমার নারকীয় জিবাংসার পরিতৃপ্তি ঘটেনি!'—

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন কুমার মলয়কেতু অমাত্য রাক্ষসের মুখোমুখি। তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, 'আমাকে শুধু একটা কথা বলবে ব্রাহ্মণ! কোন্ চারিত্রিক অবনতি তোমাকে এতদূর নামিয়েছে যে আজ তুমি শত্রুর কাছে আমার দেহ পশুমাংসের মত বিক্রয় ক'রে দিতে চাও?'

অমাত্য রাক্ষস এতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে কুমারের অভিযোগ শুনে যাচ্ছিলেন, আর শুনতে শুনতে যন্ত্রনায় তাঁর সুগঠিত পেশল দেহটাও কেঁপে কেঁপে উঠছিল! তিনি ভয়ঙ্কর অস্থির হ'য়ে পড়ছিলেন। তাঁর সৌম্য মুখশ্রী বেদনায় নীল হয়ে গেল! মনে মনেই তিনি বলে উঠলেন, হায়। এ যে বিস্ফোটের ওপর বিস্ফোট! আর যে আমি সহ্য করতে পারছি না!—কুমারের অভিযোগের কথাগুলো শুনে তিনি উদ্‌বেগাকুল স্বরে বলে উঠলেন, 'আমি—আমি মহারাজ পর্বতককে বিষকন্যাদ্বারা হত্যা করেছি? রাজকুমার! এমন অশ্লীল মন্তব্য করবেন না। বিনা প্রমানে এতবড় অপরাধের বোঝা আপনি আমার ওপর নিক্ষিপ্ত—করবেন না। এ অনুযোগ মিথ্যা—এ পাপ!'

কুৎসিৎ মুখভঙ্গী করে তীব্রস্বরে ব্যঙ্গ করে উঠলেন কুমার মলয়কেতু: 'এই সমগ্র রাজ্যে, সমস্ত পাপীদের মধ্যে, পুন্যাত্মা কেবল তুমি? তাই না, ব্রাহ্মণ? আমার অনুযোগ যে সত্য—তার প্রমান চাও?' বলেই তিনি ডাকলেন, 'কে আছ এখানে? অবিলম্বে সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে ডাকো!'

সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধির নাম শুনে অমাত্য রাক্ষস একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন! হায় হায় করে উঠল তাঁর বুকের ভেতরটা! ওহ্! আমার হৃদয়টাকেও শত্রুপক্ষ আয়ত্ব করে ফেলেছে! তিনি চরম বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠলেন, 'সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি এ কথা বলেছে? যাক! তাকে ডাকার আর প্রয়োজন নেই। জীবসিদ্ধিও চাণক্যের চর!'

মলয়কেতু তীব্র শ্লেষের কশাঘাতে অমাত্যকে জর্জরিত করে বলতে লাগলেন, 'এখন, তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যাওয়ার পর যখন আর কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারছো না, তখন তুমি, আমারই অনুগামী, আমারই

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, প্রত্যেকে শত্রুপক্ষের চর বলে প্রমান করার ব্যর্থ চেষ্টা করছো ?' বলতে বলতে সহসা কুমার মলয়কেতু কোষ থেকে অসি নিষ্কাশিত করে অমাত্যের ঠিক মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরে তীব্রতম ঘৃণার স্বরে বলতে লাগলেন. 'ব্রাহ্মণ! এই মূহূর্তে আমি তোমাকে হত্যা করতে পারতাম! এবং এর জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করতেন ; কারণ, তুমি আমার পিতার হত্যাকারী।'

এই সময় ভাগুরায়ন এসে কুমারের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শান্ত হোন্ শান্ত হোন, কুমার!' তার ভয় হচ্ছিল, যদি কোন অঘটন ঘটে যায়! তবে তো আর্য চাণক্যের সমস্ত কৌশলই বিফল হয়ে যাবে!—

ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে অসি কোষে ফিরিয়ে নিলেন কুমার। তারপর তেমনই ঘৃণা স্বরে বললেন, 'যাও! ব্রাহ্মণ! তুমি স্বচ্ছন্দ মনে পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের কাছে যাও! গিয়ে তার দাসত্ব কর, তার পাদোদক খাও! তাকে সাহায্য কর! আমি আপন সৈন্যবলে, আপন বীর্যে চন্দ্রগুপ্তকে জয় করব—করবই। তোমাকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা নাও করতে পারি, বন্দী তোমাকে করবই। তারপর প্রকাশ্য রাজপথে ওই বিষকন্যাকে দিয়েই, তোমাকে হত্যা করব। আমার স্বর্গত পিতার আত্মার প্রতি যোগ্য তর্পনের প্রতিজ্ঞা আমি এভাবেই পূরণ করব! যাও! তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

তারপর ভাগুরায়নের দিকে ফিরে কুমার বললেন, 'সখা ভাগুরায়ন! সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে বল! আর হ্যাঁ, তার আগে গোপনে—আমার আদেশ জানিয়ে দাও যে অমাত্য রাক্ষসের সহগামী হয়ে যেসব রাজারা এসেছেন—সেনাপতি শিখরসেন যেন সেই পাঁচজন রাজাকেই, আজ রাত্রের মধ্যেই হত্যা করে গভীর গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দেয়।—কাল প্রত্যুষেই আমরা যুদ্ধযাত্রা করব! দুর্নীতি যেমন ধর্ম, অর্থ এবং কামকে নষ্ট করে, আমিও তেমনই, রাক্ষসের সাহায্য ব্যতিরেকেই চাণক্য আর চন্দ্রগুপ্তকে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হব! আমাদের সৈন্যবাহিনীর অশ্ব-ক্ষুরের আঘাতে উৎপন্ন ধূলিরাশি গৌড়দেশবাসিনী রমণীদের লোধ্রপুষ্পরেণু মাখা শুভ্রবর্ণ দেহে, তাদের রক্তিম গণ্ডদেশে এবং কাঁচুলির শাসন না মানা উদ্ধত স্তনযুগলের পরতে পরতে আচ্ছন্ন হ'য়ে ধূম্রবর্ণ করে তুলবে ;—তাদের ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপের কৃষ্ণবর্ণকে অপনীত করে ধূসরবর্ণ করে তুলবে!' ·

অমাত্য রাক্ষস নিঃশব্দে শিবির থেকে বেরিয়ে এসে রাজমার্গ ধরে আপন গৃহাভিমুখে পদব্রজেই চলেছেন। আর ভাবছেন : কোথায় যাব? তপোবনে যাব? কত কাজ বাকী রয়ে গেল! কিছুই হ'লো না! তপোবনে গেলে কি মন শান্ত হবে? এতো বন্ধু হারালাম। এতো শত্রু রয়ে গেল। এতো অতৃপ্ত আকাঙ্খা, এত অপূরিত ইচ্ছা! আত্মহত্যা করবো? না, না। সে তো স্ত্রীলোকের কাজ! তবে, মন্দভাগ্য আমি এখন কি করি—তবে কি আমি অসি উন্মুক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেবো? হ্যাঁ, তাই। তাই করব! কেবল মৃত্যুর আগে বন্ধু চন্দনদাসের বন্দীত্ব মোচন করে দিয়ে যাব!—হায়, হায়! মহারাজ নন্দ! কি দুর্ভাগা আমি!

পাটলীপুত্রে ফিরেই সিদ্ধার্থক প্রথমে গুরুদেব চাণক্যের সন্দর্শনে গেল। প্রণাম করে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করল সে। চাণক্য অবশ্যই ইতিপূর্বে নিপুনক নামে অপর গুপ্তচরের কাছ থেকে সিদ্ধার্থকের তথা অপরাপর গুপ্তচর, যারা মলয়কেতু এবং রাক্ষসকে ঘিরে আছে, তাদের সমস্ত সংবাদই পেয়েছেন। তবু সিদ্ধার্থকের নিজের মুখ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর আদেশ করলেন, 'সিদ্ধার্থক! যাও, এই প্রীতিকর বৃত্তান্তটি প্রিয়দর্শন রাজা চন্দ্রগুপ্তকে জানাও! আর হ্যাঁ, সমিদ্ধার্থককে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও করতে হবে।' বলে কাজটা

সিদ্ধার্থককে বুঝিয়ে দিলেন চাণক্য। তারপর আশীর্বাদ করে বললেন, 'এবার যাও!'

□ □ □

প্রিয়দর্শন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নিজস্ব বিশ্রামকক্ষে কিঞ্চিৎ নৃত্যগীত উপভোগ করেছিলেন। যুদ্ধ প্রস্তুতি তাঁর দিক থেকে সম্পূর্ণ কিন্তু, হয়তো তার প্রয়োজনই হবে না। এমন আভাসই গুরুদেব চাণক্য দিয়েছেন মন তাই অনেকখানিই প্রফুল্ল! তিনি মাধ্বীকের পাত্রে মৃদু মৃদু চুমুক দিতে দিতে দেখছিলেন, মনে মনেই বলে উঠছিলেন—অনবদ্য! অপরূপ! অতুলনীয়! এই নবীনা যুবতী ভানুমতীর বুঝি সত্যই কোন তুলনা নেই, তুলনা নেই তার দেহবল্লরীখানির!

নৃত্য করছে ভানুমতী। তার পেছন দিক থেকে অর্ধচন্দ্রাকারে—বসেছে বাদকের দল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে। সামনের দিকে স্বয়ং বসে আছেন মহারাজ। ভানুমতীর দেহবল্লরীতে যেন সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ! সুচারু নারী অঙ্গে তার—হীরক হারে শোভিত কুচযুগল, কুক্ষি, সুন্দর নিতম্ব আর রম্ভোরু-যুগলে, হিল্লোল তুলে এক অতি ভয়ানক অথচ সুন্দর কামদ-আকাঙ্খার সুগন্ধী বাতাস সমগ্র বাতাবরণে স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়ে দিচ্ছে।

মাধ্বীকের পাত্র হাতে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। একটু আগে ভানুমতীর গানও তিনি শুনেছেন। ভাবতেও অবাক লাগে এবং কষ্টও হয় যে এমন সুলক্ষণা, সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা—আসলে একটি বিষকন্যা! এই কন্যা কোন পুরুষের ভোগ্য নয় বরং পুরুষেরাই এই কন্যার ভোগ্য! এমন সদ-গুণান্বিতা কন্যা কোন সারা দেশে কয়েকটির বেশী হয়তো পাওয়া যাবে না।

নৃত্য শেষ হল। মহারাজকে প্রণাম করে ভানুমতী উত্তরীয় প্রান্ত দিয়ে মুখের, গলার ঘাম মুছতে লাগল।

এই সময় শোনোত্তরা এসে সিদ্ধার্থকের সংবাদ দিল।

আসলে সিদ্ধার্থক এতক্ষণ দ্বারের ফাঁক দিয়ে নৃত্য উপভোগ করছিল শোনোত্তরারই প্রশ্রয়ে। এবার ভেতরে ঢুকে সব বৃত্তান্ত চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিবেদন করে, সমিদ্ধার্থকের খোঁজে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে তার গৃহের দিকে রওনা দিল।

□ □ □

'সমিদ্ধার্থক ? সমিদ্ধার্থক আছো নাকি হে ?' দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লো সিদ্ধার্থক।'

'আরে, আরে সেই যে কোথায় উবে গেলে—আর খোঁজই পাই না।' বলতে বলতে সমিদ্ধার্থক বেরিয়ে এসে আলিঙ্গন বদ্ধ করল বন্ধু সিদ্ধার্থককে। 'কি সংবাদ বলো ?'

'আরে, সংবাদ তো সাংঘাতিক ভালো।' সিদ্ধার্থক উত্তর দিল।

'কি রকম ?' সমিদ্ধার্থক প্রশ্ন করল একটু অবাক হয়ে, 'যুদ্ধের আগেই সংবাদ ভাল কি রকম ?'

সিদ্ধার্থক মুচকি হেসে বললে, 'আরে দূর, যুদ্ধই তো হবে না।' তারপর গলা খাটো করে বলল, 'মলয়কেতু তো বন্দী হ'লো বলে।'

'সে কি ! সমিদ্ধার্থকও চাপা উৎসুক্যের গলায় বলল, 'শুনি, শুনি ?'

সিদ্ধার্থক বলল, 'শোন ! আর্য চাণক্যের নীতিতে হতবুদ্ধি হয়ে মলয়কেতু তো অমাত্য রাক্ষসকে তাড়িয়ে দিল। বেশ ক'জন রাজাকে মেরেও ফেলল গোপনে। বাকী রাজারা যারা মলয়কেতুর পক্ষে যুদ্ধ করবে বলেছিল, তারা তো সব আর্য রাক্ষসকে দেখেই এসেছিল, নইলে মলয়কেতু তো সহায়-সম্বলহীন এক রাজকুমার বই কিছু নয়। এখন অমাত্য রাক্ষস চলে যেতে তারাও পাততাড়ি গুটিয়েছে। তাদের সৈন্যরাও সব আগোছালো হয়ে গেছে।'

সমিদ্ধার্থক অবাক হয়ে বলল, 'বল কি ? মলয়কেতু শেষে কিনা অমাত্য রাক্ষসকেই তাড়িয়ে দিলে ! লোকটার প্রকৃতি দেখছি নিকৃষ্ট নাট্যকারের নাটকের মত-মুখে এক, নির্বহনে আর এক ; যা দিয়ে শুরু শেষে তার কোন চিহ্নই রইল না ? এটা কি রকম ?'

সিদ্ধার্থক মাথা নেড়ে বলল, 'বয়স্য ! শোন ! এ হলো আর্য চাণক্যের নীতি ! দৈবের যেমন নিঃশব্দ গতি, চাণক্যের নীতির গতিও তেমনই নিঃশব্দে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের জীবনে ওলট পালট ঘটিয়ে দিতে পারে বা কোন ঘটনার গতি সম্পূর্ণ উল্টে দিতে পারে। দেখছো না, অমাত্য রাক্ষসের মত অতি ধীমান ব্যক্তিই এর গতিবিধি বুঝতে পারলেন না, আর তুমি আমি তো তুচ্ছ !'

সমিদ্ধার্থকও মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক কথাই বলেছ তা অমাত্য রাক্ষস কোথায় ?'

সিদ্ধার্থক বলল, 'আমাদেরই একজন গুপ্তচর উন্দুর, সে নাকি বরাবরই ছায়ার মত অমাত্য রাক্ষসকে অনুসরণ করতো, অমাত্য তো বটেই, আমরাও কেউ এতদিন বুঝতে পারিনি, তা সে এসে নাকি আচার্য চাণক্যকে সংবাদ দিয়েছে যে অমাত্য রাক্ষস আমাদের এই পাটলীপুত্র নগরেই এসেছেন।'

সমিদ্ধার্থক অবাক স্বরে বলল, 'এখানেই আবার ফিরে এলেন কেন ?'

'আমার তো মনে হয়,' সিদ্ধার্থক বলল, 'শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের কথা ভেবেই তিনি এখানে এসেছেন। বন্ধুকে বন্দী দেখে অমাত্য রাক্ষসের মত মানুষ তো আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না।'

'এবার তাহলে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের মুক্তির সম্ভাবনা হলো! কি বল ?'

'আরে ভাই, সে কথা বলতেই তো তোমার কাছে আসা।' সিদ্ধার্থক বলল, 'এখনই প্রস্তুত হয়ে নিয়ে চল! আর্য চাণক্যের আদেশ, আমি আর তুমি দুজনে চণ্ডালের বেশে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাব।'

সমিদ্ধার্থক একথা শুনে চটে গেল, 'এটা কি রকম ? মাননীয় চাণক্যের কি অন্য কোন ঘাতক নেই যে আমাদেরই এমন নৃশংস কাজে নিযুক্ত করতে হবে ? রাজ্যের যত নীচ, জঘন্য কাজের জন্য কি আমরা ছাড়া আর লোক নেই!'

সিদ্ধার্থক আবারও হেসে বলল, 'তা আর কি করবে বল, বন্ধু! রাজা তো রাজকর্মচারীদের দিয়েই কাজ করিয়ে নেন আর এ হল রাজারও রাজা স্বয়ং গুরুদেব চাণক্যের আদেশ! জীবলোকে থাকতে ইচ্ছা করে এমন কোনও লোকই মাননীয় চাণক্যের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে না! অতএব, এস! আমরা চণ্ডালের বেশ ধারণ করে চন্দনদাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাই! চল! চল!'

রাজমার্গ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন, ছোট পথ ধরে এক ব্যক্তি দ্রুতপদে নগরীর পূর্ব সীমানার দিকে চলেছে। তার বাম বগলে একগোছা মোটাদড়ি! লোকটির বয়স হয়েছে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি পোষাকও বেশ মলিন। আপাত দৃষ্টিতে দরিদ্র বলে মনে হলেও পুষ্ট শরীরটি দেখে মনে হবে না যে খুব দারিদ্রে আছে। সে আপন মনেই বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে চলেছে।

দূর, দূর! ঘেন্না ধরে গেল এই চরবৃত্তিতে কোথায় আশা করে আছি যে আজ রাজকীয় রঙ্গালয়ে মহাকবির নতুন নাটকের উদ্বোধন হবে, তাই দেখব। দশ দশটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করলাম —আহা! নায়িকা বৌড়িবল্লরীর কি অপরূপ দেহখানি! তার নৃত্যে ঠাম-ঠমকে বুকের রক্ত রক্ত উথ্‌লে ওঠে গরম দুধের মতো! আর তাই ছেড়ে, এখন আমি কি না যাচ্ছি অমাত্য রাক্ষসের সন্ধানে! হায়! দাসত্ব বৃত্তির দশা। আমার প্রভু আর্য চাণক্য। আমি তাঁর নিয়োজিত গুপ্তচর—তাঁরই দেওয়া বেতনের ওপর আমার জীবন ভরসা! এখন তাঁর আদেশ—যে করেই হোক অমাত্য রাক্ষসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। কেন না, সেখানে তারই বন্ধু শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে শূলে চড়ানো হবে। তারপর সেখানে অমাত্য রাক্ষসকে নিয়ে গেলে কি হবে তা আর আমাকে বলা হলো না। হবেই বা কেন বলা? আমার এই চরবৃত্তিতে যতটুকু জানা দরকার ততটুকুই তো বলা হবে? বেশী জানতে গেলেই মুণ্ডুটি যাবে। আর মুণ্ডু না থাকলে মানুষের আর রইল কি? যাকগে।

লোকটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চারিদিকে দেখল। মনে হচ্ছে ঠিক জায়গাতেই এসেছি। মাননীয় চাণক্যের একজন চর উন্দুর। সে এই জায়গাটার কথাই বলেছিল বটে। মহারাজ নন্দের আমলের অতি পুরাতন বাগান এটা। নগরবাসী এদিকে বড় একটা আসে না। লোকটি থেমে একটা গাছের নীচে বসল। ট্যাঁক থেকে ধূমপানের জন্য নলিকা বার করল। তামাক ভরল। তারপর গন্ধক কাঠি জ্বেলে তামাক ধরিয়ে নিল। একটা লম্বা টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ওগ্‌রাতে ওগ্‌রাতে ভাবল—অমাত্য রাক্ষসের তো এখনেই আসার কথা। কখন আসবেন কে জানে—

হঠাৎই তার কান খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল কেউ যেন এদিকেই আসছে! চটকরে তামাকের আগুন নিভিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল গাছের আড়ালে। ঠিক ঐ তো অমাত্য আসছেন। বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যদিও চাদরে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথায়ও অবগুণ্ঠনের মত। দেখা যাক, উনি কোথায় বসেন!

অমাত্য রাক্ষস যদিও সশস্ত্র। কিন্তু চোখে তাঁর অশ্রুজল। তিনি বার বার 'কষ্ট! হায় কি কষ্ট!' উচ্চারণ করছেন। পরক্ষণেই মুখটা তার যেন ঘৃণা কোন মানুষের প্রতি নয়, দেবতার প্রতি; বিশেষতঃ দেবী রাজলক্ষ্মীর প্রতি। ভাবছেন,—আজ অবলম্বন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আকুলা রাজলক্ষ্মী কুলটা রমণীর মত অন্যপুরুষ অবলম্বন করেছে। আর গতানুগতিক রীতির অনুসারী প্রজাগণ অনুরাগ পরিত্যাগ করে সেই রাজলক্ষ্মীরই অনুসরণ করেছে; হ্যাঁ, অর্থ পিশাচ মানুষের সংখ্যাই তো এই পৃথিবীতে বেশী। এই অর্থের লোভে এই সব পিশাচ তুল্য মানুষেরা নিকটতম বন্ধুজনকেই পশ্চাদ্দিক থেকে অকস্মাৎ ছুরিকাবিদ্ধ করে! আর যারা বিশ্বস্ত লোক, পুরুষকারের কোন ফল না পেয়ে, মর্যাদা না পেয়ে কাজের ভার ত্যাগ করে; কিংবা তারা আর কি-ই বা করবে, মস্তকশূন্য দেহের মতো নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে!—

তা না হলে, অশিক্ষিত শূদ্রীর মত রাজলক্ষ্মী, যাঁর পতি ছিল একদা উচ্চবংশসম্ভূত রাজা নন্দ, সামান্য ত্রুটিবশতঃ সেই পতিকে পরিত্যাগ করে, খিড়কি দ্বার দিয়ে জারজ চন্দ্রগুপ্তকে গিয়ে আশ্রয় করে তারই বুকের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্থির হ'য়ে থাকে!—একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অমাত্য রাক্ষসের

বুক ভেঙ্গে !—হায় ! এ বিষয়ে আমরা আর কি করব। স্বয়ং দৈব শত্রুর মত আচরণ করছে—এমন শত্রুতাই করছে যে আমাদের সমস্ত উদ্যম নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে !—

হঠাৎ একটা তুমুল কলরব উঠল। ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ভেরী, তূর্য্য সব একসঙ্গে বেজে উঠল। সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আনন্দোল্লাস !

রাক্ষস সচকিত হলেন। নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে শব্দ ! তবু তিনি তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন এই আনন্দধ্বনি কিসের ! হায় ! মলয়কেতু বন্দী হয়ে গেল ! আজ মৌর্য্য-প্রাসাদে তাই আনন্দের লহরী উঠেছে ! ওহ্ কি কষ্ট ? হায়, কি কষ্ট !

তখন সেই চাণক্যের চর ব্যক্তিটিই এইটাই প্রকৃষ্ট সময় বুঝে, যেন রাক্ষসকে দেখতে পায় নি, এমন ভাবে বৃক্ষের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করবার জন্য তৈরী হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাক্ষস তাকে দেখতে পেলেন। একি ! এই ব্যক্তিটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে কেন ? এও নিশ্চয়ই আমারই মত শোচনীয় ভাবে দুঃখিত। তবুও, একেবারে চোখের সামনে একটা মানুষ মরবে ? তিনি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন. 'ভদ্র ! ভদ্র ! একি করছ ?' বাবা. আমার কথা শোন !'

'আমার সঙ্গে এখন কথা বলবেন না,' লোকটা উত্তর দিল, 'আমি এখন আত্মহত্যা করব।'

'কেন বাবা ? আত্মহত্যা করবে কেন ?'

'সে সব অনেক কষ্টের কথা। বলতে গেলেই যদি আমার মনের পরিবর্তন ঘটে যায়। না, বলতে পারব না।'

রাক্ষস বললেন, 'কিন্তু, চোখের সামনে—'

'ব্যস ! আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।' বলেই ও হো হো করে সশব্দে কেঁদে উঠল।

রাক্ষস অত্যন্ত নম্রস্বরে বললেন, 'তোমার কি হয়েছে বলো, বাবা ! যদি কোন ক্রমে পারি, তোমার কষ্ট আমি দূর করব ! তোমার নামটা কি, বাবা ?'

তখন লোকটা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আর্য ! আমার নাম উডুম্বর।

আমি এই নগরীতেই থাকি। আমার প্রিয় বন্ধু বিনাশ হ'তে যাচ্ছে, আমি তার প্রতিবিধান করতে পারছি না। তাই আমার মত মন্দভাগ্য লোক যা করে, আমিও তাই করছি। আপনি কি পাটলীপুত্রের শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাসের নাম শুনেছেন? ওই যে মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের বন্ধু? সে আমার প্রিয়বয়স্য।'

রাক্ষসের মন আনন্দে ভরে গেল! এই উডুম্বর নামে ব্যক্তিটি যখন—জিষ্ণুদাসের প্রিয় বন্ধু, তখন এ নিশ্চয়ই চন্দনদাসের বৃত্তান্তও জানে। তিনি সাগ্রহে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাকে খুব ভাল করেই চিনি। তা তার কি হয়েছে?'

উডুম্বর বলল, 'তিনি এইমাত্র তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে জ্বলন্ত আগুনে প্রাণবিসর্জন দেবেন বলে নগরী থেকে বিদায় নিলেন।'

'কিন্তু কেন? রাক্ষস জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কি কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন?'

উডুম্বর বিজ্ঞের মত হেসে বলল, 'ঠাকুর! চাণক্যের ক্রোধ রোগের চেয়েও সহস্রগুণ বিষের তুল্য।'

রাক্ষস ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'কেন? জিষ্ণুদাসের ওপর আর্য চাণক্য ক্রুদ্ধ হ'লেন কেন? তবে কি তিনি অপ্রাপ্য পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়েছিলেন?'

শুনেই দু'কানে হাত চাপা দিয়ে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে উডুম্বর বলে উঠল, 'ও কথা বলবেন না, ও কথা বলবেন না। শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস সুশিক্ষিত বণিক। এসব বিষয় তাঁর মনেরও অগোচর। আসলে, তিনিও আমার মত বন্ধু বৎসল। তাই। শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে তিনি প্রাণের মত ভালবাসেন। তিনি রাজসভায় গিয়ে স্বয়ং মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে বললেন, 'দেব চন্দ্রগুপ্ত! আমার ধনসম্পত্তি, জমিজমা যা কিছু আছে সব নিয়ে বন্ধু চন্দনদাসকে আপনি মুক্তি দিন!'—

রাক্ষস নিজের মনেই বলে উঠলেন, সাধু জিষ্ণুদাস, সাধু! কেন না, তুমি বন্ধুর প্রতি স্নেহ দেখিয়েছো। কারণ, এ সংসারে তো পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে এবং বন্ধু বন্ধুকে শত্রুর মত প্রতারণা করে কেবল অর্থের লোভেই; এবং

এই অর্থের লোভে আত্মীয়তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে আর ; জিষ্ণুদাস, বন্ধু বিপদাপন্ন হয়েছে দেখে সেই প্রাণতুল্য অর্থ-ধন ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে ? এর চেয়ে মহত্ত্বের নিদর্শন আর কি হ'তে পারে ? তিনি উড়ুম্বরকে বললেন, 'ভদ্র ! জিষ্ণুদাসের কথা শুনে চন্দ্রগুপ্ত কি অঙ্গীকার করলেন ?'

উড়ুম্বর বলল, 'মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বললেন,—জিষ্ণুদাস ! আমি তোমার বন্ধু চন্দনদাসের মুক্তির বিনিময়ে ধনসম্পত্তিও চাই না, জমি জমাও চাই না। তোমার বন্ধু চন্দনদাস তার ঘরে রাক্ষসের স্ত্রীপুত্রকে লুকিয়ে রেখেছে। তুমি বন্ধু হিসাবে তাকে অনুরোধ কর সে যেন তাদের আমার হাতে সমর্পণ করে। আমি এখনই, বিনা দ্বিধায় চন্দনদাসকে মুক্তি দিচ্ছি। তা নাহলে ওর প্রাণদণ্ডই আমার কোপ নিবারণ করবে আর তা দেখে অন্য কোন লোকই এমন করতে সাহস পাবে না।'

'আমি জানি না যে জিষ্ণুদাস চন্দনদাসকে অনুরোধ করেছিল কি না।— তারপর দেখলাম, চন্দনদাসকে হত্যার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। আর তাই দেখে জিষ্ণুদাসও জ্বলন্ত আগুনে প্রাণাহুতির সঙ্কল্প করে বেরিয়ে গেলেন। আর আমি তো প্রিয়সখা জিষ্ণুদাসের মরণ স্বচক্ষে দেখতে পারি না। সে চলে গেলে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি ? তাই আত্মহত্যার চেষ্টায় জীর্ণোদ্যানে চলে এসেছি।'

রাক্ষস অধীর স্বরে বললেন, 'ভদ্র ! তুমি কি জানো, তোমার বন্ধু জিষ্ণুদাস কি ইতিমধ্যেই অগ্নিতে প্রবেশ করেছেন ?'

'আজ্ঞে না,' উড়ুম্বর তাড়াতাড়ি বলল, 'এখনও করে নি। তবে এইবার করবে। কাঠ টাঠ সাজিয়ে আগুন ধরাতে সময় লাগে তো ? সেটুকুই যা বিলম্ব !'

'চন্দনদাসকেও কি হত্যা করা হয়ে গেছে ?' রাক্ষস আতঙ্কের স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে না, এখনও হয় নি', উড়ুম্বর উত্তর দিল, 'এখনও তাকে রাক্ষসের পরিবারবর্গকে ফেরত দেবার জন্য বলছে আর চন্দনদাসও দিচ্ছে না। সে জন্যেও বটে, আবার শূল টূল পুঁততে, ক্রিয়া আচার সারতে খানিকটা সময় লাগবে তো ? সেটুকুই যা বিলম্ব।'

রাক্ষস দ্রুতস্বরে বললেন, 'ভদ্র! শীঘ্র যাও! তোমার বন্ধু জিষ্ণুদাসকে অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত কর। তাকে গিয়ে বল যে তার বন্ধু চন্দনদাস বাঁচবে। আমিই তাঁকে মৃত্যু থেকে মুক্ত করব।'

উড়ুম্বর বলল, 'আপনি কি করে মৃত্যুমুখ থেকে চন্দনদাসকে বাঁচাবেন?'

রাক্ষস কোষ থেকে অসি মুক্ত করে বললেন, 'যুদ্ধে পরমবন্ধু এই তরবারি দিয়েই তাকে বাঁচাবো।'

উড়ুম্বর বলল, 'আর্য! এভাবে চন্দনদাসের জীবন রক্ষা হ'তে পারে। তবে, বিপদের চরম সীমায় উপনীত হয়েছি বলেই নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।' বলেই উড়ুম্বর রাক্ষসের পায়ে পড়ল, 'প্রভু! আপনিই কি পুণ্যনাম, ভক্তি ভাজন অমাত্য রাক্ষস? আমি কি তাঁরই চরণ স্পর্শ করার পুণ্য অর্জন করলাম?'

রাক্ষস দীর্ঘশ্বাস রোধ করে বললেন, 'ভদ্র! যে প্রভুর 'বংশ-বিনাশ প্রত্যক্ষ করেছে বন্ধুর বিনাশের কারণ—আমিই সেই হতভাগ্য রাক্ষস। ওঠ বন্ধু! আর বিলম্ব করো না। জিষ্ণুদাসকে বাঁচাও! আমিও দেখি চন্দনদাসকে মুক্ত করতে পারি কি না।' বলে তরবারি হাতেই যেতে উদ্যত হলেন।

উড়ুম্বর তৎক্ষণাৎ আরও জোরে রাক্ষসের চরণ দুটি চেপে ধরল, বলল, 'অমাত্য রাক্ষস! প্রসন্ন হোন! আমার কথাগুলো শুনুন! দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত এই নগরে প্রথম মাননীয় শকটদাসের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি বধ্যস্থান থেকে শকটদাসকে অপহরণ করে অন্য দেশে চলে যায়। এইভাবে প্রতারিত হ'তে দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। তার ধারণা হয় যে ঘাতকদের অসাবধানতার ফলেই শকটদাস পালাতে পেরেছে। তখন তিনি ঘাতকদেরই বধ করে ফেললেন। সেই থেকে পরবর্তী ঘাতকেরা সামনে বা পেছনে যে কোন অস্ত্রধারী লোক দেখলেই নিজেদের জীবন বাঁচাতে তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত ব্যক্তিকে বধ করে ফেলে। কাজেই, আপনি অস্ত্র হাতে সেখানে গেলেই, আপনাকে দূর থেকে দেখতে পাওয়া মাত্রই, চন্দনদাসের কাছে আপনি পৌঁছবার আগেই, ঘাতকেরা তাকে বধ করে ফেলবে।'

রাক্ষস উড়ুম্বরের কথাগুলো শুনে তার যুক্তিটা বুঝতে পারলেন। মনে

মনে ভাবতে লাগলেন,—কি আশ্চর্য ! চাণক্যবটুর নীতিপদ্ধতি, কূটকৌশল বোঝা বড়ই কঠিন দেখছি। কারণ, যদি চাণক্য আর চন্দ্রগুপ্তের মতানুসারেই সিদ্ধার্থক শকটদাসকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্রোধবশতঃ চন্দ্রগুপ্ত ঘাতকদেরই বধ করতে গেলো কেন ? আবার সিদ্ধার্থক যদি সত্যই দৈবচক্রে আমার বন্ধু হ'তো তাহলে সে ওই কৃত্রিম পত্রখানা ওই রকম ভাবে কি করে প্রকাশ করতে পারল ? না : ! দেখছি আমার বুদ্ধি বিভ্রান্তি ঘটে যাচ্ছে। কোন বিষয়েই নিশ্চিত করে স্থির করতে পারছি না। তাহলে ? ভাবতেই হয় যে তরবারি দিয়ে কার্যোদ্ধারের এটা প্রশস্ত সময় নয়। আবার অন্য কেন কৌশল উদ্ভাবন করতে গেলেই বিলম্ব ঘটবে। এবং আসন্ন বিপদে তা কাজে লাগবে না। অথচ, বন্ধু চন্দনদাসের এমন বিপদে উদাসীন থাকাও উচিত নয়। তাহলে একটাই পথ। নিজেকে চন্দনদাসের পরিবর্তে সমর্পণ করা। তবে তাই হোক। তিনি উড়ুম্বরকে বললেন, 'ভদ্র ! তাড়াতাড়ি যাও ! জিষ্ণুদাসকে গিয়ে বলো যে যাকে ধরবার জন্য আর্য চাণক্যের এত প্রযত্ন, চন্দনদাসের বন্দীত্ব, সে নিজেই আজ ধরা দেবে !'—

*　　　*　　　*

পটলীপুত্র নগরীর অন্যপ্রান্তে সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা বধ্যভূমির চারিপাশে অসংখ্য কৌতূহলী নাগরিকের সমাবেশ ঘটেছে। সকলেই ভেতরে কি ঘটেছে জানার জন্য উৎসুক। অবশ্য সকলেই জানে যে রাজদ্রোহীতার অপরাধে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে শূলে চড়ানো হবে আজ। কিন্তু নাগরিকদের ধারণা এ বিষয়ে রাজার অবিচার ঘটেছে। শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে সকলেই সৎলোক বলে জানে। সে জন্যেই নাগরিকদের বিশ্বাস যে শেষ মুহূর্তে রাজার সিদ্ধান্ত পাল্টে যেতেও বা পারে। অথবা, সেই শকটদাসকে যেমন এই বধ্যভূমি থেকে কেউ একজন উদ্ধার করে পলায়ন করেছিল, আজও হয়তো তেমনই কিছু ঘটবে।

ঠিক সেই সময় ভেতরে বলির বাদ্য বাজতে শুরু করল। মাঝে মাঝে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দও শোনা যেতে লাগল। নাগরিকগণ আরও অধীর হ'য়ে বিশাল দ্বারের সামনে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল।

হঠাৎ প্রাচীরের ওপর থেকে একজন ঘাতকের গলা শোনা গেল। সে

ঘোষণা করছে : হে আর্যগণ ? মাননীয় নাগরিকগণ ! আপনারা সরে যান ! যদি আমার কথা মানেন, তবে নিজের প্রাণ, ধন, বংশ এবং স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য রাজার বিরুদ্ধতা বিষেরই তুল্য জ্ঞান করে পরিত্যাগ করুন। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি অপথ্য সেবন করে, সে লোকেরই রোগ বৃদ্ধি হয় বা মৃত্যু হয় ; কিন্তু রাজার বিরুদ্ধতা করলে, সমস্ত বংশই বিনষ্ট হয়। তার প্রমাণ—বৈশ্য চন্দনদাসকে তার পুত্র-কলত্রসহ উচ্চস্থানে আনা হয়েছে ওই রাজ-বিরুদ্ধতার জন্যই।

সমবেত নাগরিকদের মধ্য থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'চন্দনদাসের মুক্তির উপায় আছে কি ?'

ঘাতক উত্তর দিল, 'এই পাপিষ্টের মুক্তির উপায় কোথায় ? তবে হ্যাঁ, যদি সে অমাত্য রাক্ষসের পরিজনদের রাজার হাতে সমর্পন করে, তাহলে মুক্ত হ'তে পারে।'

নাগরিকজনের মধ্য থেকেই আরেকজন প্রতিবাদ করে উঠল, 'চন্দনদাস শরণাগতবৎসল ; নিজের জীবনের মায়ায় এমন অকার্য্য তিনি কখনো করবেন না।'

ঘাতকও উত্তর দিল, 'যদি তাই হয়, তবে তার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী এটাও অবশ্য জানুন আপনারা। কাজেই এখানে আপনারা অপেক্ষা করবেন না—চলে যান ! চলে যান !' বলে ঘাতক নেমে এলো।

□ □ □

বধ্যভূমির ভিতরে তখন এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হ'চ্ছে।

ঘাতক বজ্রলোম শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে বলল, 'আর্য চন্দনদাস ! সময় হ'য়ে গেছে। এখন আপনার স্ত্রী-পরিজনদের বিদায় দিন !'

চন্দনদাস স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গেলেন। বুকের মধ্যে কান্নার দুরন্তবেগকে কোনক্রমে দমন করে বললেন, 'যাও ! ফিরে যাও !'

তাঁর স্ত্রী কুটুম্বিনীকে জড়িয়ে ধরে, ভগ্নীস্থানীয়া একজন অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে চন্দনদাসের আঙ্গুল ধরে সিন্দুরের কৌটায় ডুবিয়ে নিয়ে স্ত্রীর সিঁথিতে পরিয়ে দিল। পরিজনদের ক্রন্দনরোল আবার বধ্যভূমির পরিমণ্ডল, বাতাসকে দুঃখী, বিষণ্ণ করে তুলল !

চন্দনদাস কোনক্রমে নিজেকে সংযত করে আবারও বললেন স্ত্রী—কুটুম্বিনীকে, 'শোক ক'রো না। বন্ধুর জন্য জীবন যাচ্ছে ; এতে তো জীবন সার্থক হ'য়ে গেলো। মানুষ সুলভ দোষে নয়, রোগে নয়, জরায় নয়! এর চেয়ে সার্থক মৃত্যু আর কি আছে?'

তাঁর স্ত্রী কুটুম্বিনী, অসামান্যা রূপসী, কিন্তু এইরূপে দহন নেই, আমাদের সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপা, চিরকালীন রূপসী মাতৃমূর্তি, এই মুহূর্তে যাঁর ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি সারাপৃষ্ঠব্যেপে আলুলায়িত, পদ্মআঁখিযুগলের অঞ্জন অশ্রুজলে ধুয়ে গেছে, সেই অনুপম মুখখানি তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রভু! তুমি যাও! আমি তোমার সঙ্গে সহমরণে যাব।'

চন্দনদাস মিনতির স্বরে বললেন, 'না, যেও না! আমাদের এই নাবালক পুত্রটি পৃথিবীতে অনাথ, ভিক্ষুকের মত কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?'

এবার অপর ঘাতক বেণুবর্তক এসে কিঞ্চিৎ রূঢ় ভাবে চন্দনদাসকে বলল, 'আসুন আর্য চন্দনদাস! আর অপেক্ষা করার সময় নেই।'

চন্দনদাস মাথা তুলে শেষবারের মত স্ত্রী পরিজনদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঘাতককে বললেন, 'হ্যাঁ, চল, যাই!'

কুটুম্বিনী আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওগো, কে কোথায় আছ, বাঁচাও! বাঁচাও!' বলতে বলতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

চন্দনদাস যেতে গিয়েও ছুটে এলেন স্ত্রীর কাছে। হাঁটুগেড়ে বসে স্ত্রীর মাথা নিজের ক্রোড়ে তুলে নিলেন। উত্তরীয় দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন ; চোখের জল মুছিয়ে দিলেন ; জ্ঞান ফিরে এল কুটুম্বিনীর। চন্দনদাস বললেন আবার, 'ওঠো! কেন শোক করছো? আমার এই মৃত্যুতে তো কোন মালিন্য নেই! তোমাদের—যাদের রেখে গেলাম, তাদের প্রতি দেবতারা প্রসন্ন হবেন! ওঠো! কেঁদো না।'

ঘাতক বেণুবর্তক আবার অধৈর্য স্বরে বলে উঠল, 'আসুন শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস। সময় বয়ে যায়!' বলে এগিয়ে এসে চন্দনদাসের একটি হাত ধরল। বজ্রলোমও এগিয়ে এসে শ্রেষ্ঠীর অপর হাত ধরলো।

কটুম্বিনী আবারও আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো বাঁচাও! রক্ষা কর! রক্ষা কর!' বলতে বলতে চণ্ডালদের পায়ের ওপর পড়ে কেঁদে উঠল, 'তোমাদের

পায়ে পড়ি! মেরো না, ওকে মেরো না!'—

ঠিক সেই মুহূর্তে বধ্যভূমির বিশাল কপাটদ্বয়ের দিক থেকে প্রচণ্ড কোলাহল উপস্থিত হ'ল। প্রহরারত রক্ষীদল ছুটে গেল সেদিকে। তারপর দেখা গেল অতিশয় বলশালী, কান্তিমান এক পুরুষ রক্ষীদলকে উপেক্ষা করে এদিকেই ছুটে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বলছে,—'ভীত হ'য়ো না, মাতা, ভীত হ'য়ো না!—ঘাতকগণ! অপেক্ষা কর! দাঁড়াও! চন্দনদাসকে মেরে ফেলো না! আমি অমাত্য রাক্ষস! আমি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব গ্রহণ করছি। তোমরা এ সংবাদ রাজ সমীপে নিবেদন কর!' ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলেন তিনি।

চন্দনদাস সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'একি অমাত্য! এ তুমি কি করলে?'

রাক্ষস বললেন, 'আমি তোমাকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। বন্ধু চন্দনদাস! কোন অনুযোগ ক'রো না!'

ঘাতক বজ্রলোম উচ্চস্বরে রক্ষীদলের উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমাদের কেউ এখনই যাও! নন্দকুলরাজের পক্ষে বজ্রস্বরূপ এবং মৌর্যকুলের—প্রাণস্বরূপ প্রতিষ্ঠাতা আর্য চাণক্যকে গিয়ে বল—'

সেই মুহূর্তে রক্ষীদলের পশ্চাদ্দিক থেকে তীক্ষ্ণ, সরস গলায় কেউ বলে উঠল, 'বলো বাবা বলো! থামলে কেন?'

রক্ষীদল সেই স্বর শুনেই সসম্ভ্রমে দু'ভাগ হ'য়ে গিয়ে পথ উন্মুক্ত করে দিল। দেখা গেল আর্য চাণক্য এগিয়ে আসছেন। কৃশ, মেদবিহীন, শক্ত শরীরে কেবলমাত্র ধূতী ও উত্তরীয় পরনে, মাথার পশ্চাতে পুষ্ট শিখা, স্কন্ধ থেকে লম্বমান শুভ্র উপবীত। এগিয়ে এসে বললেন, 'কি যেন বলছিলে বাবা! আর একবার বলো?'

ঘাতক বজ্রলোম বলল: 'আর্য! আপনার বুদ্ধিবলে, আপনার নীতিতে হতবুদ্ধি হয়ে অমাত্য রাক্ষস বন্দীত্ব বরণ করে নিতে বাধ্য হলেন!'

চাণক্য জিভকেটে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, 'আরে ছি! ছি! আমার আর বুদ্ধি কি? তিনি যদি ধরা দিয়ে থাকেন তো নিজগুণেই দিয়েছেন! তিনি কি সত্যিই ধরা দিয়েছেন?'

অমাত্য রাক্ষস চাণক্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, 'এই সেই দুরাত্মা অথবা মহাত্মা চাণক্য! সমুদ্র যেমন রত্নের আকর, ইনিও তেমন

সমস্ত শাস্ত্রের আকর। আমরা বিদ্বেষী হ'য়েও যাঁর গুণে তৃপ্তি লাভ করতে পারছি না।'

চাণক্য সম্মুখে চেয়ে মনে মনে বললেন, 'ওহো, এই অমাত্য রাক্ষস! যে মহাত্মা দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের নিদ্রাহরণ করে নিয়েছেন, নানা উপায় কৌশল উদ্ভাবন করে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদের এবং আমার বুদ্ধিকে বহুকাল কষ্টভোগ করিয়েছেন। যা হোক।'

চাণক্য আর একটু অগ্রসর হয়ে বললেন, 'অমাত্য রাক্ষস, চাণক্যের অভিবাদন গ্রহণ করুন!'

রাক্ষস বিনীত লজ্জার স্বরে বললেন, 'এখন আমাকে আর 'অমাত্য' বলে লজ্জা দেবেন না চাণক্য। আমি তো নৃপতিহীন, রাজ্যহীন, আপনার বন্দী। চণ্ডালের স্পর্শে আমি অপবিত্র। আমাকে ছোঁবেন না!'

'না, না, এই ঘাতক দুজনের কেউই চণ্ডাল নয়', চাণক্য বলে উঠলেন,— 'এই একে, বজ্রলোমকে, তো আপনি চেনেন, এ একজন রাজপুরুষ সিদ্ধার্থক, যাকে আমিই নিয়োগ করেছিলাম। অন্যজন, এই বেনুবর্তক, এও একজন রাজপুরুষ—সমিদ্ধার্থক এর নাম। আর শকটদাসের লেখা সেই পত্রখানার কথা তো আপনার মনে আছে? বেচারা জানতোও না যে পত্রখানা সে কার উদ্দেশ্যে লিখেছে। আসলে আমিই তাকে দিয়ে কৌশলে সেই পত্রখানা লিখিয়েছিলাম।'

রাক্ষস স্বস্তির স্বরে বললেন, 'আপনাকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই— চাণক্য। শকটদাসের প্রতি অকারণ সন্দেহে আমার মন কলুষিত হ'য়েছিল।'

চাণক্য বললেন, 'হে ব্রাহ্মণপ্রবর! আরও শুনুন! আপনার কৃত্রিম বন্ধু সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি, আর যে লোকটা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, ওই জীর্ণোদ্যানে, আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছিল, সেই উডুম্বর, এবং শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের এই—বন্দীত্ব, এ সবই আমার—'বলতে বলতে চাণক্য যেন একটু লজ্জিত হলেন, একপলক রাক্ষসের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন, 'এ সবই আমার কৌশলমাত্র!—আপনি দয়া করে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করুন!—ঐ যে বৃষল আপনাকে দেখতে আসছে।'

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এগিয়ে এলেন। পেছনে তাঁর প্রিয়পাত্র, সেবকগণ।

চাণক্য বললেন, 'বৃষল! এই মহামাত্য অমাত্য রাক্ষস! এঁকে প্রণাম কর!'

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সদ্যোযুবা, দীর্ঘদেহী, মাথার কুঞ্চিত কেশদাম বিস্তৃত কাঁধের ওপর এসে পড়েছে। তার ওপর স্বর্ণমুকুট। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, অসম্ভবের স্বপ্নমাখা আকর্ণ বিস্তৃত তুটি চোখ, বিশাল বক্ষ,—শক্তিশালী তুই বাহু,সিংহকটি গায়ের রঙ ঈষৎ চাপা, কিন্তু খরশান উজ্জ্বল! তাঁর গলার স্বর মেঘমন্দ্র। তিনি এগিয়ে এসে করজোড়ে রাক্ষসকে প্রণাম করে বললেন, 'আর্য! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন!'

রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে দেখলেন। মুগ্ধ হলেন! এই তাহলে চন্দ্রগুপ্ত! লোকের মুখে যে শুনেছি—চন্দ্রগুপ্তের বাল্যকালেই সকলে তাকে দেখে বলতো যে বড় হলে মান্যগণ্য ব্যক্তি হবে—তা দেখছি যথার্থ। হস্তিশাবক যেমন ক্রমে যুথপতিত্ব লাভ করে, এও তেমনই আজ ভূ-ভারতের রাজত্ব লাভ করেছে! তিনি প্রকাশ্যে বললেন,—'রাজন! আপনি বিজয়ী হোন্!'

চাণক্য বললেন, 'আপনি যার মহামাত্য তার জয় সুনিশ্চিত।' তারপর চন্দ্রগুপ্তকে বললেন, 'বংস বৃষল, মহামাত্যকে প্রাসাদে নিয়ে যাও!—আর হ্যাঁ, তার আগে অমাত্য রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা কর উনি কি চন্দনদাসের মুক্তি চান?'

রাক্ষস বললেন, 'চাণক্য! চন্দনদাস আমার প্রিয়তম বন্ধু!'

চাণক্য হেসে বললেন, 'সে কথা আমরা জানি। কিন্তু আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা পূরণ হ'লো কি না, তা এখনও বুঝতে পারছি না। আপনি যদি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের মুক্তি চান, তবে দয়া করে চন্দ্রগুপ্তকে আশ্বস্ত করুন যে আপনি তার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন?'

অমাত্য রাক্ষস কিয়ংকাল চুপ করে থেকে ভাবলেন যে চাণক্যের শিষ্য আমাকে ভৃত্যভাবে বা নম্রভাবে স্পর্শ করেছে, কাজেই চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে আর কোন বিদ্বেষ ভাব আমার মনে জাগছে না। চাণক্য যে যশস্বী হয়েছে তা সঙ্গত কারণেই। কেন না, উপযুক্ত সচিব পেলে নির্বোধ মন্ত্রীরও যশলাভ হয়; আর অনুপযুক্ত সচিব হলে, নির্দোষনীতিশালী মন্ত্রীও ভগ্নাশ্রয় হয়ে নদী তীরবর্তী বৃক্ষের মত সমূলে উৎপাটিত হয়। তিনি তাই অতি বিনয়ের সঙ্গে

বললেন, 'না চাণক্য। আমি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার যোগ্য নই। যে বুদ্ধি আর ক্ষমতার বলে তুমি সেই পদ অলঙ্কৃত করেছো, সেখানে আমি—'

বাধা দিয়ে চাণক্য বলে উঠলেন, 'না, না, নিজেকে অযোগ্য বলে—দায়ীত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না মহামাত্য রাক্ষস! আপনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব যদি দয়া করে স্বীকার না করেন, তবে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের প্রাণরক্ষার প্রশ্নটি অবান্তর হ'য়ে পড়ে না কি?'

রাক্ষস দুঃখিত মনে অনুভব করলেন—মহারাজ নন্দের স্নেহকণাগুলি এখনও আমার হৃদয় স্পর্শ করছে; অথচ আমি তাঁরই শত্রুদের ভৃত্য হ'তে যাচ্ছি; নিজের হাতে জলসেচন করে যাদের তৃপ্ত করে তুলেছি, সেই বৃক্ষ গুলিকেই ছেদন করতে হবে এবং ক্রুদ্ধ হ'য়ে বন্ধুজনের শরীরেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। হায়! বিধাতারও বুঝি অগোচর ছিল এই সব বিষয়! তিনি বললেন, 'চাণক্য! আমি যে কোনও মূল্যে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে বাঁচাতে চাই। সে মূল্য যদি এই—মন্ত্রীত্বের দাসত্বও হয়……'

'অমাত্য রাক্ষস', চাণক্য বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'দাসত্ব নয় যোগ্যতা। আমি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব করেছি বটে, কিন্তু এই সব কূটকৌশল রাজনীতি আমার উপজীব্য নয়। আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং পুস্তকাদি প্রনয়ণ করে বাকী জীবন কাটাতে চাই। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ যে আর্য রাক্ষস, আপনি চন্দ্রগুপ্তের মহামাত্য হ'য়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন!'

রাক্ষস অগত্যা বললেন, 'উপায় কি। তরবারি আনয়ন কর! আমি প্রস্তুত।'

চাণক্য সহর্ষে বললেন, 'বৃষল! তুমি মহামাত্য রাক্ষসের সামনে নতজানু হ'য়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা কর। তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন!'

এই সময় একজন রাজপুরুষ দ্রুতপদে সেখানে এসে চাণক্যকে অভিবাদন করল, জয়দু জয়দু অজ্জো।' ('জয়তু আর্য্য—আর্যের জয় হোক!') আর্য! ভাগুরায়নের সেনাদল মলয়কেতুকে বন্দী করে রাজদ্বারে নিয়ে এসেছে। এখন আপনি যা হয় নির্দ্ধারণ করবেন।'

চাণক্য হেসে রাজপুরুষকে বললেন, 'ভদ্র বিজয়সেন! এখন আর আমি কি নির্দ্ধারণ করব? আমি কি এখন আর মহামাত্য আছি? এ সম্পর্কে এর কি অভিরুচি জিজ্ঞাসা কর! এই অমাত্য রাক্ষসকে জানাও! এখন ইনিই সব নির্দ্ধারণের কর্তা।'

অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাজন চন্দ্রগুপ্ত! কুমার মলয়কেতুকে মুক্তি দিন!'

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আর্য্য চাণক্যের মুখের দিকে তাকালেন।

আর তাই দেখে চাণক্য ঈষৎ ভং´সনার স্বরে বলে উঠলেন, 'আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছ কেন বৎস? এ তোমার নবনিযুক্ত মহামাত্যের প্রথম অনুরোধ। এ অনুরোধের সম্মান তো রক্ষা করতেই হবে!'—

তারপর রাজপুরুষের দিকে ফিরে বললেন, 'ভদ্র বিজয়সেন! আমার কথায় ভাগুরায়নকে গিয়ে বলো—অমাত্য রাক্ষসের অনুরোধে দেব চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে মুক্তি দিলেন। তিনি তার পৈতৃক রাজত্বে ফিরে যান! সেখানে নিষ্কণ্টক রাজত্বসুখ ভোগ করুন! আর, তার এই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ভাগুরায়ন যেন তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে।'

'যথা আজ্ঞা, আর্য্য।' প্রণাম করে যাবার জন্য ফিরল বিজয়সেন।

'দাঁড়াও, বিজয়সেন, আরেকটু দাঁড়াও!' চাণক্য বলতে লাগলেন, 'তুমি গিয়ে দুর্গাপালকে বলবে যে, দেব চন্দ্রগুপ্ত অমাত্য রাক্ষসকে লাভ করায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে এই আদেশ করেছেন: এই যে বনিক চন্দনদাস, তাঁকে আজ থেকে সমস্ত নগরের বাণিজ্যাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করা হলো। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের এই আদেশ যেন অনতিবিলম্বে সমস্ত নগরীতে প্রচার করা হয়। আরও বলবে যে অমাত্য রাক্ষস এখন এ রাজ্যের মহামন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে যেন সকল বন্দীদের বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হয়—অবশ্যই হস্তী এবং অশ্ব ছাড়া। বুঝেছ?—যাও!'

'জং অজ্জো আনবেদি।' ('আর্য যা আদেশ করেন।') বলে আকুঞ্চি নত হয়ে প্রণাম করে রাজপুরুষ বিজয়সেন দ্রুতপদে বিদায় নিল।

চাণক্য নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, 'আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ

হয়েছে। এখন তাই আমি শিখা বন্ধন করব! অমাত্য রাক্ষস! আসুন, আমরা রাজপ্রাসাদে যাই! সেখানে সমবেত সভাসদগণ ও বিধায়কগণ এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের সামনে উপস্থিত হয়ে আপনি আপনার যা বক্তব্য তা বলুন! এই দেশের সর্বাঙ্গিন মঙ্গলের জন্য আপনার ভবিষ্যৎ কার্য্যগুলির সামান্য বিবরণ দিয়ে মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করে, এই সুদীর্ঘ উত্তেজনার অবসান করুন! আসুন!'

সকলেই রাজপ্রাসাদে ফিরে এল। সমবেত নাগরিকবৃন্দের সামনে বক্তব্য রাখলেন অমাত্য রাক্ষস। বললেন, 'পূর্বকালে প্রলয়সাগরমগ্ন পৃথিবীকে রক্ষা বরাহমূর্তিধারী যে নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছিল; এবং এখন যে কতিপয় ম্লেচ্ছদেশ আমাদের এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করতে সদাই উদ্যত, তাদের প্রতিহত করবার জন্য সেই নারায়ণের মতই শক্তিশালী বাহুযুগলের অধিকারী যে রাজমূর্তিধারীর আবির্ভাব হয়েছে, সেই রাজা চন্দ্রগুপ্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করুন; এবং আমরা যারা তাঁর বন্ধুগণ ও অনুগত কর্মচারীগণ আছি—সকলে মিলে আসুন আমাদের এই পূণ্যভূমিকে, আমাদের মাতৃভূমিকে, উন্নত করার শপথ গ্রহণ করি এবং নিজেরাও অভ্যুদয়শালী হয়ে

সমাপ্তমিদং মুদ্রারাক্ষসম্

'মুদ্রারাক্ষস' কাহিনীর চরিত্রগুলির পরিচয়

চাণক্য ঃ চন্দ্রগুপ্তের গুরু এবং মন্ত্রী।
শার্ঙ্গরব ঃ চাণক্যের শিষ্য।
নিপুনক ঃ চাণক্যের নিয়োজিত গুপ্তচর।
সিদ্ধার্থক ঃ জনৈক রাজপুরুষ এবং চাণক্যের চর।
চন্দনদাস ঃ বণিক, এবং কুসুমপুর নগরীর বাণিজ্যাধ্যক্ষ।
আহিতুণ্ডিক ঃ সাপুড়ে ছদ্মবেশধারী ও বিরাধগুপ্ত ছদ্মবেশধারী, অমাত্য রাক্ষসের নিয়োজিত গুপ্তচর।
রাক্ষস ঃ ভূতপূর্ব নন্দবংশীয় মন্ত্রী; সৎ, বিদ্বান, বিবেকবান ও শাসনকার্যে অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী।
জাজলী ঃ কঞ্চুকী। কুমার মলয়কেতুর অন্তঃপুরে নিয়োজিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
প্রিয়ংবদক ঃ জনৈক পুরুষ। অমাত্য রাক্ষসের বিশ্বস্ত দ্বারপাল।
শকটদাস ঃ অমাত্য রাক্ষসের অন্যতম সুহৃদ, কায়স্থ রাজলেখক, যিনি রাজসভার দৈনন্দিন কাজের বিবরণী লিখে নেন এবং সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি করেন।
চন্দ্রগুপ্ত ঃ নায়ক এবং রাজা।
বৈহীনরী ঃ কঞ্চুকী। চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে নিয়োজিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
চক ঃ রাক্ষসের নিয়োজিত গুপ্তচর।
দৌবারিক ঃ রাক্ষসের অপর একজন দ্বারপাল।
মলয়কেতু ঃ প্রতিনায়ক। পর্বতক রাজকুমার।
ভাগুরায়ন ঃ মলয়কেতুর কপট সুহৃদ। চাণক্যের নিয়োজিত দক্ষ গুপ্তচর।
ক্ষপনক ঃ জীবসিদ্ধি নামে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, চাণক্যের অন্যতম দক্ষ গুপ্তচর।
ভাসুরক ঃ মলয়কেতুর অন্যতম দ্বারপাল।
সমিদ্ধার্থক ঃ চন্দ্রগুপ্ত পক্ষের একজন রাজপুরুষ।
উড়ুম্বর ঃ চাণক্যের জনৈক চর।
বিজয়সেন ঃ পাটলীপুত্র নগরের রক্ষীবাহিনীর প্রধান। রাজপুরুষ।
বজ্রলোম ঃ ঘাতক-চণ্ডালের ছদ্মবেশে সিদ্ধার্থক।
বেনুবর্তক ঃ সমিদ্ধার্থক নামে রাজপুরুষ, ঘাতক-চণ্ডালের ছদ্মবেশধারী।
শোনোত্তরা ঃ প্রতিহারী। চন্দ্রগুপ্তের দ্বাররক্ষিকা ও সর্বদা পার্শ্বচারিনী।
বিজয়া ঃ প্রতিহারী। মলয়কেতুর দ্বাররক্ষিকা।
কুটুম্বিনী ঃ শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের স্ত্রী।
ভানুমতী ঃ বিষকন্যা। রাক্ষসের প্রতিপালিতা। পরে চাণক্যের অনুবর্তিনী ও অন্যতম গুপ্তচর। নৃত্য-গীত-বাদ্যে অতিশয় পারঙ্গম-মোহিনী রূপময়ী।